এটা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো জায়গা নেই



অর্থায়ন কমে যাওয়ার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসগুলোর চরিত্র যেভাবে বদলে যাচ্ছে

WOMEN'S REFUGEE COMMISSION

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রতিবেদনটি আভা ম্যাকলাফিন গ্যাগ্লিয়ার্ডি, জুলিয়েন ডেইচ এবং রুমানা আকতার লিখেছেন। সাদিয়া কিদওয়াই, কেলি লীসন, রুথ ফারর্টিগ, জানথা শার্ফ এবং মনীষা থমাস পর্যালোচনা করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। রুমানা আকতার তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালনা করেছেন। স্ট্র্যাটেজিক অ্যাজেন্ডা এই প্রতিবেদনটি কপিরাইট করেছে এবং এটি ডিজাইন করেছেন গ্রেচেন লারসেন। ডব্লিউআরসি (উইমেনস রিফিউজি কাউন্সিল) এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল সংস্থা এবং রোহিঙ্গা নারীর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

জুলিয়েন ডেইচ, ডিরেক্টর অব রিসার্চ,
উইমেনস রিফিউজি কমিশন
julianned@wrcommission.org

এই প্রতিবেদনের ছবিগুলো তুলেছেন প্রধান ফটোগ্রাফার পারমিন ফতেমা, যিনি একজন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী এবং তিনি এই পুরো ফিল্ডওয়ার্কে আমাদের সাহায্য করেছেন। ইনি একটি অ্যাওয়ার্ড বিজেতা রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফারদের দলের সদস্য, যারা কক্স বাজারে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করছে তা তুলে ধরে: www.rohingyatographer.org

---

বাস্তুচ্যুতি ও সংকটের প্রেক্ষাপটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে প্রায়শই উপেক্ষিত, অবমূল্যায়িত ও সুবিধাবঞ্চিত নারী, শিশু, যুবসমাজ এবং অন্যান্য মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় উইমেনস রিফিউজি কমিশন (ডব্লিউআরসি) কাজ করে। আমরা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা করি, সমাধান খুঁজে বের করি এবং মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন এবং বাস্তুচ্যুতি সংক্রান্ত নীতি ও অনুশীলনে জেন্ডার-রূপান্তরকারী ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নতির লক্ষ্যে সুপারিশমালা তুলে ধরি। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা শরণার্থী নারী, শিশু ও যুবসমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসাবে কাজ করে আসছি।

উইমেনস রিফিউজি কমিশন
1012 14th St, N.W. Suite 1100
Washington D.C., 20005
(২১২) ৫৫১ ৩১১৫

womensrefugeecommission.org

প্রচ্ছদ চিত্র: একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে কিশোরীরা একটি তথ্যমূলক সেশনে অংশগ্রহণ করছে। পারমিন ফতেমা/ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

© ২০২৬ উইমেনস রিফিউজি কমিশন

এটা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো জায়গা নেই

অর্থায়ন কমে যাওয়ার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নারী ও মেয়েদের সেফ স্পেসগুলোর চরিত্র যেভাবে বদলে যাচ্ছে

সূচিপত্র

৩ সারসংক্ষেপে

৭ প্রধান সুপারিশসমূহ

৯ তার নিজের কথায়: আমার নাম ফতিমা

১০ ভূমিকা

১৩ পদ্ধতি

১৪ তার নিজের কথায়: আমার নাম খাদিজা।

১৫ গবেষণার ফলাফল

- ১৫ নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসের সাফল্যের কারণ
- ২৬ নারী ও মেয়েদের সেফ স্পেসের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি
- ৩৫ রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের সুনির্দিষ্ট ক্ষতি এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিসমূহ

৪২ তার নিজের কথায়: আমার নাম নূর

৪৩ প্রভাবসমূহ

৪৫ উপসংহার

৪৬ তার নিজের কথায়: আমার নাম আয়েশা।

৪৮ শব্দ সংক্ষেপ

৪৯ তথ্যসূত্র



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে এক কিশোরী লিখছে এবং তার বন্ধুরা দেখছে। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

সারসংক্ষেপে

পটভূমি

২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আসার ঢল শুরু হওয়ার পর থেকেই, নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেস (ডব্লিউজিএসএস) রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের সুরক্ষা সম্পর্কিত অগণিত ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ডব্লিউজিএসএস-এ রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) জন্য জীবন রক্ষাকারী কেস ম্যানেজমেন্ট এবং রেফারেল দেওয়ার পাশাপাশি, তা রোধ করা, মনোসামাজিক সহায়তা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জীবিকা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক ত্রাণ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে, মানবিক সহায়তা খাতে অর্থায়ন সংকট এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, এই সর্বাঙ্গীণ সেবাগুলোর ওপর চাপ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই গবেষণায় সেবা সরবরাহকারী সংস্থা এবং রোহিঙ্গা নারী ও মেয়ে, উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, **অর্থায়ন সংকটের কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস-এর টেকসইতা, সহজলভ্যতা, মান এবং কার্যকারিতা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে** তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

পদ্ধতি

এই গবেষণায় একটি মানগত ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে যাতে নথিপত্র বিশ্লেষণ ও তথ্য পর্যালোচনার পাশাপাশি, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস পরিচালনাকারী ১১টি সংস্থার থেকে মূল তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকার, গত এক বছরে ডব্লিউজিএসএস-এ অংশগ্রহণ করেছেন এমন রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের সাথে ১০টি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার এবং একটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মে ও জুন মাসে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণা দল প্রবণতা এবং মূল ফলাফল শনাক্ত করতে, একটি আরোহী পদ্ধতি (ইনডাক্টিভ মেথড) ব্যবহার করে অংশগ্রহণমূলক যৌথ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছে।

গবেষণার ফলাফল

নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসের সাফল্যের কারণ

ডব্লিউজিএসএস মডেল যে সার্বিকভাবে রোহিঙ্গা কমিউনিটি এবং নির্দিষ্টভাবে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফলাফলে ডব্লিউজিএসএস-এর সাফল্যের পিছনে থাকা সেই কারণগুলো তুলে ধরা হয়েছে যার সাহায্যে এই কেন্দ্রগুলো ২০২৫ সালের অর্থায়ন হ্রাসের পাশাপাশি, কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা এবং আর্থিক ধাক্কা বারবার সামলে নিতে পেরেছে।

- **জীবন রক্ষাকারী সেবা পাওয়ার প্রবেশপথ:** জিবিভি-র ভুক্তভোগীদের সময়মত চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তা এবং সর্বাঙ্গীণ কেস ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস একটি বিশ্বস্ত ও গোপনীয় প্রবেশ দ্বারের কাজ করেছে।
- **সেবার একটি সর্বাঙ্গীণ মডেল:** সাড়াদান, প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের মধ্যে যেকোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে সেগুলো একসাথে প্রদান করলে ডব্লিউজিএসএস সবচেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে।
- **একটি বাস্তব জায়গা এবং মানসিক নিরাপত্তা:** শুধুমাত্র নারী ও মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত কেন্দ্রগুলো যে শারীরিক গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করে সেটাই অংশগ্রহণকারীদের জন্য তার সবচেয়ে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।
- **নিয়োজিত কর্মী এবং ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি:** প্রায় নয় বছরের একটানা প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নতির সুনির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে যে পেশাদার কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণে আজ তা ঝুঁকির সম্মুখীন।
- **পুরো জিবিভি সাব-সেক্টর জুড়ে সমন্বয় সাধন:** যখন কোনও ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রে সেবাদান কমিয়ে দিতে হয়েছে বা কেন্দ্র বন্ধ করতে হয়েছে, তখন শক্তিশালী রেফারেল ব্যবস্থা এবং হস্তান্তরে সমন্বয়ের কারণে সেবা দেওয়া অব্যাহত রাখা গেছে।
- **বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়:** ডব্লিউজিএসএস সেই সব স্বাস্থ্য, আইনি, শিক্ষা ও জীবিকা সংক্রান্ত সেবাগুলোর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে, যেগুলো পাওয়া নারী ও মেয়েদের পক্ষে কঠিন।
- **কমিউনিটি পরিচালিত সেবার কৌশল অবলম্বন:** ডব্লিউজিএসএস-এর আউটরিচ ও প্রতিরোধের কর্মসূচি পরিচালনায় কমিউনিটি ও নারীদের নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বাধা থাকা সত্ত্বেও।

নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি

রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তবে এই সাফল্য প্রতিকূল আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অর্জন করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে অর্থায়ন কমে যাওয়া এবং তার প্রেক্ষিতে সাড়াদান সেবাগুলিকে অত্যধিক অগ্রাধিকার দেওয়ায়, জিবিভি প্রতিরোধ এবং তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম থেকে সংস্থান অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেই কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

- **মানবিক ত্রাণের উপর নির্ভরতা** রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আইনি মর্যাদা এবং বাংলাদেশে কাজ করার অধিকার না থাকায় এমন প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা তৈরি হয়েছে যা একমাত্র মানবিক ত্রাণের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব নয়।
- **জিবিভি প্রতিরোধ এবং তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার না দেওয়া** ২০২৫ সালের সংশোধিত যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনায় অর্থায়ন শুধুমাত্র ১ম অগ্রাধিকারে থাকা জীবন রক্ষাকারী সাড়াদানমূলক সেবার জন্য সীমিত রাখা হয়েছে, অর্থাৎ পুরো সুরক্ষা সেক্টর জুড়ে প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

- **কর্মী ছাঁটাই এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উপর নির্ভরশীলতা** আগে কর্মী ও সেবা গ্রহণকারীদের যে অনুপাতকে আদর্শ বিবেচনা করা হত, এখন তা আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে কর্মীদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদে সেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাদের বার্নআউট হচ্ছে এবং রোহিঙ্গা নারী স্বেচ্ছাসেবীরা অর্থনৈতিক অসহায়তার সম্মুখীন হচ্ছেন।
- **আয়ের উৎস কমে যাওয়া অথবা বিলুপ্তি** জিনিসপত্র, স্টাইপেন্ড এবং জীবিকা সম্পর্কিত সহায়তা কমিয়ে বা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ডব্লিউজিএসএস-এ উপস্থিতিও কমে গেছে।
- **মিলিত সুরক্ষা কেন্দ্র ও সেবাসমূহ:** শিশু বান্ধব কেন্দ্রের (সিএফএস) সাথে ডব্লিউজিএসএস মিলিত করার আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পর্যালোচনা পর্যায়ে আছে, যেখানে নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং স্থানের অপ্রতুলতা সংক্রান্ত উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে।

রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের সুনির্দিষ্ট ক্ষতি এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিসমূহ

অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়া এবং সেই প্রেক্ষিতে ডব্লিউজিএসএস মডেলে পরিবর্তনের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং সুরক্ষার অভাবের কারণে ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে যখন নারী ও মেয়েদের সুরক্ষা সংক্রান্ত সেবাগুলি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখনি পরিবর্তিত কৌশলের কারণে ডব্লিউজিএসএস-এর সেবার মান ও কার্যকরতা কমে গেছে।

- **জিবিভি-র ঝুঁকি বৃদ্ধি:** জিবিভি সাব-সেক্টরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কিছু পরিস্থিতির কারণে, যেমন খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা, কঠিন পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলার জন্য পুরুষ ও ছেলেদের ক্ষতিকর উপায় অবলম্বন করা এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপের ইত্যাদি সমস্যার চাপ বাড়তে থাকায় জিবিভি-র নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রগুলি একীভূত বা বন্ধ করার ফলে উদ্ভূত মনো-সামাজিক ক্ষতি:** শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থান না থাকায় রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের প্রচণ্ড মনোসামাজিক ও সামাজিক ক্ষতি হয়েছে।
- **ডব্লিউজিএসএস সেবা ও কর্মসূচির মান এবং তাতে অংশগ্রহণ কমে যাওয়া:** কম সংখ্যক কর্মী, কর্মসূচির মাঝে দীর্ঘদিনের বিরতি এবং আর্থিক/অন্যান্য প্রণোদনা কমে যাওয়ায় সেবার ধারাবাহিকতা এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, উভয়েই হ্রাস ঘটেছে
- **দুর্বল রেফারেল পথ এবং অত্যাবশ্যক সংস্থানের অভাব** ওষুধ, জন্মনিরোধক, খাদ্য এবং অন্যান্য যেসব সংস্থান ডব্লিউজিএসএস রেফারেলের মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যেত, এখন তার পরিমাণ অনেক কমে গেছে।
- **ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলির বর্ধিত প্রান্তিকীকরণ** নারী চালিত সংসার, অবিবাহিতা বা তালাকপ্রাপ্ত নারী, কিশোরী এবং তৃতীয় লিঙ্গ হিজরাদের মতো জনগোষ্ঠী, যাদের কাছে অন্যান্য বিকল্প সহায়তার পাওয়ার সুযোগ খুবই কম তারা আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রভাবসমূহ

ডব্লিউজিএসএস সবচেয়ে কার্যকরভাবে সেবা দিতে পারে যখন সেগুলিকে সর্বাঙ্গীণ জিবিভি সহায়তার জন্য অর্থায়ন করা হয়, একমাত্র সাড়াদানের সেবার জন্য নয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে সাড়াদান, প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন পরস্পরকে জোরদার করে এবং এগুলিকে পৃথকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনকে অগ্রাধিকার দেওয়া কমিয়ে দিলে জিবিভি কমে না; পরিবর্তে সহিংসতার ঘটনা বেড়ে যায় এবং সেই কারণে চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল সাড়াদানের সেবাগুলোর উপর আরও বেশি চাপ পড়ে, যার ফলে সার্বিক কৌশল কার্যকর ও আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হয় না।

জিবিভি-র পরিবর্তনশীল ধারার জন্য প্রতিরোধ এবং বহু-সেক্টরীয় ঝুঁকি প্রশমনে, কম নয়, বরং আরও বেশি বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা (WASH) মতো সেক্টরে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার কারণে সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে জুয়া খেলা, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, অপরাধজনিত সহিংসতা এবং প্রযুক্তির সাহায্যে জিবিভি করার মতো নতুন ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনশীল ঝুঁকির প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র সংকটে সাড়াদানই যথেষ্ট নয়, বরং প্রতিরোধের জন্য পরিমার্জিত কর্মসূচি এবং সকল সেক্টর জুড়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

যদিও ব্যাপক হারে বন্ধ হয়ে যাওয়া এড়ানো গেছে এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্মী ছাঁটাই করে, স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে, এবং কার্যক্রমের সংখ্যা এবং জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করা কমিয়ে দিয়ে ডব্লিউজিএসএস চালু রেখেছে। এই সব পরিবর্তনের কারণে প্রদত্ত সেবার মান এবং গ্রহণকারীর সংখ্যা কমে গেছে এবং কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের উপর চাপ আরও বেড়ে গেছে। ডব্লিউজিএসএস চালু আছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় যে ডব্লিউজিএসএস ব্যবস্থা পর্যাপ্ত রিসোর্স দেওয়া হচ্ছে।

এখান থেকে দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকার জন্য অগ্রসর হতে গেলে শুধুমাত্র অর্থায়ন ফিরিয়ে দিলেই হবে না, রোহিঙ্গা নারীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। রোহিঙ্গা পরিচালিত নারী সংস্থা নিবন্ধন করা এবং মানবিক সহায়তা খাতের থেকে তার জন্য অর্থায়ন করায় আইনি বাধা এখনো নারীদের নেতৃত্বদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দীর্ঘ মেয়াদে স্বনির্ভরতাকে সীমিত করছে। সেই কারণে, ডব্লিউজিএসএস আরও শক্তিশালী করার জন্য নমনীয় অর্থায়নই যথেষ্ট নয়, এর জন্য অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ, বৈধ জীবিকার সুযোগ এবং রোহিঙ্গা নারী পরিচালিত উদ্যোগের ব্যাপক স্বীকৃতি ও সংস্থান বরাদ্দ করে এমন নীতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।



এক রোহিঙ্গা নারী নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

প্রধান সুপারিশসমূহ

১ রোহিঙ্গা সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের **ডব্লিউজিএসএস-কে একটি সমন্বিত, সর্বাঙ্গীণ এবং জীবন রক্ষাকারী কর্মসূচি বিবেচনা করা উচিত** এবং সাড়াদান সেবার পাশাপাশি জিবিভি প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের জন্য অর্থায়ন করা উচিত।

ডব্লিউজিএসএস তখনি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় যখন প্রতিরোধ, ঝুঁকি প্রশমন, মনোসামাজিক সহায়তা, রেফারেল এবং সাড়াদানের সেবা একসাথে প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র জিবিভি-তে সাড়াদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিরোধ ও ঝুঁকি প্রশমনে বিনিয়োগ কমিয়ে দিলে, ডব্লিউজিএসএস-এর উপযোগিতা কমে যায় এবং নারী ও মেয়েরা প্রতিরোধযোগ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হন। মানবিক সহায়তা ও উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে সহিংসতা প্রতিরোধ করলে এবং ঝুঁকি কমালে জিবিভি-র ঘটনা কমতে পারে এবং সেটা জিবিভি-র ঘটনা ঘটার পরে সাড়াদানের চেয়ে কম ব্যয়সাধ্য।

২ জিবিভি খাতে কর্মরত সংস্থা, ক্যাম্প ইন চার্জ এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের **ডব্লিউজিএসএস-কে মিশ্র-জেন্ডারের সিএফএস-এর সাথে একীভূত করার** ক্ষেত্রে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং যেকোনো পরিবর্তনের আগে, যে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা সেই কেন্দ্রগুলি ব্যবহার করেন, তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

কার্যক্রম একীভূত ও সমন্বিত করার প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র নারীদের জন্য নিবেদিত ও সংরক্ষিত স্থানের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়, কারণ অংশগ্রহণকারীরা বারংবার এটাকেই তাদের নিরাপত্তা, আস্থা, অংশগ্রহণ এবং সাহায্য চাওয়ার আগ্রহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। যেকোনো পরিবর্তন করার আগে ক্যাম্প-নির্দিষ্ট জিবিভি-র ঝুঁকি মূল্যায়ন করা উচিত এবং কিশোরী, কিশোরীদের পিতামাতা, প্রতিবন্ধী নারী, বয়স্ক নারী, নারী পরিচালিত পরিবার এবং বর্তমানে ডব্লিউজিএসএস-এ অংশগ্রহণে সমস্যা হচ্ছে এমন নারীদের মতো নারী ও মেয়েদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করা উচিত।

৩ জিবিভি সাব-সেক্টর, সুরক্ষা সংস্থা এবং মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বদলের **ডব্লিউজিএসএস বন্ধ করে দেওয়ার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা উচিত** এবং বন্ধ করা এবং সেবা কমানোর ঘটনা নিরীক্ষণ ও রিপোর্ট করা উচিত।

পর্যবেক্ষণে আনুষ্ঠানিকভাবে ডব্লিউজিএসএস বন্ধ করার ঘটনার পাশাপাশি কাজের ঘণ্টা, সেবাদানের এলাকা, ভ্রাম্যমাণ আউটরিচ, কর্মী সংখ্যা, রেফারেলের সক্ষমতা এবং সেবার মান কমিয়ে দেওয়ার ঘটনাও নথিভুক্ত করা উচিত। পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়মিতভাবে জিবিভি এবং সুরক্ষা সমন্বয় দলের পর্যালোচনা করা উচিত এবং তার মাধ্যমে কোন ক্যাম্পগুলো পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছে না, সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং কোন জায়গায় জরুরি ভিত্তিতে সংস্থান বিনিয়োগ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

৪ দাতা সংস্থা, ইউএন সংস্থা এবং জিবিভি মোকাবেলায় কর্মরত সংস্থাগুলোর **নিবেদিত এবং নমনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত** যার মাধ্যমে রোহিঙ্গা ডব্লিউএলও এবং নেটওয়ার্কগুলো সরকারি নীতি মেনে মানবিক খাতে অর্থায়ন পেতে পারে, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অর্থায়নের পদ্ধতিতে জাতীয় এনজিওগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত নির্দিষ্ট কার্যক্রমের জন্য সংরক্ষিত সাব-গ্রান্টের সুযোগ, ফিসকাল-হোস্ট বা স্পনসরশিপ মডেল, গ্রান্টের জন্য সহজতর শর্ত, বহু বছরের জন্য নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক গ্রান্ট এবং অংশগ্রহণমূলক তহবিল থাকতে পারে, যাতে রোহিঙ্গা নারীরা অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন।
এই পদ্ধতিগুলোতে রোহিঙ্গা পরিচালিত নারীদের গ্রুপকে নিজস্ব দক্ষতা ও কার্যপরিধিসহ স্বতন্ত্র অংশীদারের মর্যাদা দিতে হবে।

৫ জিবিভি মোকাবেলায় কর্মরত সংস্থা এবং দাতা সংস্থাদের **কমিউনিটি-ভিত্তিক মডেলে বিনিয়োগ করা উচিত যাতে ডব্লিউজিএসএস-এর সেবার পরিধি আরও প্রসারিত করা যায়** এবং তার পাশাপাশি বিশেষায়িত সেবা, জিবিভি ন্যূনতম মানদণ্ড এবং রেফারেলের স্পষ্ট পাথওয়ে ও সংশ্লিষ্ট সেবা বজায় রাখা যায়।

নিরাপদে তথ্য বিনিময়, নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করা, নারীদের সেবার জন্য সাথে নিয়ে যাওয়া, রেফারেল পেতে সহায়তা করা এবং জিবিভি প্রতিরোধ ও তার ঝুঁকি প্রশমনের জন্য সুপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনার কাজে প্রশিক্ষিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবী, সতীর্থ ফ্যাসিলিটেটর, কমিউনিটি আউটরিচ কর্মী এবং রোহিঙ্গা নারী পরিচালিত নেটওয়ার্কগুলো সাহায্য করতে পারে। বিশেষভাবে ক্যাম্পের জনসংখ্যা ও জিবিভি-র ঝুঁকি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার প্রেক্ষিতে এই মডেলগুলোর বিদ্যমান কেস ম্যানেজমেন্ট, মনোসামাজিক সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা এবং অন্যান্য বিশেষায়িত সেবার সম্পূরক হওয়া উচিত, সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়।

৬ মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বদল, ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ এবং সমন্বয় দলগুলির, ডব্লিউজিএসএস এবং বৃহত্তর মানবিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে **রোহিঙ্গা নারীদের আনুষ্ঠানিক, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত সহায়তাসহ পরামর্শকের ভূমিকায় নিযুক্ত করা উচিত**।

রোহিঙ্গা নারীদের ডব্লিউজিএসএস স্টিয়ারিং কমিটি, ক্যাম্প পরিচালনা এবং সাইট-প্ল্যানিং দল, সুরক্ষা সেক্টর এবং জিবিভি সাব-সেক্টর, জেন্ডার ইন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ, অর্থায়ন ও কার্যক্রম পর্যালোচনা দলে অর্থপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা উচিত। শরণার্থীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন রিফিউজিস এবং ইউএনএইচসিআর-এর এজ, জেন্ডার অ্যান্ড ডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্কে একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুতি। অন্যান্য বাস্তুচ্যুতির পরিস্থিতিতে শরণার্থীদের সুরক্ষার পরিকল্পনা, ক্যাম্প পরিচালনা, সেবা বিতরণ এবং অবকাঠামো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভূমিকা দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা-পর্ষদের মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। কক্স বাজারে এই ব্যবস্থাগুলোতে বিদ্যমান রোহিঙ্গা নারী পরিচালিত নেটওয়ার্কগুলোকে কাজে লাগানো উচিত, নারীদের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি, অর্থায়ন এবং সেবায় কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে তা রিপোর্ট করা উচিত।

তার নিজের কথায়:

আমার নাম ফতিমা

আমি এখানে ১০ বছর আগে এসেছি। আমার সন্তানদের বাবা আরেকজনকে বিয়ে করেছে। সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে থাকে। সে পরিবারের খরচ চালানোর জন্য কোনও টাকা দেয় না; আমি কোনও প্রয়োজনের কথা বললে সে ঝগড়া করে আর আমাকে মারধর করে। সে এখন আমার ডেটা কার্ড ব্যবহার করে নিজের আর তার স্ত্রীর জন্য রেশন আনে। এই কারণে আমি কোনও সুবিধা পাই না।

আমি আমার মেয়েদের আর নাতিনাতনিদের সাথে থাকি। আমরা সাত জন। সব মেয়ে, একটাও ছেলে নেই। আমার এক মেয়ের শোনার আর কথা বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীত্ব আছে। সে ছয় বা সাত মাসের জন্য কাঁচা শাকসবজি পেট, কিন্তু এখন আর পায় না। আমিও এক কানে শুনতে পাই না, চোখে কম দেখি, আর চোখে দেখতে পাই না বলে কোরান পড়তে পারি না।

আর্থিকভাবে আমরা অনেক কষ্টে আছি কারণ পরিবারে কেউ কিছু উপার্জন করে না। মাঝে মধ্যে, চার বা পাঁচ মাস অন্তর কাজ আসে, যেখানে নর্দমা পরিষ্কার, জঞ্জাল ও ময়লা পরিষ্কার বা মেরামতের মতো কাজ ১০, ৯ বা ৭ দিনের জন্য দেয়।

আমরা *শান্তিখানায়* এলে আমাদের চিন্তা একটু কমে। আমরা বাসা থেকে আসি, ফ্যানের হাওয়া খাই, মেয়েদের সেলাইয়ের কাজ শেখানো হয়, তারপর নাশতা দেয়। যারা বিয়ে করে তাদের সাথে যে শারীরিক নির্যাতন আর যৌন নির্যাতন করা হয়, সেই ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রায়ই মেয়েদের টাকার লোভ দেখিয়ে পাচার করা হয়। এখানে আসার পরে আমি এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে জেনেছি।

মেয়েদের যে মাসিকের জন্য জিনিসপত্র দেওয়া হয়, যেমন কাপ, স্যানিটারি প্যাড, এগুলো সব খুব দরকার। ওরা কাপড় কাচার সাবানের গুঁড়ো, কাপড় দেয় - এগুলো খুবই প্রয়োজন, তাই না? ওরা আমাদের বালতি, ছাতা, সেলাই মেশিন, বোরখা আর আরও অনেক জিনিস দিয়েছে। আমরা *শান্তিখানায়* এলে মশলার মতো সামগ্রী পাই, মনের কথা ভাগ করি, প্যাকেজ পাই। বাজেট কমে যাওয়ার কারণে আমরা ওগুলো আর পাচ্ছি না। ওরা জায়নামাজ, তসবি, রান্নার জন্য মশলা, লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়ো দিত - এখন আর দেয় না। আমাদের সিম কার্ডেও [ই-ভাউচার] অনেক কিছু কমিয়ে দিয়েছে। আগে ১২ ডলার দিত, এখন ৭ ডলার দেয়। যাদের পরিবারে কোনও পুরুষ সদস্য নেই, তাদের ১২ ডলার দেয়।

আমরা যদি কিছু পাই, আমাদের সন্তানদের খাওয়াতে পারি, আমরাও কিছু খেতে পারি। আমরা যা জিনিসপত্র পাই আমরা সেগুলো বেচাকেনা করি না। সন্তান আছে, নাতিনাতনি আছে, ওরা এসে বসে। এই সময় ওদের খেতে দিতে পারলে ভালো লাগে। যদি কোনও জিনিস থাকে তাহলে আমরা সেটা পাই - না থাকলে পাই না। এমন না যে আমাদের প্রতিদিন নাশতা দিতেই হবে। আমরা এসে একটু কথা বলব আপনাদের সাথে - সেটাও মনকে শান্তি দেয়। আমরা খুশি।

আমি প্রতিদিন আসি। আমি নাশতার লোভে বা অন্য কোনও কারণে আসি না। আমি আমার স্বামী যে অশান্তি দেয়, সেই কারণে আসি। এখানে এসে অন্যান্য মহিলাদের সাথে কথাবার্তা বললে, হাসলে, আমার দিনটা খুশিতে কাটে। নামাজের সময় আমি নামাজ পড়ি।

আমার মনে ইচ্ছা হয় যে আমি আমার মেয়েদের নিয়ে অন্য কোনও দেশে গিয়ে নিরাপদে বসবাস করি

আমার মতো মহিলারা, যাদের বয়স হয়ে গেছে বা পরিবারের কর্ত্রী, জরুরি ভিত্তিতে কিছু করা প্রয়োজন যাতে আমরা স্বনির্ভর হতে পারি। যেমন তারা যদি একটা ছোট দোকান খুলতে পারে, তেমন কিছু।"

আমার মনে ইচ্ছা হয় যে আমি আমার মেয়েদের নিয়ে অন্য কোনও দেশে গিয়ে নিরাপদে বসবাস করি। এখানকার পুরুষমানুষরা আমাদের খুব হয়রান করে। তারা আমাদের এত কষ্ট দেয়। রাত হলে রাস্তা অন্ধকার হয়ে যায়, আমাদের চলাফেরা করতে ভয় লাগে। আমার মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকতেও ভয় করে। এক দল এদিক থেকে আসে, আরেক দল অদিক থেকে আসে। তারা আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আমাদের অপমান বা হয়রানি করে, দরজায় ঠেলা দেয়।" আল-ইয়াকিন [ক্যাম্পের একটি সশস্ত্র দল] আর অন্যান্য অনেকে আমাদের অনেক অপমান আর হয়রান করে। তাই আমি ভেবেছিলাম অন্য কোনও জায়গায় চলে যাব, কোনও নিরাপদ জায়গা। এই ভাবে থাকতে না পেরে আমি আমার বাসা পরিবর্তন করেছিলাম। এত কষ্ট।

দ্রষ্টব্য: বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পরিচয়ের রোহিঙ্গা নারীদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎকারের ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে এই বক্তব্যগুলো নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিবৃতিতে নারীদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরা হলেও, তার দৈর্ঘ্য কমানোর জন্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং বেনামে রাখার জন্য পরিচয় সংক্রান্ত বিবরণ অপসারণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

১৯৫১ সালে শরণার্থী কনভেনশন প্রতিষ্ঠা করার পঁচাত্তর বছর পরে যখন জলবায়ু জনিত ঝুঁকি এবং সংঘাত অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মানুষের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি তুঙ্গে উঠেছে, **তখনই মানবিক সহায়তা খাত অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর সঙ্কোচনের সম্মুখীন হয়েছে।**

২০২৬ সালের শুরুতে সারা বিশ্বে সংঘাত, সহিংসতা, নিপীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জন শৃঙ্খলা ব্যাহত করে

এমন অন্যান্য ঘটনার কারণে আনুমানিক ১১৭৮ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন।[1] অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত আরও ৪২ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন।[2] সারা বিশ্বে যেসব মানবিক সংকট দেখা দেয় তাতে বাস্তুচ্যুত হওয়া এবং রোজগার হারানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা এবং সুরক্ষার মতো সেবা নেওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে নারী ও মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে বাস্তুচ্যুত থাকলে তাদের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি), বাল্য বিবাহ এবং শোষণের শিকার হওয়া এবং মনোসামাজিক কষ্টের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সমাজে অংশগ্রহণের সুযোগও কমে যায়। মানবিক সহায়তার বর্ধমান চাহিদা এবং সংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে, সারা বিশ্ব জুড়ে নারী ও মেয়েদের সুরক্ষা সংক্রান্ত চাহিদা পূরণে ঘাটতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।[3]

দীর্ঘকাল ধরে মানবিক সহায়তা খাতে অর্থদানের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে ট্রাম্প প্রশাসন সকল আন্তর্জাতিক ত্রাণ স্থগিত করে দেওয়া এবং মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ক্রমাগত রদবদলের কারণে গুরুতর পরিণাম দেখা দিয়েছে।[4] মানবিক সহায়তার চাহিদা এবং উপলব্ধ সংস্থানের মধ্যকার ব্যবধান সংকটজনক স্তরে পৌঁছেছে এবং ২০২৬-এ তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। অর্থায়নে একটানা ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ মানবিক সহায়তার আপিল লক্ষ্য অনুযায়ী পর্যাপ্ত অর্থায়ন প্রাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে বহু জীবন রক্ষাকারী কর্মসূচি সংকোচন বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সারা বিশ্বে বিশেষত জিবিভি প্রতিরোধ এবং তাতে সাড়াদানের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।[5] অনুমান করা হয় যে সারা বিশ্বে ৮০০ লক্ষেরও বেশি মানুষ জিবিভি সম্পর্কিত সেবার উপর নির্ভরশীল কিন্তু ২০২৬ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত তার মাত্র ১৮.৩ শতাংশের জন্য অর্থায়ন পাওয়া গেছে।[6,7] এই পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে নারী ও মেয়েদের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি পূর্ণ করার জন্য, অর্থায়ন হ্রাস তাদের যে ভিন্ন ও অসম মাত্রায় প্রভাবিত করে তা বোঝা প্রয়োজন।[8]

মানবিক সংকটে সাড়াদানের সময় নারী ও মেয়েদের চাহিদা পূরণের জন্য যে মূল পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হল নারী ও মেয়েদের জন্য নিরাপদ স্থান বা ডব্লিউজিএসএস (ওমেন অ্যান্ড গার্লস সেইফ স্পেসে) প্রতিষ্ঠা করা*, এই কেন্দ্রগুলিতে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে নারী ও কিশোরীদের তথ্য, সেবা এবং মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। [9] মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ডব্লিউজিএসএস একটি জীবন রক্ষাকারী উপাদান যা বিশ্বস্ত ও গোপনীয় প্রবেশ পথের কাজ করে যার মাধ্যমে সার্ভাইভাররা সহিংসতার ঘটনা প্রকাশ করতে পারেন এবং ঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবা, জিবিভি কেস ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও আইনি সেবা পাওয়ার সুযোগ পান। সেই সাথে, ডব্লিউজিএসএস বৃহত্তর কমিউনিটিতে জিবিভি প্রতিরোধ ও তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে, যাতে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রথা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে ডব্লিউজিএসএস-এর মূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে এগুলি জীবন রক্ষাকারী জিবিভি সেবার ব্যবহার আরও উন্নত করতে পারে, [10]কিশোরীদের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি পূর্ণ করতে পারে, [11]এবং আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে পারে।[12,13]

* এই প্রতিবেদনে ডব্লিউজিএসএস বলতে সেই সব স্থান বোঝানো হয়েছে যেগুলি শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যেমন নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেস, নারী বান্ধব স্থান এবং নারীদের বহুমুখী কেন্দ্র।

প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আশ্রয়দাতা দেশ বাংলাদেশে ডব্লিউজিএসএস-এর গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রতীয়মান। রোহিঙ্গা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী যা ২০২৫ সালের শেষে বিশ্বের পুরো রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর ৪১ শতাংশ।[14] ১৯৭০ সাল থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা দফায় দফায় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে জন সহিংসতা, সশস্ত্র হামলা এবং জাতিগোষ্ঠী নির্মূল করার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পুনর্বার শুরু হলে ৭,৪০,০০০ রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশের কক্স বাজার জেলায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিল।[15] বর্তমানে বাংলাদেশের দশ লক্ষ সম্পূর্ণভাবে নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে।[16] ২০২৪ সাল থেকে মিয়ানমারে আবার সহিংসতা শুরু হওয়ার পরে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আরও ১,৫০,০০০ জন শরণার্থী পালিয়ে এসে কক্স বাজার ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে।[17] তবে এই শরণার্থীদের ইউএনএইচসিআর সম্পূর্ণভাবে নিবন্ধিত করেনি এবং জীবন রক্ষাকারী সেবা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে।[18]

কক্স বাজার বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম শরণার্থী বসতি যেখানে ৩৩টি ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্প রয়েছে। এই জনাকীর্ণ পরিবেশে বসবাস, গোপনীয়তার অভাব, স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধা, রাতে নিরাপত্তার অভাব, ঘন ঘন অগ্নি কাণ্ড ও বন্যার ঘটনা এবং তার পাশাপাশি মানব পাচারের ঝুঁকি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নারী ও কিশোরীদের ঝুঁকি আরও বেশি বৃদ্ধি করেছে।[19,20] ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সাড়াদান কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই অন্তরঙ্গ সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতা এবং বাল্য বিবাহের মতো সুরক্ষা সংক্রান্ত গুরুতর উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। [21,22]২০২৫ সালে ক্যাম্পে যত জিবিভি-র ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে তার মধ্যে ৮২ শতাংশের সংঘটনকারী অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা পারিবারিক বন্ধু বা প্রতিবেশী। এর থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের এখনো কার্যকর এবং সহজে পেতে পারেন এমন সুরক্ষা সেবার চাহিদা রয়েছে।[23,24]

স্থানীয়ভাবে *শান্তিখানা* নামে পরিচিত এই ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রগুলি গত নয় বছর ধরে জীবন রক্ষাকারী জিবিভি কেস ম্যানেজমেন্ট এবং রেফারেল সেবা এবং তার পাশাপাশি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ) ও অধিকার, জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক সুস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।[25,26,27,28] ২০২৫ সালের ইন্টার-সেক্টর চাহিদার মূল্যায়ন অনুযায়ী ক্যাম্পে এখনো ডব্লিউজিএসএসই সবচেয়ে পরিচিত জিবিভি সেবা স্থল এবং ৮২ শতাংশ পরিবার জানিয়েছেন যে তারা এই কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে জানেন।[29] সেবা দেওয়ার পাশাপাশি এই বিশ্বস্ত কেন্দ্রগুলি সামাজিক একাকীত্ব কমায়, সাহায্য চাইতে উৎসাহিত করে এবং জিবিভি প্রতিরোধ ও সাড়াদানের সম্পর্কে কমিউনিটির সচেতনতা ও সমর্থন বৃদ্ধি করে। তবে মানবিক সহায়তা খাতে অর্থায়নে চলমান ঘাটতির কারণে এই সর্বাঙ্গীণ সেবাগুলি চালিয়ে যাওয়া আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠছে।[30]

গত নয় বছরে নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেস, যা স্থানীয়ভাবে *শান্তিখানা* নামে পরিচিত, রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

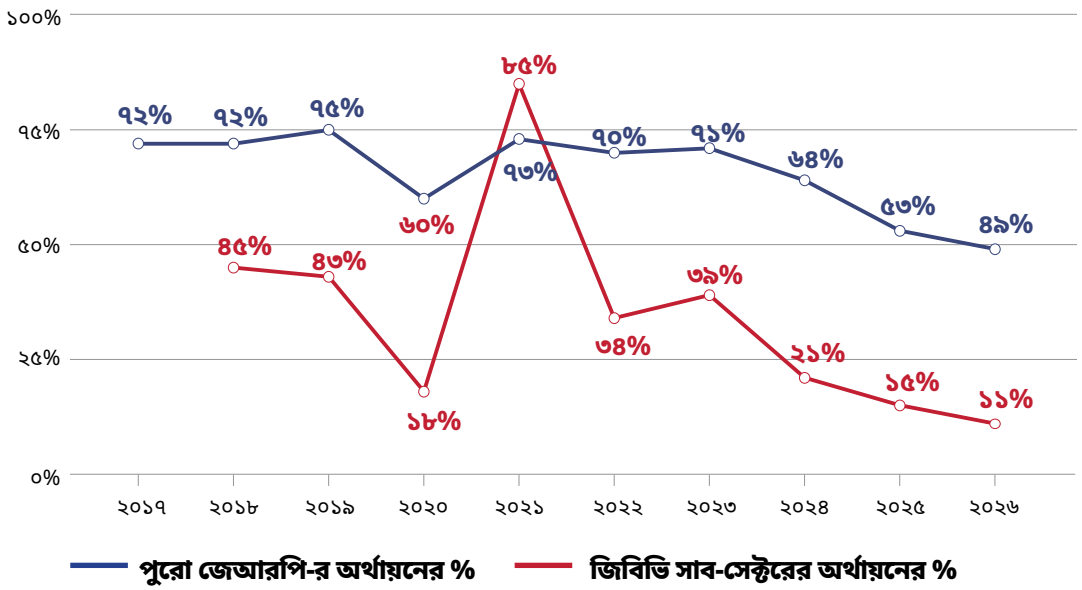
২০১৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত, কোভিড-১৯ মহামারিসহ, অসংখ্য আর্থিক সংকট সত্ত্বেও রোহিঙ্গা মানবিক সংকট জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানে (জেআরপি) তুলনামূলকভাবে পর্যাপ্ত অর্থায়ন ছিল এবং তারা প্রতি বছর গড়ে কাঙ্ক্ষিত বাজেটের ৭০ শতাংশ পাচ্ছিল। এই পুরো সময় ধরে, সম্পূর্ণ জেআরপি-র তুলনায় জিবিভি সাব-সেক্টরে প্রত্যেকবার প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্থায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০২১ যখন অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা পাওয়ায় অর্থায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৪ সালে অর্থায়ন কমতে শুরু করে যার ফলে প্রথমবার গুরুতরভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং ব্যয় সংকোচনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বৈদেশিক ত্রাণ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পরে মানবিক সহায়তা

খাতে অর্থায়নের সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মানবিক খাতে মোট অর্থায়নের প্রায় ৫৫ শতাংশ এবং ২০২২ ও ২০২৩ সালে জিবিভি সাব-সেক্টরের মোট অর্থায়নের ৩০ শতাংশেরও বেশি তহবিল দান করে ধারাবাহিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সহায়তা কর্মকাণ্ডে দানকারীদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে ছিল, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জেআরপি এবং জিবিভি সাব-সেক্টর, উভয় ক্ষেত্রেই অর্থায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ২০২৫ সালে জেআরপি প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মাত্র ৫৩ শতাংশ পেয়েছিল এবং ২০২৬ সালের অগাস্ট পর্যন্ত জেআরপি প্রয়োজনের মাত্র ৪৯ শতাংশ পেয়েছে এবং জিবিভি সাব-সেক্টরে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ১১ শতাংশ অর্থায়ন করা হয়েছে।[31]

যদিও রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং সুরক্ষা, সেবা প্রাপ্ত করা এবং মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক গবেষণায় তুলে ধরা হচ্ছে, তবে অর্থায়ন কমে যাওয়ার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস-এর টিকে থাকা, অ্যাক্সেসযোগ্যতা, মান ও কার্যকরতাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে তেমন কোনও গবেষণা করা হয়নি। এছাড়াও, এই বিশ্বস্ত সহায়তা কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত পরিবর্তন বা সেবা কমিয়ে দেওয়ায় রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা কী অনুভব করছে বা তাদের মতামত কী - এই বিষয়েও তেমন কোনও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। মানবিক খাতে অর্থায়নে ঘাটতির কারণে সুরক্ষা সেক্টরের সেবাগুলি এবং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের কল্যাণের উপর যে বৃহত্তর প্রভাব পড়েছে তা বোঝার জন্য এই ফাঁকগুলি পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

এই গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে যে সংস্থাগুলি ডব্লিউজিএসএস পরিচালনা করে তারা অর্থায়ন সংকোচনের কারণে কী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এর ফলে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের উপর কী প্রভাব পড়েছে তার মূল্যায়ন করে এই ফাঁকগুলি পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার লক্ষ্য হল রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের পাশাপাশি সেবা প্রদানকারীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত মানুষদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করা। এই গবেষণাটি বিশেষভাবে সময়োপযোগী কারণ বাংলাদেশ সরকার, দাতা সংস্থা এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলি অর্থায়নে ক্রমবর্ধমান ঘাটতির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে জিবিভি প্রতিরোধ এবং সাড়াদান কার্যক্রমে গুরুতর পরিবর্তন আনছে।

রোহিঙ্গা মানবিক সংকট যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) এবং জিবিভি সাব-সেক্টর অর্থায়ন, ২০১৭-২০২৬



দ্রষ্টব্য: ওসিএইচএ এফটিএস-কে যে অর্থায়ন রিপোর্ট করা হয়েছে এবং জিবিভি বৈশ্বিক ক্লাস্টারের কোড ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে এই সংখ্যাগুলো পাওয়া গেছে। এতে প্রতিশ্রুত অর্থায়ন (প্লেজ), এখনো যে অর্থায়ন এফটিএস-এ রিপোর্ট বা সংকলিত করা হয়নি এবং জিবিভি সংক্রান্ত যে অর্থায়নের জন্য আরও ব্যাপ্ত সুরক্ষা বা অন্য কোনও সেক্টরের কোড ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও বিদ্যমান তথ্যের ডেস্কভিত্তিক পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রাথমিক গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ডব্লিউজিএসএস পরিচালনাকারী ১১টি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আধা-কাঠামোবদ্ধ (সেমি-স্ট্রাকচার্ড) মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII) নেওয়া হয়েছে, এদের মধ্যে তিনটি জাতিসংঘ সংস্থা, চারটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (INGO), তিনটি স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও এবং একটি সরকারি কার্যালয় ছিল। ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়ের কাজে যুক্ত আছেন কিনা তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়েছিল। গত এক বছরের মধ্যে ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন এমন রোহিঙ্গা নারী এবং কিশোরী মেয়েদের মধ্যে থেকে ছয় জন অংশগ্রহণকারীর সাথে ফোকাস গ্রুপে আলোচনা (এফজিডি) এবং ১০ জনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বিশদ আলোচনা (আইডিআই) করা হয়েছিল।

২০২৬ সালের মে ও জুন মাসে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। কেআইআই অনলাইনে বা সাক্ষাতে ইংরেজি বা বাংলায় পরিচালনা করা হয়েছিল, এবং এফজিডি ও আইডিআই একজন প্রশিক্ষিত গবেষক রোহিঙ্গা ভাষায় সাক্ষাতে পরিচালনা করেছিলেন। অংশগ্রহণের আগে মৌখিক অথবা লিখিত অবগত সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। এই গবেষণার সব কাজকর্ম মানব অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে গবেষণার জন্য উইমেন রিফিউজি কমিশনের যে প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিক মানদণ্ড এবং প্রোটোকল রয়েছে, সেই অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়েছে। সম্মতি পাওয়া গেলে সাক্ষাৎকারের অডিও রেকর্ড করা হয়েছিল এবং পরে সেগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য ট্রান্সক্রাইব করে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। গবেষণা দল পুনরাবৃত্ত ধারা এবং মূল ফলাফল শনাক্ত করতে আরোহী পদ্ধতি (ইনডাক্টিভ মেথড) ব্যবহার করে একটি অংশগ্রহণমূলক যৌথ-বিশ্লেষণ সম্পন্ন করেছিল।

সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার অনেকগুলি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের প্রধানত বিদ্যমান নেটওয়ার্ক এবং কাজের সূত্রে চেনাজানাদের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছিল, সেই কারণে ডব্লিউজিএসএস নিয়ে কর্মরত অন্যান্য সংস্থা বাদ পরে থাকতে পারে। বিশেষত, যেহেতু জিবিভি সাব-সেক্টর মূলত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সংস্থা নিয়ে গঠিত, তাই এই গবেষণায় মাত্র একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক নারী পরিচালিত (ডব্লিউএলও) সংস্থার সাথে সাক্ষাৎকার করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের সময় যে সংস্থাগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করছিল তাদের মধ্যে থেকে মূল তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়েছিল; তাই অর্থায়নে ঘাটতির কারণে যে সংস্থাগুলি ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল তারা অংশগ্রহণ করেনি। ডব্লিউজিএসএস-এর কর্মীরা আইডিআই অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করেছিলেন এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই সেই নারী ও কিশোরীরা ছিল যারা সেই সময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছিল। তাই, এই গবেষণায় সেই রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি যারা কোনও দিন ডব্লিউজিএসএস-এ অংশগ্রহণ করেনি বা করা বন্ধ করে দিয়েছে।

তার নিজের কথায়:

আমার নাম খাদিজা।

আমার বয়স ১৫ বছর। এই ক্যাম্পে এসে ১০ বছর হয়ে গেছে। আমার বাবা-মা, ভাই আর বোনেদের সাথে আমাদের বাসায় আমরা নয় জন আছি।

এই *শান্তিখানা* এখানে তিন কি চার বছর আগে বানান হয়েছিল। প্রথমে এটা আরও দূরে বানানো হয়েছিল, আর আমাদের তিন-চারটে ব্লক পেরিয়ে যেতে হত। তাই আমার বাবা-মা যেতে দিত না। কিন্তু তারপরে এটা কাছে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এখানে এটা বানানোর পরে আমি এখানে আসতে থাকি। এর আগে, আমি অন্য কোথাও যেতাম না।

আমি প্রতি সপ্তাহে দুই বার গার্ল শাইন সেশনে অংশ নিচ্ছি। আমি সেশনে এমন দক্ষতা শিখছি যা আমার জীবনে কাজে লেগেছে, আমার প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লেগেছে। এটা আমার আর অন্যান্য মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আমরা বাল্যবিবাহ সম্পর্কে জেনেছি - অল্প বয়সে বিয়ে করা, ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। আমরা আগে শুনেছিলাম যে অল্প বয়সে বিয়ে করলে অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু কী ক্ষতি হয় সেটা জানতাম না। এখানে গার্ল শাইনে এসে আমরা সেই ক্ষতিগুলো জেনেছি।

আর বন্ধুত্ব সম্পর্কে জেনেছি - আগে আমরা জানতাম না একজন বন্ধুর কী কী গুণ থাকা উচিত। আমি যেকোনো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতাম। আমি তাদের কিছু বললে তারা অন্য কাউকে বলে দেবে আর আমি সমস্যায় পড়ব।

সেই সাথে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে - আমরা আগে জানতাম না যে পরিবারের সাথে কীভাবে ভালোভাবে মিলেমিশে থাকতে হয়। আমরা সেটা গার্ল শাইনের মাধ্যমে শিখেছি। "আগে আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের মতামত শুনত না, তাতে কোনও গুরুত্ব দিত না, আর আমরাও জানতাম না যে মনের ভাব কীভাবে প্রকাশ করতে হয়। যেহেতু আমাদের বাবা-মাও আমাদের সঙ্গে সেশনে উপস্থিত থাকত, তারা এখন আমাদের কথায় গুরুত্ব দেয়।

গার্ল শাইন সম্পূর্ণ করার পরে তারা আমাদের গার্ল শাইন স্টার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আগে আমরা লজ্জা পেতাম বা কমিউনিটির মানুষের সাথে কীভাবে মেলামেশা করতে হবে জানতাম না। গার্ল শাইন স্টারে পরিচালিত সেশনের মাধ্যমে আমরা কমিউনিটির মানুষের সাথে কথা বলতে হয়, তাদের কীভাবে নিরাপদ রাখতে হয় এবং সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে হয় তা শিখেছি। এর মানে হল আমরা নতুন নতুন জিনিস শিখেছি, আর সেগুলো আমার জীবনে কাজে দিয়েছে।

আগে আমরা আমাদের জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না। আমাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারত, কিন্তু এই জিনিসগুলো জানা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক কাজে লেগেছে। যেমন, কোনও মেয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগে বিয়ে করলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যায়। অথবা শিশুর প্রসব হওয়ার সময় মা বা শিশু, কেউ মারা যেতে পারে, আর এই কারণে সে প্রাণ হারাতে পারে। এই সেশনগুলোর কারণে আমরা সেটার থেকে রক্ষা পেয়েছি।

সেই কারণে এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগে এসব বিষয় জানতাম না, কিন্তু আমরা নতুন জিনিস শিখতে পেরেছি, জীবন আরও সুন্দর হয়েছে, আলোকিত হয়েছে।



এই প্রতিবেদনের গবেষকরা ছয় জন রোহিঙ্গা নারীকে নিয়ে একটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করেছিলেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

গবেষণার ফলাফল

অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের ডব্লিউজিএসএস-এর উপর যে প্রভাব পড়েছে তাকে **তিনটি মূল শ্রেণীতে** ভাগ করা যায়:

ডব্লিউজিএসএস মডেলে বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ ও সমন্বিতভাবে জিবিভি প্রতিরোধ ও তাতে সাড়াদানের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তহবিল সংকোচন এবং কাঠামোগত বাধার কারণে ডব্লিউজিএসএস মডেলের সাফল্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে।

সুরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন যে ঝুঁকি দেখা দিচ্ছে এবং তার সাথে ডব্লিউজিএসএস মডেলে পরিবর্তন, রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের সুনির্দিষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে।

এই ফলাফলে সেই সমস্ত অভিযোজনের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলি ২০২৫ সালের তহবিল সংকোচনের প্রতিক্রিয়ায় তার সাথে মোকাবেলার জন্য ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি ব্যবহার করছে। অনেক সময় এই অভিযোজনের কারণে ইতিবাচক ফলাফল দেখা দিয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আপোষের কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী কমিউনিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই ফলাফলে আইনি ও নীতিগত বাধাগুলির কারণে কমিউনিটি পরিচালিত পন্থার সীমিত থাকার বৃহত্তর প্রেক্ষিতও ধরা পড়েছে, যেখানে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অত্যধিক হারে অগ্রাধিকার নির্ধারণের কারণে জিবিভি প্রতিরোধ ও তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম থেকে সংস্থান অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ফলাফলে দেখা গেছে যে জিবিভি প্রতিরোধ, তার ঝুঁকি প্রশমন এবং তাতে সাড়াদানকে প্রতিযোগী ক্ষেত্র হিসেবে ভিন্নভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে একটি একক প্যাকেজ হিসেবে বিবেচনা করা ডব্লিউজিএসএস-এর কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসের সাফল্যের কারণ

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে ডব্লিউজিএসএস মডেলটি প্রায় নয় বছর ধরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব ও সহনশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিয়েছে। প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারেই অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, ডব্লিউজিএসএস বারবার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং আকস্মিক আর্থিক ধাক্কা সামলে টিকে থাকতে পেরেছে; এমনকি খানিক মাত্রায়, ২০২৫ সালের অর্থায়ন হ্রাসও রয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা এই সাফল্যের পেছনে যে কাঠামোগত কারণগুলো রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন, যার ফলে ডব্লিউজিএসএস মডেল শক্তিশালী হয়ে ওঠার পাশাপাশি, ডব্লিউজিএসএস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি কমানো গেছে এবং কিছু জিবিভি সেবা ও কর্মসূচি অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করা গেছে। এছাড়াও, অংশগ্রহণকারীরা ডব্লিউজিএসএস সামগ্রিকভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে নারী ও কিশোরীদের উপর যে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে চলেছে, তা তুলে ধরেছেন।

জীবন রক্ষাকারী সেবা নেওয়ার একটি প্রবেশপথ

নারী ও কিশোরীদের তথ্য, রেফারেল এবং বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাওয়ার বিশ্বস্ত প্রবেশপথ হিসেবে ডব্লিউজিএসএস-এর ভূমিকা অপরিসীম। কেআইআই ও আইডিআই, উভয় ধরনের সাক্ষাৎকারের অংশগ্রহণকারীরাই বলেছেন যে জিবিভি প্রতিরোধ ও তাতে সাড়াদানের জন্য প্রয়োজনীয় ও জীবন রক্ষাকারী সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস একটি সেতুর ভূমিকা পালন করে, যার মাধ্যমে নারী ও কিশোরীরা কোথায় কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যায় তা জানতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

ডব্লিউজিএসএস-এ যে কেস ম্যানেজমেন্ট ও জীবন রক্ষাকারী সেবা দেওয়া হয় তার সাহায্যে নারী ও মেয়েরা বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে স্থাপিত রেফারেল পাথওয়ের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ ও সমন্বিত সেবা পেতে সক্ষম হয়। এই সেবাগুলোর সাহায্যে নারী ও কিশোরীরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে, আইনি সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, ওষুধ ও হাইজিনের উপকরণ পেতে পারে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তুলতে পারে।

এইভাবে ডব্লিউজিএসএস জিবিভি-র সার্ভাইভারদের আশু চাহিদাগুলি সরাসরি পূরণ করার পাশাপাশি তাদের মনোসামাজিক সহায়তা এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সেবা দিতে পারে। একাধিক রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরী সাক্ষাৎকারে ডব্লিউজিএসএস-এর রেফারেল ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।

> *"স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা [ডব্লিউজিএসএস-এর] কেস ম্যানেজারের কাছে যেতে পারি। সেখানে তারা আমাদের পরামর্শ দেন যে কী করা সবচেয়ে ভালো হবে, পুলিশের কাছে যাব, না অন্য কিছু করব। সাহায্যের কথা বললে, কোনও [মহিলার] সাথে কিছু ঘটলে আর তিনি কেস ওয়ার্কারকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারলে, [কেস ওয়ার্কার] তাকে সমস্যা সমাধান করার জন্য [আইনি সেবার কাছে] বা অন্য কোথাও নিয়ে যান।"*

জিবিভি-র কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা এই সাড়াদান সেবাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পেতে পারেন এবং প্রায়ই তা জীবন রক্ষা করে। ডব্লিউজিএসএস স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং রেফারেল ব্যবস্থা রয়েছে, এবং কিছু ডব্লিউজিএসএস-এ এসআরএইচ সংক্রান্ত সেবাও দেওয়া হয়। একটি ইউএন সংস্থা জানিয়েছে,

> *"আমরা এটাকে ধাত্রী কেন্দ্র বা এসআরএইচ কেন্দ্র বলি... আমরা [ডব্লিউজিএসএস] কেন্দ্রে একজন ধাত্রী নিয়োগ করি যাতে সিএমআর [ছাড়াও] সাধারণ সেবাগুলো দেওয়া যায়... এর মধ্যে কিছু সেবা তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকেও পেতে পারে, কিন্তু আমরা অন্তত পক্ষে তারা যেখানে নিরাপদে আর নির্দ্বিধায় সেবা নিতে পারে সেখানে [ডব্লিউজিএসএস-এ] সেগুলো নেওয়ার বিকল্প দিচ্ছি।"*

ডব্লিউজিএসএস-এর সাহায্যে নারী ও কিশোরীরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে, আইনি সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, ওষুধ ও হাইজিনের উপকরণ পেতে পারে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তুলতে পারে।

এক গর্ভবতী রোহিঙ্গা নারী বলেছেন:

> *"আমাদের কোনও সমস্যা হলে আপারা [ডব্লিউজিএসএস-এর কর্মী] আমাদের ডাক্তারের কাছে রেফার করেন। তারা আমাদের তক্ষুনি ওষুধপত্র দেন। এখানে গর্ভবতী মহিলাদের অনেক যত্ন নেওয়া হয়। [স্বাস্থ্য সেবা কর্মীরা] যদি জানতে পারেন যে কারো হাঁটাচলা করতে সমস্যা আছে, তারা তাদের বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করেন।"*

একজন প্রতিবন্ধী রোহিঙ্গা নারী দ্রুত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস রেফারেল থাকার সুবিধা তুলে ধরেছেন:

> *"সারাদিন ধরে হাসপাতালে বসে থাকলেও কেউ নজর দেয় না। কিন্তু আমি যখন [ডব্লিউজিএসএস-এর] কাগজ [রেফারেল ফর্ম] নিয়ে গেছিলাম, তারা তক্ষুনি আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছিল। ওরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওই কাগজকে মূল্য দেয়।"*

সেবার একটি সর্বাঙ্গীণ মডেল

জীবন রক্ষাকারী সাড়াদান সেবার পাশাপাশি, কেআইআই-এর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী জিবিভি-র জন্য ডব্লিউজিএসএস-এর একাধিক সহায়তা ব্যবস্থা একসাথে ব্যবহারের পন্থার সাফল্য উল্লেখ করেছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটে মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই জিবিভি সাব-সেক্টর সাড়াদানের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। একটি সংস্থা ব্যাখ্যা করেছে যে এই সর্বাঙ্গীণ পন্থা কীভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে:

> *"আমাদের লক্ষ্য হল এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা যেখানে আমরা নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করতে পারি, তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে পারি, তাদের সাথে কোনও রকম হানিকর বা সহিংস আচরণ করা হলে তাদের অবিলম্বে সুরক্ষা ও সহায়তা দিতে পারি, এবং দীর্ঘ মেয়াদে তায়ের স্বনির্ভর করে তুলতে পারি।"*

প্রতিরোধ ও ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ও সেবা দানের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস একটি হাবের ভূমিকা পালন করে, যেমন জীবন দক্ষতা গড়ে তোলা; মনোসামাজিক শিক্ষা; অপ্রথাগত বা বিনোদনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন সেলাই, টেইলরের কাজ এবং এমব্রয়ডারি; এবং হালকা নাস্তা, ডিগনিটি কিট, মশারি এবং অন্যান্য নন-ফুড আইটেম বিতরণ। অনেক রোহিঙ্গা নারী এই সেবাগুলো কত মূল্যবান তা বলেছেন। এক গর্ভবতী মহিলা ডব্লিউজিএসএস-এর এই বহুবিধ সুবিধার মূল্য তুলে ধরেছেন:

> *"সেখানে টিউব ওয়েল থাকলে আমরা কাপড়জামা কাচতে পারি। আমরা সেলাইয়ের কাজ করতে পারি। আমরা আপাদের সাথে বসতে পারি... আমাদের সুখদুঃখের কথা বলতে পারি, আর তারা আমাদের সান্ত্বনা দেন। আমরা অনেককিছু জানতে পারি - আমরা পরিচ্ছন্নতা, বহুবিবাহ বা স্বামীদের নির্যাতন সম্পর্কে জানতে পারি। আর এগুলো জানতে পারলে আমাদের ভালো লাগে।"*

ডব্লিউজিএসএস-এ যে সেবাগুলো দেওয়া হয় তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হল গার্ল শাইন - কিশোরী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য জীবন দক্ষতা গড়ে তোলার কর্মসূচি - এবং সাসা! (SASA!) টুগেদার, যেটার মাধ্যমে অন্তরঙ্গ সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতা সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। মহিলারা ডব্লিউজিএসএস প্রশিক্ষণে যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন তা নারীদের সাপোর্ট গ্রুপ বা কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠিত গ্রুপের মাধ্যমে তাদের ক্যাম্প ব্লকে বৃহত্তর কমিউনিটিকে শেখাতে পারেন। একটি রোহিঙ্গা পরিবারের কর্ত্রী একটি নারীদের সাপোর্ট গ্রুপে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা জানিয়েছেন:

> *"আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কমিউনিটির মানুষদের সাথে দেখা করি। যদি কোনও [মহিলার] বাসায় ঝগড়া বা বিবাদ হয়, আমরা সেখানে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে পারি। তাদের সন্তানরা কোনও সমস্যা তৈরি করলে, আমরা তা সমাধান করি। আর আমাদের কোনও সমস্যা হলে আমরা আমাদের ব্লকের আপাদের বলতে পারি।"*

এই ধরণের প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচির মূল্য রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরা বারবার উল্লেখ করেছেন। তারা জানিয়েছেন যে স্বামী-স্ত্রী অথবা ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের মধ্যে জেন্ডার সমতা, বাল্যবিবাহ প্রথা এবং মানব পাচার ও অপহরণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেছে একটি এফজিডি-তে এক রোহিঙ্গা নারী উল্লেখ করেছেন:

> *"আমরা শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন আর টাকাপয়সার ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। এখানে আসার পরে ওইগুলোর ব্যাপারে জেনেছি। ছেলে আর মেয়েদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে জেনেছি। ছেলে আর মেয়ে, উভয়ের লেখাপড়া করার সমান অধিকার রয়েছে। আমরা আগে এটা জানতাম না। এখন আমরা এগুলো বুঝতে পারি।"*

আরেকজন মহিলা তার নিজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস-এর প্রতিরোধ কর্মসূচির প্রভাব জানিয়ে বলেছেন:



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে একটি অর্থনৈতিক ন্যায়ের জন্য উদ্যোগের অংশ হিসেবে নারীরা বসে একটি এমব্রয়ডারি প্রজেক্টে কাজ করছেন। ফটো: রুমানা আকতার/ডব্লিউআরসি

> *"আমার স্বামী আমার উপর অনেক অত্যাচার করত [মিয়ানমারে]। আমার স্বামীকে [একটি কমিউনিটি আউটরিচ সেশনে] নিয়ে আসার পরে আর বারবার কাউন্সেলিং করার পরে, গত তিন বছরে আমাকে আর মারধর করেনি। আগে সে অন্য মহিলাদের উপর টাকা অপচয় করত। এখন কাজ থেকে ফিরে সে ঝগড়া করে না, আমাকে উপার্জন করা টাকা দেয়। এটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।"*

ডব্লিউজিএসএস-এর মধ্যে প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচি পরিচালনা করার পাশাপাশি, কমিউনিটি আউটরিচ এই সর্বাঙ্গীণ মডেলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই আউটরিচের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য জিবিভি সম্পর্কিত সমস্যা, ক্ষতিকর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রথা, এবং নারী ও মেয়েয়ের জন্য ডব্লিউজিএসএস-এর সার্বিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটিকে সেই ব্যাপারে অবগত করা এবং তাদের সম্পৃক্ত করা। একটি সংস্থা তাদের কমিউনিটিকে সচেতন করার পন্থা সম্পর্কে বলেছেন:

> *"আমাদের প্রতিরোধের প্রচেষ্টা [ডব্লিউজিএসএস] কেন্দ্রের কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কমিউনিটি ভিত্তিক কাজ করার সময় কমিউনিটিকেই তার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হয়... কমিউনিটিতে সামাজিক প্রথা নিয়ে কাজ করার সময় তারা কেন নিরাপদ স্থান চাইছে অথবা কেন এটা থাকা প্রয়োজন সেটা বোঝার জন্য আমাদের মূল কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে... জিবিভি-র ঝুঁকি মূল্যায়ন করার জন্য কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রতিরোধের জন্য প্রচার কর্মসূচি প্রয়োজন।"*

রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের সাথে আইডিআই-তে কমিউনিটিকে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখার প্রভাবও ধরা পড়েছে। শুরুর দিকে কিশোরীদের ডব্লিউজিএসএস-এ যাওয়ার ব্যাপারে কমিউনিটির বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পরে যে পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে একজন বলেছেন:

> *"কিছু বাবা-মা [তাদের মেয়েদের ডব্লিউজিএসএস-এ] আসতে দিতেন না, তাই আপা [ডব্লিউজিএসএস কর্মী] তাদের বাবা-মাদের ডেকে এনে আলোচনা করেছিলেন, তারপর থেকে তারা তাদের আসতে দিচ্ছে। আগে তারা ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত, এমনকি মাত্র ১২ বছর বয়েসেই। তারপর সেই মেয়ে গর্ভবতী হলে নয় সন্তান মারা যেত নয়ত মা মারা যেত। এখন সেটা আর হয় না।*
> আপারা *এইগুলো নিয়ে আলোচনার শুরু করার পর থেকে বাবা-মায়েরা ১৮ বছরের আগে আর মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে না।*

কেআইআই-এর বহু অংশগ্রহণকারী, যেমন সরকার, আইএনজিও এবং জাতীয় এনজিও-র প্রতিনিধিরা এটাও জানিয়েছেন যে ক্যাম্পজুড়ে সামাজিক কলঙ্ক কমানো এবং সমাজের ইতিবাচক প্রথাগুলি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচিগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একটি আইএনজিও-র প্রতিনিধি দীর্ঘ মেয়াদি, কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন:

> *"শুরুতে এটা কেন [গুরুত্বপূর্ণ] তা কমিউনিটিকে বোঝানো আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হত... কমিউনিটির মধ্যে এটা নিয়ে ভুল ধারণা ছিল, কিন্তু এখন আর সেটা নেই... মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনা এক দিনে করা সম্ভব না... কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে।"*

মানসিক নিরাপত্তার জন্য একটি জায়গা

বহু কেআইআই ও আইডিআই থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ডব্লিউজিএসএস-এর ঘর ও পরিসরও রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শারীরিক স্বস্তি এবং মানসিক নিরাপত্তা প্রদান করে। এমনকি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সেবা বা অন্যান্য সামগ্রী নেওয়ার মতো কোনও প্রয়োজন ছাড়াও তারা দলে দলে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রত্যেকটি আইডিআই-তে অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র নারী ও মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত একটি স্থানে তারা ফ্যানের নীচে শীতল হয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বা ঘুমিয়ে এবং নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে যে শারীরিক স্বাধীনতা ও স্বস্তি লাভ করেন তা উল্লেখ করেছেন। অনেকেই ডব্লিউজিএসএস সম্পর্কে তাদের অনুভূতি বোঝানোর জন্য এর স্থানীয় নাম, *শান্তিখানা*, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

নারী ও কিশোরীদের এমন একটি স্থানের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা যেখানে তারা অন্য নারীদের সাথে মন খুলে কথা বলতে পারে, এর একটি অর্থপূর্ণ মনোসামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

ঘনবসতি এবং সাধারণত অসুরক্ষিত ক্যাম্পের পরিপ্রেক্ষিতে নারী ও কিশোরীদের এমন একটি জায়গার সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠার অর্থপূর্ণ মনোসামাজিক গুরুত্ব রয়েছে, যেখানে তারা খোলাখুলি অন্য মেয়েদের সাথে কথা বলতে, ফ্যাসিলিটেটর ও কেস ওয়ার্কারদের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে এবং প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এক গর্ভবতী মহিলার কথায়:

> *"আমাদের বাসায় ভালো লাগে না তাই এখানে আসি... আমাদের ঘর ছোট, কোনও হাওয়াবাতাস খেলে না।* আপারা *আমাদের বোঝা মনে করেন না। আমরা এখানে গল্প করি। আমাদের দুঃখের কাহিনী বলি... এখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আমরা* আপাদের *সাথে কথা বলি আর তাদের নির্দ্বিধায় সব বলতে পারি। আমি আর কারোকে বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি না।"*

স্যানিটেশন এবং হাইজিনের সামগ্রী বিতরণ এবং বুকের দুধ খাওয়ানো অথবা মাসিকের কাপড় কাচা ও শুকানোর মতো যে কাজগুলি তারা একান্তে করতে চায় তার জন্য শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত একটি জায়গা ব্যবহারের গুরুত্ব রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরা তুলে ধরেছে। একাধিক মেয়ে সন্তান আছে এমন একজন গর্ভবতী মহিলার ভাষায়:

> *"আমাদের বাসা খুব ছোট আর রাস্তাগুলো খুব ঘিঞ্জি। আমি একটু খোলা বাতাসের জন্যেও বাইরে যেতে পারি না। এখানে এসে আমি একটু হাওয়া খাই, মাসিকের কাপড় শুকাই - এখানে সব শুকানো যায় কারণ ছেলেরা এখানে ঢোকে না। বাসায় কিছু শুকায় না, বাতাস আসে না, ঘর ছোট, কাপড় শুকায় না আর ছেলেদের কারণে সমস্যা হয়।*

একাধিক সংস্থাও ডব্লিউজিএসএস-এর মূল অবদান হিসেবে তার ঘর ও পরিসরকে উল্লেখ করেছেন। একটি জাতীয় এনজিও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে,

> *"এখানে ক্যাম্পের মধ্যে মহিলারা অন্য কোথাও যেতে পারেন না, বা তাদের মনের কথা খোলাখুলি বলতে পারেন না... এখানে এসে তারা একটু বিশ্রাম নেন, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদের মনের দুঃখ-কষ্ট বলেন, যেটা তারা অন্য কোথাও বলতে পারেন না।"*

বহু সংস্থা ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার নেতিবাচক প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন:

> *"সত্যি বলতে, এটা [ডব্লিউজিএসএস] সরানো হলে একটা পুরো গোষ্ঠীকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা পাওয়ার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হবে। এর অর্থ হল তাদের অধিকার এবং শ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু বন্ধ করে দেওয়া... এটা একমাত্র জায়গা যেখানে মহিলারা নিজের মতো থাকতে পারে, উঁচু গলায় কথা বলতে পারে, আর তাদের বাস্তব চাহিদাগুলো খোলাখুলি জানাতে পারে।"*

বহু মহিলা এবং কিশোরীরা কিশোরী মেয়েদের জন্য ডব্লিউজিএসএস-এর বিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেছেন: একজন মহিলা বলেছেন:

> *"মেয়েরা অশান্তি থেকে বাঁচতে [ডব্লিউজিএসএস-এ] এসে আশ্রয় নেয় - আসলে আমাদের বাসা খুব ছোট, আর রাস্তায় সবসময় ছেলেরা যাতায়াত করতে থাকে, মেয়েরা সহজে চলাফেরা করতে পারে না। কিন্তু এখানে তারা বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারে, কথা বলতে পারে। তারা শুতে চাইলে ফ্যানের হাওয়ার নীচে শুতে পারে। তারা সকাল ৯টায় আসে আর বেলা ১:৩০ টায় যায়, তারপর আবার ২টোর সময় আসে আর ৩টের সময় যায়। এটা তাদের একটা শান্তির জায়গা - আমাদের নাতনি, ভাইঝি এবং আশেপাশের অন্য মেয়েদের।"*



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে এক মহিলা একান্তে বসে শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

সেইসাথে অংশগ্রহণকারীরা ক্যাম্প ব্লকের কাছাকাছি ডব্লিউজিএসএস থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। একটি আইএনজিও প্রত্যেকটি ডব্লিউজিএসএস-এর জন্য যথাযথ স্থান নির্ধারণ করার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছে:

> *"সেই ২০১৭, ২০১৮ আর ২০১৯ সালে [ডব্লিউজিএসএস] বানানোর সময় আমাদের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কঠোর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হত যাতে সেই জায়গা যাতে প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ পরিবেশ দিতে পারে তা নিশ্চিত করা যায়... আমার মনে আছে যে একটা লোকেশন খুঁজে পাওয়ার জন্য দশটা ভিন্ন ভিন্ন প্লট জরিপ করেছিলাম, যাতে সেটা আমাদের নিরাপত্তার মানদণ্ড পূরণ করে আর নারী ও মেয়েদের জন্য উপযুক্ত হয়।*

যদি মহিলা বা মেয়েদের নিজের ব্লকের মধ্যে ডব্লিউজিএসএস না থাকে তাহলে গরম আবহাওয়া, নিরাপত্তার অভাব এবং পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্বের কারণে সেখানে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। চার সন্তানের এক তরুণী মা বলেছেন:

> *"আমি অন্যটায় [ডব্লিউজিএসএস] খুব কম যাই। আমি বেশিরভাগ এই শান্তিখানায় আসি কারণ এটা আমার বাড়ির কাছে। আমাকে বোরখা পরতে হয় না, আমি হেঁটে চলে আসতে পারি... আমরা বাচ্চাদের ছেড়ে বেশি দূরে যেতে পারি না। এখানে আমাদের ডাক দিলেই আমরা চলে আসতে পারি।"*

নিয়োজিত কর্মী এবং ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি

গত নয় বছরে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের ব্যাপকতা ও দীর্ঘতার সাথে মোকাবেলার জন্য জিবিভি নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলি কর্মীদের একটি সুসংগঠিত ও পেশাদার কাঠামো গড়ে তুলেছে। *আপা* নামে পরিচিত ডব্লিউজিএসএস-এর কেস ম্যানেজার, কেস ওয়ার্কার, ফ্যাসিলিটেটর এবং আউটরিচ ওয়ার্কারদের মতো কর্মীরা এই ডব্লিউজিএসএস মডেলের এক মূল অংশ। বহু রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরা ডব্লিউজিএসএস-এর কর্মীদের একনিষ্ঠতার প্রশংসা করেছেন। একজন কম বয়সী মা বলেছেন, "আমাদের স্বামীরা আমাদের মারধর করলে, আমরা *আপাদের* সেটা বলতে পারি। তারা আমাদের সান্ত্বনা দেন। তারা যে ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শোনেন সেটাই আমাদের অনেকটা শান্তি দেয়।" এক পরিবারের কর্ত্রী এটাও বলেছেন, "বাড়িতে অশান্তি হলে আমি এখানে এসে আমাদের দুঃখের কথা বলি, *আপারা* আমাকে সান্ত্বনা দেন। ভাল লাগে।"

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস মডেল শুরু করার পরে, কেস কর্মী এবং ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া... অনেক সুফল দিয়েছে।

ডব্লিউজিএসএস কর্মীদের জন্য সাড়াদান, প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের জন্য কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি জিবিভি-র সার্ভাইভার এবং কমিউনিটির সদস্যদের সাথে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কেআইআই-এর অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে কেস ওয়ার্কার এবং সেইফ স্পেস ম্যানেজারদের কেন্দ্র এবং আউটরিচ, উভয় কাজে প্রশিক্ষিত করার জন্য বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান ইতিবাচক ফলাফল দিয়েছে। অনেক মূল তথ্যদাতা তাদের পেশা নিয়ে গর্ব ও একনিষ্ঠতা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে তারা কীভাবে তাদের দক্ষতা গড়ে তুলেছেন এবং কাজের জীবনে উন্নতি করেছেন:

> *"আমি সরাসরি কেস ম্যানেজারের ভূমিকায় কাজ শুরু করেছিলাম আর আজ আমি পুরো সেক্টরের তদারকি করি... আমি হাতেকলমে যে ভিত্তিমূলক কাজ শিখেছি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল যার জন্য আমি এই নেতৃত্বদানের ভূমিকায় কার্যকর হতে পেরেছি।"*

এছাড়াও কর্মী এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীরা যখন সম্ভব যাতে কমিউনিটির মধ্যে গিয়ে সেই সব নারী ও কিশোরীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন যারা ডব্লিউজিএসএস থেকে অনেক দূরে থাকেন এবং যাদের ডব্লিউজিএসএস-এ যেতে সমস্যা হচ্ছে, সেই দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। একটি সংস্থা জানিয়েছে যে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে তারা কীভাবে আরও বেশি দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়েছে:

> *"২০১৭ সাল থেকেই এই স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের সাথে ছিল, পরে কিছু শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োগ দেওয়া হয়... যারা সেশন পরিচালনা করতে এবং ডকুমেন্টেশনের কাজ করতে পারে। আগে যেসব কাজের জন্য শুধুমাত্র কেস ওয়ার্কারদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হত, এখন স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা গড়ে তোলায় তারা সেগুলো সামলায়, আর আমরা তাদের সবসময় পর্যবেক্ষণ করি। যখন প্রয়োজন আমরা তাদের পরামর্শ দিই আর এই ভাবেই আমরা সব সামলাচ্ছি।"*

জিবিভি সাব-সেক্টর জুড়ে সমন্বয় সাধন

২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে জিবিভি সাব-সেক্টরের অন্তর্গত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ঘন ঘন এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়টিও অনেক কেআইআই তুলে ধরেছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের সুরক্ষা সম্পর্কিত জটিল উদ্বেগগুলি বিচার করলে এই সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রাখা এবং ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় সাধন করার অনুশীলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিবিভি সাব-সেক্টরের সমন্বয়ের মধ্যে মানসম্মত প্রোটোকল এবং অ্যাডভোকেসির নির্দেশনা তৈরি করা, ম্যাপিং এবং মূল্যায়নের কাজ পরিচালনা করা এবং সব সংস্থার কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কেআইআই-এর অনেক অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সংস্থার চাহিদা, সংস্থান এবং সক্ষমতার স্তরে পরিবর্তনের সাথে সাথে ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর করার অনুশীলনটিও উল্লেখ করেছেন। যদিও এই অনুশীলনটি সাম্প্রতিক তহবিল সংকোচনের আগেও করা হত, তবে এখনো এটি একটি অভিযোজনের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। একজন অংশগ্রহণকারী এই সমন্বিত সেবা প্রদানের আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্র একাধিক অংশীদার সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয় কারণ "স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অনেক কর্মসূচি আমাদের কেন্দ্রের মধ্যে একসাথে পরিচালনা করা হয়।" সর্বাঙ্গীণ সেবার কোনও অংশ যাতে বাদ না পরে তা নিশ্চিত করার এটি আরেকটি পদ্ধতি।

কেস হস্তান্তর - একজন জিবিভি সার্ভাইভারের কেস তার সম্মতি নিয়ে অন্য কোনও জিবিভি সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা কেন্দ্রে হস্তান্তর করার অনুশীলনটিও সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি হিসেবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, এর ফলে সেবা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি কমানো যায় এবং কর্মী ছাঁটাই এবং সাময়িকভাবে কেন্দ্র বন্ধ থাকার ক্ষেত্রে সব সার্ভাইভারকে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা যায়। বহু সংস্থা সক্ষমতা না থাকলে সার্ভাইভারদের কেসের মূল্যায়ন করে তা অন্য ডব্লিউজিএসএস-এ হস্তান্তর করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

> *"যদি একসাথে দুই বা তিনজন আসেন আর কোনও কর্মী খালি না থাকে, আমরা আমাদের নিকটবর্তী অন্যান্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে দেখি যে তাদের কোনও কর্মী খালি আছে কিনা। চাহিদার মূল্যায়নের ভিত্তিতে যদি কোনও ক্লায়েন্ট বিশেষভাবে বলেন যে, 'আমার কাল আবার আসতে সমস্যা নেই,' আমরা তাদের পরের দিন আসতে বলি। কিন্তু যদি জরুরি কিছু হয় আর আমি তক্ষুনি সেবা দিতে না পারি, আমি আমাদের আশেপাশের কেন্দ্রে পাঠানো যায় কিনা দেখি।"*



তরুণী ও মেয়েরা একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

কেস হস্তান্তরের এই কৌশল ডব্লিউজিএসএস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ইউএন সংস্থা সহযোগী সংস্থাকে সাহায্য করার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন:

> *"দুর্ভাগ্যবশত যদি কোনও সহযোগী সংস্থাকে তাদের কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হয়, তাহলে আমরা তাদের সবসময় বলি: অন্যান্য সহযোগী সংস্থার কাছে কেস হস্তান্তর বা স্থানান্তরের জন্য কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে আমাদের জানাবেন যাতে আমাদের নারীরা তাদের প্রয়োজনীয় সেবাগুলি পেতে থাকেন।"*

ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া যদি এড়ানো না যায় সেক্ষেত্রে সংস্থাগুলি সেবা অব্যাহত রাখার অন্যান্য প্রয়াসের সম্পর্কেও জানিয়েছেন। একজন কেআইআই অংশগ্রহণকারী বন্ধ হয়ে যাওয়া ডব্লিউজিএসএস-এর প্রাক্তন সেবা গ্রহণকারী নারী ও মেয়েদের সাথে আউটরিচ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন:

> *"আমাদের কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবীরা যখনই আমাদের বলেছে যে [অন্য কোনও কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার] ব্লকের প্রাথমিক সেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা আমাদের আউটরিচ টিমকে কাজে লাগিয়েছি যাতে তাদের ব্লকে সচেতনতা বৃদ্ধির আরও বেশি করে সেশন পরিচালনা করা হয় এবং তাদের আমাদের কেন্দ্রে আসতে বলা হয়।"*

তহবিল সংকোচনের পরে কিছু সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা কমে গেলে বা না থাকলে, জিবিভি সাব-সেক্টরের সদস্য সংস্থাগুলি তাদের শক্তিশালী সমন্বয়কে কাজে লাগিয়ে যথাসম্ভব বেশি মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করেছে। কর্মী এবং সংস্থানের সংকট চলাকালীন এই ট্রিয়াজ এবং কেস হস্তান্তরের অনুশীলনটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং জরুরি। এগুলি জিবিভি সাব-সেক্টরের সকল কার্যক্রম পরিচালনাকারী অংশীদার সংস্থার সম্মিলিত ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রম মডেলের গুরুত্ব প্রদর্শন করে; কোনও নতুন সংস্থাকে যদি কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তাহলে তারা সেই সেবা এবং কার্যক্রমের সাথে আগে থেকেই পরিচিত থাকে, তাই নারী ও কিশোরীদের ডব্লিউজিএসএস থেকে সেবা প্রদান ব্যাহত হয় না।

বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়

কেআইআই অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার জন্য জিবিভি সেবা ও কার্যক্রমকে অন্যান্য সেক্টরে একীভূত করার চলমান প্রচেষ্টা বর্ণনা করেছেন, যার ফলে নারী ও মেয়েদের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তহবিল সংকোচনের প্রেক্ষিতে এটি খরচ কমানোরও একটি কৌশল হয়ে উঠেছে। একটি ইউএন সংস্থা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে "গোপনীয় কোণ" স্থাপন করার উদাহরণ দিয়েছেন, যাতে কোনও সার্ভাইভারকে চিহ্নিত করা হলে স্বাস্থ্য কর্মীরা সহজেই তাদের জিবিভি কেস কর্মীদের কাছে রেফার করতে পারেন যারা মনোসামাজিক সহায়তা এবং অন্যান্য রেফারেল দিতে পারবেন। তারা স্বাস্থ্য সেক্টরের সহযোগিতায় পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক প্রশিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেছেন:

> *"যেমন এই সম্প্রতি জিবিভি সাব-সেক্টর হেলথ সেক্টরের সাথে সমন্বয় করেছিল [ধর্ষণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের জন্য]। [ওরা] আয়োজন, প্রশিক্ষণের জন্য অর্থায়ন [এবং লজিস্টিকস] করেছিল। কিন্তু আমরাও কারিগরি ভূমিকায় ছিলাম এবং কিছু সেশনে ফ্যাসিলিটেট করেছিলাম।*

একটি আইএনজিও একইভাবে জিবিভি এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে স্বাভাবিক যোগসূত্রের বিষয়টি তুলে ধরেছেন:

> *"স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছোট আকারে যদি জিবিভি কেস ম্যানেজমেন্টের সেবা যুক্ত করা যায় তাহলে সেটা অনেক সুফল দেবে। আগে আমাদের এটা ছিল। আমরা যখন সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য বা এসআরএইচ সেক্টরের মধ্যে কাজ করতাম, আমাদের তিনটি স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল। স্বাস্থ্যের সাথে জিবিভি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।"*

আরেকটি সংস্থা একটি সম্ভাব্য প্রতিরোধ-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের কথা বলেছেন যেটিতে খেলাধুলা এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে জিবিভি এবং শিশু সুরক্ষাকে যুক্ত করা হবে - এগুলিরও স্বাস্থ্য সেক্টরের সাথে সহজাত যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু, যেমন দুই জন কেআইআই বলেছেন যে, স্বাস্থ্য সেক্টরের ওপর তহবিল সংকোচনের প্রভাবের কারণে এখন সেবার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় এবং জীবন রক্ষাকারী সেবা দেওয়া হচ্ছে।



এই প্রতিবেদনের একজন গবেষক এক রোহিঙ্গা নারীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার।

অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা ও জীবিকার মতো অন্যান্য সেক্টরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস-এর গুরুত্বের বিষয়ে বলেছেন। একটি ইউএন সংস্থা ডব্লিউজিএসএস-এর কার্যক্রম কীভাবে নারী ও কিশোরীদের অন্যান্য সেবা পাওয়া সহজ করেছে তা বর্ণনা করেছেন:

> *"[ডব্লিউজিএসএস-এ] যে অপ্রথাগত কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার জন্য জীবিকা সেক্টরের সাথে সমন্বয় করা হয়। আমরা যখন সেবা একীভূত করার কথা বলি, সেটা শুধুমাত্র সুরক্ষা সেক্টরেই সীমাবদ্ধ রাখি না, আমরা অন্যান্য সেক্টরও বিবেচনা করি, যেখানে আমরা এসআরএইচ, জীবিকা এবং এখন আইনি সেবার সাথে একীভূত করেছি... যা নারী বান্ধব স্থানে দেওয়া যেতে পারে, প্রতিদিন না হলেও।"*

যদিও অংশীদারদের সাথে মিলিতভাবে সেবা প্রদান বা অন্যান্য সেক্টরের কার্যক্রমে জিবিভি সম্পর্কে সচেতনতা একীভূত করলে সেবার আওতা এবং পরিসর বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু এই কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্য সব সেক্টরের কাছে সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কেআইআই-এর প্রায় সমস্ত অংশগ্রহণকারী জীবিকা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি খাতে ব্যাপক তহবিল সংকোচনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং সেই সাথে এই সংকোচন যে নারী ও মেয়েদের জিবিভি ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে এবং ফলস্বরূপ জিবিভি সাব-সেক্টরের অর্থায়নের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

কমিউনিটি পরিচালিত সেবার কৌশল অবলম্বন

মূল তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে ২০২৫ সালে তহবিল সংকোচন শুরু হওয়ার আগে থেকেই কমিউনিটি পরিচালিত জিবিভি প্রতিরোধ ও সাড়াদানের কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল, তবে তারা এই প্রচেষ্টার এখনও যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাও বলেছেন। এই কৌশলে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত সহায়তা দেওয়ার জন্য স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে যেমন রোহিঙ্গা কমিউনিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পিয়ার নেটওয়ার্ক গঠন করা। অনেক সংস্থাই জানিয়েছেন যে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আগে থেকেই যে অনিশ্চয়তা ছিল তা বিবেচনায় রেখে তারা সাম্প্রতিক তহবিল সংকোচনের আগেই বিশেষত প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম বা আউটরিচের কাজে কমিউনিটির সক্ষমতা এবং নেতৃত্ব বৃদ্ধি করে বিকল্প পদ্ধতি বা প্রস্থানের কৌশল তৈরি করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

একাধিক কেআই ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রে সেবা প্রদান এবং কমিউনিটিতে আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা কমিউনিটির প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীদের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। একটি আইএনজিও জানিয়েছে:

> *"[আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা] সচেতনতা কার্যক্রমের মতো নির্দিষ্ট কিছু প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করে। [অথবা যখন] কেউ আমাদের কাছে আসেন তার বিবরণ নিতে সাহায্য করে... স্বেচ্ছাসেবীরা এখন এই প্রারম্ভিক কাজগুলো করতে পারে যেগুলো আগে আমাদের কর্মীরা করত।"*

আশ্রয়দাতা এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণে এই বিনিয়োগ তহবিল সংকোচনের কারণে কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রভাবও কিছুটা সামলে নিতে সাহায্য করেছে।

মানবিক খাতে তহবিল সংকট দেখা দেওয়ার পরে গত দেড় বছরে কমিউনিটি পরিচালিত সেবা দানের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি আইএনজিও ও এনজিও তাদের সেবা দানের মডেল সরাসরি বাস্তবায়ন থেকে স্থানীয় সহযোগী সংস্থা এবং কমিউনিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নে পরিবর্তন করেছে। এই সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইউএন উইমেন নেতৃত্বদানের পাঠক্রম তৈরি করেছে, কমিউনিটির সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে এবং ক্যাম্পে নারী পরিচালিত এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থাগুলির মূল্যায়ন পরিচালনা করেছে। কিন্তু বেশ কিছু সংস্থা জানিয়েছে যে কেস ম্যানেজমেন্ট এবং আইনি সহায়তার মতো কিছু জিবিভি সেবা কমিউনিটির মাধ্যমে প্রদান করার সম্ভাবনা কম, কারণ এগুলোর জন্য কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা কষ্টসাধ্য। অংশগ্রহণকারীরা রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনি বাধার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন, যে কারণে তাদের অল্প ভাতার উপর নির্ভর করতে হয়, যা তহবিল সংকোচনের কারণে আরও কমে গেছে।

ডব্লিউজিএসএস মডেলে নিহিত থাকা ক্ষমতায়নের কার্যক্রম, নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ এবং পিয়ার সাপোর্ট, এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে এবং কমিউনিটি পরিচালিত সেবার স্পষ্ট পথ তৈরি করেছে।

ডব্লিউজিএসএস মডেলে আগে থেকে নিহিত ক্ষমতায়নের কার্যক্রম, নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ এবং পিয়ার সাপোর্ট এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছে এবং কমিউনিটি পরিচালিত সেবার স্পষ্ট পথ তৈরি করেছে। এর একটি উদাহরণ হল কমিউনিটি-ভিত্তিক নারীদের সাপোর্ট গ্রুপ এবং কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ যাদের এনজিওদের অনুপস্থিতিতে তাদের ক্যাম্প ব্লকে সহায়তাদান অব্যাহত রাখার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে সহায়তাদানের জন্য রোহিঙ্গা নারীদের নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা গড়ে তোলার ফলে স্বেচ্ছাসেবীদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, যারা ডব্লিউজিএসএস-এর সাথে সাথে এবং প্রয়োজনে তাদের পরিবর্তে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। একটি এফজিডি-তে রোহিঙ্গা নারীরা তাদের স্থানীয় নারীদের সাপোর্ট গ্রুপ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন:

> *"আমরা আগে বেশি কিছু জানতাম না, কিন্তু এখানে আসার পরে আমরা বিভিন্ন সেশনে যোগ দিয়েছি। নারীদের সাপোর্ট গ্রুপ জিবিভি, জেন্ডার, টেইলরিং আর পড়ালেখার ওপর সেশন পরিচালনা করেছিল। তারা আমাদের এমনভাবে শিখিয়েছে যে সেটা আমাদের কমিউনিটিতে নেতৃত্ব দিতে এবং আমাদের নিজেদের ব্লকে সেশন পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে। আগে আমরা আমাদের নাম সই করতে জানতাম না, কিন্তু এখন আমরা পারি। আগে একটা অক্ষরও চিনতাম না, কিন্তু এখন চিনতে পারি। ব্লকে কোনও বিবাদ দেখা দিলে, আমরা সেটার মীমাংসা করতে পারি।*

কমিউনিটির মালিকানার ওপর এই জোর দেওয়ার বিষয়টি সেই বৃহত্তর প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে যেখানে আইএনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর কাছ থেকে দায়িত্ব ধীরে ধীরে কমিউনিটির সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে প্রকৃত অর্থে কমিউনিটির হাতে মালিকানা তুলে দেওয়া বা স্থানীয়করণ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু আইনি এবং রাজনৈতিক বিধিনিষেধের কারণে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বাংলাদেশে আইনত রোহিঙ্গা পরিচালিত সংস্থা নিবন্ধন করা যায় না এবং তাই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবিক খাতের অর্থায়ন গ্রহণ করতে পারে না। এর পরিবর্তে রোহিঙ্গা নারী নেতৃত্বাধীন নেটওয়ার্ক অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা করা হয় এবং কমিউনিটি আউটরিচের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন কেআইআই অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে দায়িত্বশীলভাবে কমিউনিটির হাতে মালিকানা তুলে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলির জিবিভি প্রতিরোধ কর্মসূচিতে অর্থায়ন করা উচিত এবং কমিউনিটির সদস্যদের সহনশীলতা গড়ে তোলা উচিত, যাতে শান্তি নির্মাণ এবং সামাজিক পরিবর্তনে রোহিঙ্গা পরিচালিত সমাধান খুঁজতে সহায়তা করা যায়:

> *"এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল কমিউনিটির মালিকানা এবং রোহিঙ্গা পরিচালিত সমাধান জোরদার করা যাতে অর্থায়ন আরও কমে গেলে কমিউনিটির সদস্যরা মূল কর্মসূচি ও কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন।"*

নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি

যদিও বাংলাদেশে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তবে এই আংশিক সাফল্য প্রতিকূল আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অর্জন করা হয়েছে। কক্স বাজারের জিবিভি সাব-সেক্টর দীর্ঘ সময় ধরে অপ্রতুল অর্থায়নের মোকাবেলা করছে। ২০২৩ সালে, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সাড়াদানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের মাত্র ৩৯ শতাংশ প্রদান করা হয়েছিল। অর্থায়নের ব্যাঘাত এই দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতিকে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে: ২০২৫ সালে প্রয়োজনীয় জিবিভি অর্থায়নের মাত্র ১৪.৫ শতাংশ পাওয়া গেছিল, এবং ২০২৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত, এই সাব-সেক্টর তার প্রয়োজনীয় তহবিলের মাত্র ১১ শতাংশ সংগ্রহ করতে পেরেছে।[32] অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘমেয়াদি এবং সাম্প্রতিক, উভয় ধরনের যেসব চ্যালেঞ্জের কথা জানিয়েছেন, যেগুলো রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের পাশাপাশি তাদের জন্য ও তাদের সঙ্গে কর্মরত জিবিভি সাব-সেক্টরের অংশীদারদের জন্যও একাধিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, সেই প্রেক্ষাপটে এই পরিসংখ্যানগুলো বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

মানবিক ত্রাণের উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কোনও আনুষ্ঠানিক আইনি মর্যাদা বা কাজ করার অধিকার নেই। বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি এবং এই দেশে শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো আইনও নেই, ফলে তারা কার্যত প্রায় পুরোপুরি মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।[33] ২০২৫ সালে ইউএনএইচসিআর জানিয়েছিল যে, "মানবিক খাতে ক্রমাগত কমতে থাকা অর্থায়ন এবং এর পাশাপাশি [রোহিঙ্গা শরণার্থীদের] আইনগত মর্যাদা না থাকার কারণে তাদের চলাচলের স্বাধীনতা এবং আর্থসামাজিক সুযোগ সীমিত হচ্ছে এবং তাদের শোষণ ও নির্যাতনের ঝুঁকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।"[34] একই সময়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা নেতৃত্বাধীন গ্রুপ নিবন্ধনে বিধিনিষেধের কারণে রোহিঙ্গা পরিচালিত ডব্লিউএলও এবং মহিলাদের নেটওয়ার্ক মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সরকারি বিধির জেন্ডারগত অসম প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তারা জানিয়েছেন যে রোহিঙ্গা নারীরা প্রায়ই পরিবারের পুরুষ সদস্য বা স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, কারণ তাদের পক্ষে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ খুঁজে পাওয়া এবং অল্প উপার্জন করা সহজ। নারীরা যদি আর্থিকভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে না পারেন, তাহলে মানবিক সহায়তা ব্যাহত হলে তারা আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে সরকার, আইএনজিও এবং এনজিও-র প্রতিনিধিরা বারবার যে নারীরা অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্ত অথবা পরিবারের কর্ত্রী তাদের সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বেশ কিছু কেআইআই অংশগ্রহণকারী জিবিভি সাব-সেক্টর, জেন্ডার ইন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন গ্রুপ এবং ক্যাম্প পরিচালনার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থানে রোহিঙ্গা নারী নেত্রীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

একইভাবে, রোহিঙ্গা নারীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও স্বনির্ভরতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং জরুরি চাহিদা প্রকাশ করেছেন। একজন মহিলা বলেছেন:

> *"এখানে আমাদের রোহিঙ্গাদের কাছে কোনও টাকাপয়সা নেই - কারো কারো কাছে অল্প আছে, বাকিদের কাছে কিছু নেই। আমরা একটা সেলাই মেশিন পেলে খুব খুশি হতাম। সেলাই শিখলে আমরা টাকা রোজগার করতে পারতাম আর সন্তানদের আরও ভালোভাবে মানুষ করতে পারতাম।"*

এছাড়াও রোহিঙ্গা নারীরা প্রাক্তন স্বামীদের থেকে আলাদা থাকাকালীন ত্রাণ ব্যবস্থা নিয়ে যে সমস্যা হয় তাও উল্লেখ করেছেন। একজন মহিলার স্বামী আবার বিয়ে করার পরে, পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে তাকে সাত সদস্যের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। দেখতে এবং শুনতে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন: "কিছু করা দরকার যাতে [নারীরা] স্বনির্ভর হতে পারে। যেমন, [আমরা] যদি একটা ছোট দোকান খুলতে পারি, তেমন কিছু।" স্পষ্টতই সরকারি বাধানিষেধ এবং সুযোগের অভাব, এই দুটি বিষয়ের মিলিত প্রভাবের কারণে রোহিঙ্গা নারীরা সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজেদের ও পরিবারের জন্য উপার্জন করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বহু ডব্লিউজিএসএস-এ জীবিকা সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং বিনোদনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা সত্ত্বেও নারীদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেই সম্পর্কে কেআইআই অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত জানিয়েছেন। তারা বলেছেন যে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কোনও জিনিসপত্র বানালে তা টাকা উপার্জনের জন্য বিক্রি করা বেআইনি। এই সরকারি নীতির কারণে অংশীদার সংস্থা ডব্লিউজিএসএস-এ নির্মিত জিনিসপত্র বৃহত্তর বাজারে বিক্রি করতে পারে না এবং এই কারণে বহু শরণার্থী প্রায়ই অসংগঠিত ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ খুঁজতে বাধ্য হন। ক্যাম্প ইন চার্জের (সিআইসি) একজন কর্মকর্তা এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে জীবিকার ক্ষেত্রে বাধানিষেধের নীতি কাজ করছে না:

> *"ভালো ভাবে বাঁচার জন্য টাকার প্রয়োজন। কারণ শুধু ভাত-ডাল খেয়ে বাঁচা যায় না... সরকারিভাবে অনুমতি না থাকলেও, [রোহিঙ্গারা] গোপনে বাইরে যায় আর টাকা রোজগার করে... তারা বিভিন্নভাবে চালানোর চেষ্টা করছে।"*

একটি আইএনজিও-র কর্মকর্তা জীবিকা সংক্রান্ত কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গা নারীদের টাকা উপার্জনের পথ তৈরি করার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন:

> *"উপার্জনের পথ তৈরি করা যায়, যদিও তার জন্য সরকারি অনুমতি নেই। হাতে সেলাই করা, ধরুন আমাদের কাছে ১৫ জনের একটা দল আছে। এটা আমরা আমাদের দিক থেকে তৈরি করেছি। আমরা এটা আরও বড় [আকারে] করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যেহেতু সরকারি নীতি অনুযায়ী আমরা রোহিঙ্গাদের তৈরি সামগ্রী বাইরে বিক্রি করতে পারি না, আমরা বর্তমানে এটা সংস্থার ভেতরেই সীমিত রেখেছি। আমরা এই কাজটা [ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার] মানসিকতা তৈরি করার ভিত্তিতে করছি, কিন্তু সরকারি নীতির কারণে আমরা এটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছি না।"*

এইসব প্রতিবন্ধকতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক ত্রাণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি, ২০২৪ সাল থেকে মিয়ানমারে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় সহিংসতা থেকে বাঁচতে বহু রোহিঙ্গা প্রাণ বিপন্ন করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসায় ক্যাম্পগুলোর অপ্রতুল সংস্থান ও স্থান আরও সীমিত হয়ে গেছে।[35] নবাগত রোহিঙ্গাদের কারণে নির্ভরশীলতা সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, বিশেষত জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে ক্যাম্পগুলোতে জায়গার সংকট দ্রুত বাড়ছে।



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে মহিলারা সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন। ফটো: রুমানা আকতার/ ডব্লিউআরসি

একটি আইএনজিও-র একজন প্রতিনিধি বলেছেন যে গত কয়েক বছরে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে "পুরো ভৌগোলিক চিত্রটাই বদলে গেছে, এক বর্গ ইঞ্চিও খালি জায়গা নেই।" ক্রমাগত শরণার্থীদের আগমন আগে থেকে সীমিত সংস্থানের উপর আরও চাপ ফেলেছে। অর্থায়ন কমে যাওয়া এবং অগ্রাধিকারের সীমাবদ্ধতার কারণে জিবিভি সাব-সেক্টরের সংস্থাগুলির আরও নারী ও মেয়েদের কাছে পৌঁছানোর সক্ষমতাকে আরও সীমিত করেছে। একটি ইউএন সংস্থা যেমন বলেছে যে:

> *"ক্রমাগত নবাগতরা আসছে... আমাদের অনেক সহযোগী সংস্থাই আরও বেশি সংখ্যক নারী ও সার্ভাইভারদের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের ভ্রাম্যমাণ সেবার পরিধি আরও বাড়াতে ইচ্ছুক। কিন্তু [এই অর্থায়ন সংকটের কারণে] তারা সেটা করতে পারছেন না... সুরক্ষার [চাহিদায়] যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে তার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের জিবিভি সেবা যতই বাড়াতে চাই না কেন।"*

সার্বিকভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে আইনি মর্যাদা এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের অধিকার না থাকার কারণে স্বনির্ভরতা এবং রোহিঙ্গা নারীদের নেতৃত্বদানের সুযোগ ব্যাহত হচ্ছে। ক্যাম্পের জনসংখ্যা বাড়তে থাকা এবং মানবিক পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব সীমাবদ্ধতার প্রভাবও ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠেছে।

জিবিভি প্রতিরোধ এবং তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার না দেওয়া

২০২৫ সালের শুরুর দিকে অর্থায়নের হার কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে, ইন্টার-সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ একটি ব্যয় সাশ্রয়ের ফ্রেমওয়ার্ক পরিচালনা করেছিল যাতে মানবিক ত্রাণ নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমে বরাদ্দকরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং অন্যান্য কার্যক্রমে অর্থায়ন সীমিত করা যায়। এর জন্য জেআরপি সকল কার্যক্রমকে জীবন রক্ষাকারী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনটি অগ্রাধিকারের শ্রেণিতে ভাগ করেছিল: ১ম অগ্রাধিকারে সেইসব মানবিক সহায়তা কার্যক্রম রাখা হয়েছিল যেগুলো "সাধারণ সহায়তা/সেবার মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার জন্য ন্যূনতমভাবে প্রয়োজনীয় এবং যেগুলির অর্থায়ন করা হবে," ২য় অগ্রাধিকারে সেইসব কার্যক্রমকে রাখা হয়েছিল যেগুলো "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু ক্ষেত্রে জীবন রক্ষাকারী হলেও... তহবিল সংকটের কারণে প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা যায় না,"[36] অন্যান্য সব কার্যক্রমকে ৩য় অগ্রাধিকারে রাখা হয়েছিল। সংশোধিত জেআরপি অনুযায়ী জিবিভি সাব-সেক্টরের একমাত্র সাড়াদানের কার্যক্রমগুলোকে জীবন রক্ষাকারী সেবার শ্রেণীতে রাখা হয়েছিল এবং সব প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমগুলির অগ্রাধিকার অপসারণ করা হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র সহিংসতার এবং আর্থিক হতাশার সাথে মোকাবেলার জন্য মানুষের ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করার কারণে সর্বাঙ্গীণ জিবিভি কার্যক্রমের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

কেআইআই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সকলেই মনে করেন যে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, দুর্ভাগ্যবশত, আপোষ করতেই হয়। তবে অংশগ্রহণকারীরা সেই সাথে বলেছেন যে জিবিভি প্রতিরোধ ও ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমের অর্থায়ন আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে অসংখ্য নেতিবাচক পরিণাম দেখা দিয়েছে, বিশেষত এর ফলে সেই নেতিবাচক সামাজিক প্রথার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে যেগুলি, একজন সিআইসি কর্মকর্তার শব্দে, "নারী ও মেয়েদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা"। ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র সহিংসতার এবং আর্থিক হতাশার সাথে মোকাবেলার জন্য মানুষের ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করার পরিবেশে সর্বাঙ্গীণ জিবিভি কার্যক্রমের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং সেখানে আপোষ করা উচিত নয়। অংশগ্রহণকারীরা আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছেন - প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম ছাড়া সময়ের সাথে সাথে জিবিভি-র ঘটনা বৃদ্ধি পাবে এবং সেগুলি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী ও সংস্থান না থাকার কারণে সাড়াদান কার্যক্রম আরও কঠিন ও দুর্বহ হয়ে উঠবে।

একাধিক কেআইআই-তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জিবিভি প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার কমিয়ে দেওয়া এবং জিবিভি-র নথিভুক্ত ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। জিবিভি সাব-সেক্টরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাদের সঙ্গে কর্মরত একটি ইউএন সংস্থা জানিয়েছে:

> *"২০২৫ সালের তৃতীয় কোয়ার্টারে আমি নথিভুক্ত জিবিভি-র ঘটনায় ৭ শতাংশ বৃদ্ধি দেখতে পেয়েছিলাম। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, এফজিডি এবং ফিডব্যাকে জানা গেছে যে তহবিল সংকোচনের কারণে জিবিভি-র ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম কমিয়ে দেওয়ার সাথে এই ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার যোগাযোগ আছে।*

জিবিভি-র সার্ভাইভারদের আইনি সহায়তা প্রদানকারী একটি এনজিও-র কাছ থেকেই একইরকম মতামত পাওয়া গেছে:

> *"গত বছরের শেষের দিকে অর্থায়ন কমে যাওয়ার সময় আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে একটা খুব অস্থির সময় চলছিল। সেই কারণে সুরক্ষা সংক্রান্ত কেসগুলো বাড়তে শুরু করেছিল। তাই, স্বাভাবিকভাবেই তহবিল সংকোচনের কারণে সুরক্ষা সেক্টরে কর্মরত সংস্থার সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল - আমরা স্পষ্টভাবে সেটা দেখেছিলাম। আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ায় কর্মীর সংখ্যা কমে গেছে, জিবিভি-র জন্য সহায়তা এবং জিবিভি কেন্দ্রের সংখ্যা কমে গেছে এবং সেই কারণে নারীরা আরও বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। আমাদের কাছে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যে বিপুল সংখ্যক কেস আসতে শুরু করেছে তার সঙ্গে এটার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু [ডব্লিউজিএসএস] কর্মীদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার পরে কেস আর ঠিকভাবে রেফারও করা হচ্ছে না। এর ফলে নারীদের ঝুঁকি ও অসহায়ত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।"*



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে এক রোহিঙ্গা নারী তার অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

এই যোগসূত্রগুলো থাকা সত্ত্বেও জেআরপি নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে এখনো অনেক দাতা সংস্থা তাদের অর্থায়ন ১ম অগ্রাধিকারের কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ রাখছে।

> *"যেসব দাতা সংস্থা সেক্টরের নির্ধারিত ১ম অগ্রাধিকারের কার্যক্রমের বাইরে অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইতিমধ্যে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যেসব সংস্থা অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা করেছিল তাদের জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার এবং সেবা/কার্যক্রম পরিবর্তন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে ১ম অগ্রাধিকারের সহায়তা ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়।"* [37]

একটি আইএনজিও এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে যে, প্রতিরোধ ও ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমের জন্য একটি সরকারি দাতা সংস্থার কাছ থেকে বহুবার্ষিকী অর্থায়ন নিশ্চিত করার পরেও তাদের সেই অর্থ ১ম অগ্রাধিকারে থাকা কার্যক্রমগুলোর জন্য ব্যবহার করতে হয়েছে:

> *"বাস্তব অবস্থা হল যে তহবিল থাকার মানে এই নয় যে আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমাদের সমন্বিত সেক্টর ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে কাজ করতে হয়।...ইতিমধ্যে বৃহত্তর প্রতিরোধমূলক প্রচারণা এবং সামাজিক প্রথায় কাঠামোগত পরিবর্তনের কার্যক্রমকে ২য় শ্রেণির অগ্রাধিকারে নামিয়ে আনা হয়েছে।"*

প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম ছাড়াই সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব সমস্যাগুলো তুলে ধরে একটি আইএনজিও-র প্রতিনিধি জিবিভি-র সম্ভাব্য সংঘটনকারীসহ কমিউনিটির সব সদস্যদের সাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন:

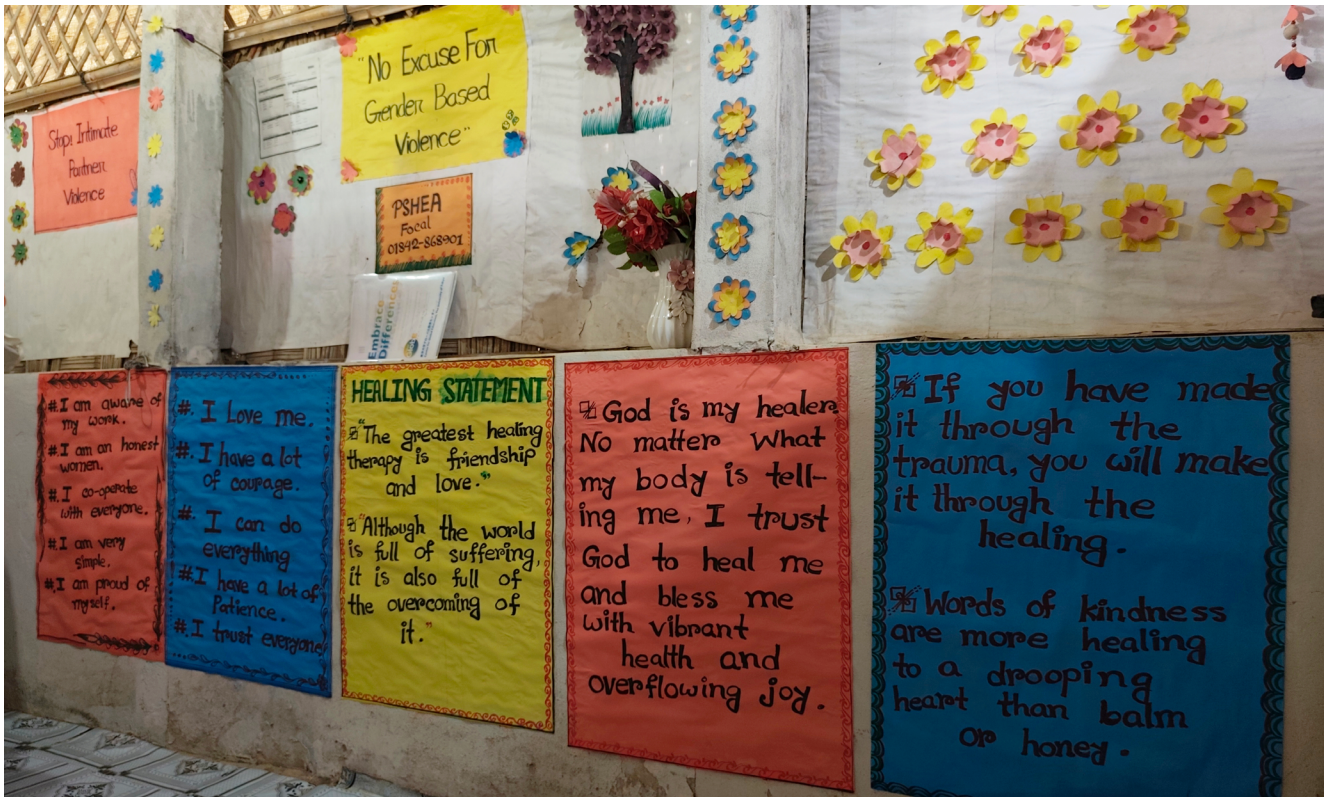
> *"আমি [জিবিভি সার্ভাইভারদের] যতই সেবা দিতে চাই না কেন, প্রতিরোধের জন্য আমরা যদি পুরুষদের সাথে কাজ না করি, কমিউনিটির পুরুষ সদস্য আর পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন ও সম্পৃক্ত করতে না পারি, তাহলে পরে গিয়ে দেখা যাবে যে তেমন কোনও সুফল পাওয়া যায়নি।"*

একটি ইউএন সংস্থা জানিয়েছে যে তারা এখন "২য় অগ্রাধিকারে থাকা এবং অন্যান্য কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অ্যাডভোকেসি করছে... সর্বাঙ্গীণ কার্যক্রমের জন্য আমাদের প্রতিরোধ করা, ঝুঁকি প্রশমন এবং সাড়াদান করা [প্রয়োজন]।" এই বক্তব্যগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জিবিভি-র সাড়াদানকে একটি পৃথক কার্যক্রম হিসেবে দেখলে তার ফলাফল নেতিবাচক হতে পারে এবং এমন একটি চক্র তৈরি হতে পারে যেখানে জিবিভি-র ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একই সাথে সেক্টরের সাড়াদানের ক্ষমতা কমতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে যে সংস্থাগুলো জিবিভি-সংক্রান্ত সেবা দিয়ে আসছে তারা এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন এবং নারী ও মেয়েদের ওপর এই পন্থার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে তারা উদ্বেগ জানাচ্ছে।

কর্মী ছাঁটাই এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর নির্ভরশীলতা

কেআইআই-এর সকল অংশগ্রহণকারী তহবিল সংকোচনের কারণে কীভাবে কেস ম্যানেজমেন্ট এবং আউটরিচ কর্মী, উভয় ক্ষেত্রে কর্মী ছাঁটাই করতে হয়েছে তার উদাহরণ দিয়েছেন। একাধিক অংশগ্রহণকারী বিশেষভাবে সিনিয়র স্তরে কারিগরি এবং ম্যানেজমেন্ট পদের কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়েছে এবং সেই কারণে দক্ষ কর্মীদের অভাবে সেবার পরিমাণ ও মান কমে গেছে তা উল্লেখ করেছেন। একটি এনজিও-র একজন প্রতিনিধি এটাও বলেছেন যে, এই পরিবর্তনের ফলে অবশিষ্ট কর্মীদের ওপর আরও বেশি চাপ তৈরি হচ্ছে এবং তারা সীমিত সক্ষমতা সত্ত্বেও একই পরিমাণ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন, যার ফলে তারা বার্নআউটে ভুগছেন এবং পেশাগত উন্নয়নের সুযোগও কমে যাচ্ছে। ক্যাম্পজুড়ে কর্মী ছাঁটাই চলতে থাকার কারণে চাকরি হারানোর আশঙ্কায় অবশিষ্ট কর্মীরা আরও বেশি কাজ করার চেষ্টা করছেন, ফলে তাদের বার্নআউটের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রে একাধিক কেস ওয়ার্কার এবং প্রতিটি কেন্দ্রে একজন নিয়োজিত কেস ম্যানেজার ছিলেন। কয়েকজন মূল তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে, একটি ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রে সেবা দেওয়ার জন্য প্রায় আট থেকে দশজন কর্মী ছিলেন। এখন অধিকাংশ কেন্দ্রে খুব বেশি হলে একজন নিয়োজিত কেস ওয়ার্কার থাকেন এবং একজন



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে হাতে লেখা পোস্টার। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

সুপারভাইজারকে একাধিক ডব্লিউজিএসএস-এর তদারকি করতে হয়। এত কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, একই সময়ে একাধিক সার্ভাইভারের জরুরি সহায়তার প্রয়োজন হওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা, কিন্তু মাত্র একজন কেস ওয়ার্কার থাকলে সেটা করা সম্ভব হয় না। যেমন একটি ইউএন সংস্থা জানিয়েছে যে, "একটি সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় কেন্দ্রে যেখানে আগে চারজন কর্মী থাকতেন, এখন সেখানে মাত্র একজন আছেন।" তাই সেই ব্যক্তি যখন অসুস্থতার কারণে ছুটিতে যায়, আমার কেন্দ্রে আর কোনও কর্মীই থাকে না। আমার স্বেচ্ছাসেবীদের কেন্দ্র চালাতে হয়।"

সব কেআইআই-তেই বলা হয়েছে যে, যেখানে সম্ভব সেখানে কর্মীদের ঘাটতি পূরণ করতে এবং সেবা চালু রাখতে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগানো হয়েছে। আউটরিচ ও কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই পন্থা বেশি কার্যকর হয়েছে এবং তার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবীদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম এবং অভিজ্ঞ কর্মীদের তত্ত্বাবধানে তাদের কাজ শেখার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। তবে অনেক অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে ২০২৫ সালে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার ফলে রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের ভাতা কমে গেছে বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। যেসব রোহিঙ্গা নারী এই সামান্য আয়ের ওপর নির্ভর করতেন, তাদের এখন আয় হারানোর পাশাপাশি বেতনহীন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বর্ধিত কাজের চাপও সহ্য করতে হচ্ছে, এর ফলে রোহিঙ্গা নারী, যাদের এমনিতেই অর্থ উপার্জনের সুযোগ অত্যন্ত কম, তাদের অর্থনৈতিক অসহায়তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইএনজিও-র প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন যে, স্বল্পমেয়াদে স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর নির্ভর করে সেবা চালু রাখা সম্ভব হলেও, দীর্ঘমেয়াদে এর ফলে সক্ষমতা কমে যায় কারণ প্রাক্তন কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আর কাজে লাগানো যায় না। রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরাও কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতায় তারা যে পরিবর্তন দেখেছেন তা জানিয়েছেন। একজন মহিলা বলেছেন যে, "আগে একজনই [স্বেচ্ছাসেবক] কেস দেখত [শনাক্ত ও রেফার করত]। এখন দুই জন স্বেচ্ছাসেবক থাকে। আশেপাশে দুটো ঘটনা ঘটলে, দুই জন মানুষ দুটি কেস নিয়ে আসে। [কিন্তু] *আপাদের* সংখ্যা বাড়েনি, শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বেড়েছে।" আরও বেশি সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান কেসের চাপ সামলানোর জন্য পর্যাপ্ত কর্মী নেই।

স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর নির্ভর করে স্বল্পমেয়াদে সেবা প্রদান করা অব্যাহত রাখা গেলেও, তার ফলে দীর্ঘ মেয়াদে সক্ষমতা ও টেকসইতা খর্ব হয়।

অনভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকরা অভিজ্ঞ কর্মীদের মতো দক্ষ নন, তাই সেবার মানের ওপর যে প্রভাব পড়েছে তা নিয়েও উদ্বেগ জানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই পরিবর্তিত কৌশলের মাধ্যমে ডব্লিউজিএসএসগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া এড়ানো সম্ভব হলেও, দীর্ঘমেয়াদে এই কৌশল টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো মারাত্মক। কেআইআই-এর একজন অংশগ্রহণকারী বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেছেন:

> *"এই কাঠামোগত [ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমের জন্য] কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দিলে, শেষমেশ সুরক্ষার ঝুঁকি আবার বাড়বে, যার ফলে জিবিভি এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাবে। আমরা ইতিমধ্যেই এর ফলাফল দেখতে পাচ্ছি।"*

ডব্লিউজিএসএসগুলো অপর্যাপ্ত কর্মী নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করছে, রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের মন্তব্য থেকে সেই বিষয়ে কিছু ধারনা পাওয়া যায়। একজন মহিলা বলেছেন যে কার্যক্রম ও সেশনের সংখ্যা সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার থেকে কমে মাসে দুই থেকে তিনবার পরিচালনা করা হচ্ছে এবং জানিয়েছেন যে উপস্থিতিও কমে গেছে: "বাজেট কমে গেছে, *আপাদের* সংখ্যা কমে গেছে, আর অনেক মানুষও কমে গেছে। আগে অনেক মানুষ আসতেন। এখন যেহেতু মাত্র একজন *আপা* আছেন, অনেক কম মানুষ আসেন।"

আয়ের উৎস কমে যাওয়া অথবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া

এমনকি যেখানে ডব্লিউজিএসএস বন্ধ হয়ে যায়নি বা সেবার পরিমাণ কমেনি, সেখানেও সামগ্রী এবং সামান্য প্রণোদনা বিতরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো আয়ের উৎস কমে যাওয়া বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে উপস্থিতি ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কমে গেছে। ডব্লিউজিএসএস মডেল চালু হওয়ার পর থেকে গত নয় বছরে যে সামগ্রীগুলো বিতরণ করা হত তার মধ্যে ছিল নাশতা ও

মসলার প্যাকেট; ডিগনিটি কিট ও হাইজিন আইটেম; এবং কাপড়, মশারি বা বালতির মতো নন-ফুড আইটেম। যেমন একটি আইএনজিও বলেছে,"আমরা যদি ২০১৯ ও ২০২০ সালের সাথে তুলনা করি, তাহলে এখন একটা বিশাল পার্থক্য দেখতে পাবো। আগে ওরা বিভিন্ন নন-ফুড আইটেম দিত, [কিন্তু] এখন ওরা আর সেটা পাচ্ছে না।" তহবিল সংকোচন শুরু হওয়ার পরে সম্ভবত এগুলোই সর্বপ্রথম বাজেট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কারণ এগুলো জীবন রক্ষাকারী হিসেবে বিবেচিত হয় না।

নাশতা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি সমস্যায় পড়ছেন, তারা এতটা রাস্তা হেঁটে এসে তাদের ছোট সন্তানদের কিছু দিতে না পারলে, তাদের মধ্যে অনেকে আসতেই চান না। ২৪ বছর বয়সী চার সন্তানের মা বলেছেন:

> *"বাচ্চারা মায়েদের জিজ্ঞেস করে, 'তুমি মিটিং-এ গেছিলে, আমার জন্য কি এনেছ?' শিশুদের জন্য নাস্তা দিলে শিশুরাও খুশি আর মাও খুশি। [মহিলারা] নাস্তা পেলে তাদের সন্তানদের খাওয়াতে পারেন; মায়েরা সাধারণত এই আশাতেই মিটিং-এ আসেন।"*

এছাড়াও, দেখা গেছে যে এসব প্রণোদনা পরিবার ও স্বামীদের কাছে ডব্লিউজিএসএস-এর উপকারিতা বোঝাতেও সাহায্য করে, কারণ তারা অন্যথায় হয়ত তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের সেখানে যেতে দিতে চাইতেন না। অন্যান্য কেআইআই-তেও ডব্লিউজিএসএস-এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী নারী ও কিশোরীদের ভাতা কমে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে:

> *"তারা দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে তাদের সাধারণত ভাতা দেওয়া হত। সেই ভাতা কমে গেছে। সেই সাথে, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; আগে যেখানে ৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে নেওয়া হত, এখন মাত্র ৩০ জন অংশ নিতে পারে।"*

ডব্লিউজিএসএস-এ আসা এবং তার সেবা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা ছাড়াও এই সামগ্রীগুলো নারী ও মেয়েদের অনেক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করত। কেআইআই-তে সরকার, আইএনজিও এবং এনজিওর প্রতিনিধিরা নারী ও মেয়েদের জন্য ডিগনিটি কিট ও হাইজিনের উপকরণের সাম্প্রতিক অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।" একইভাবে একজন কিশোরী বলেছে:

> *"আমাদের সবচেয়ে বেশি [যেটা চাহিদা] প্রয়োজন সেটা হল মাসিকের কাপড়। যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয় সেগুলোও কাচা যায় না; সেগুলো প্যাকেটে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হয় বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। এখন এগুলো না দেওয়া হলে মেয়েরা অত্যন্ত সমস্যায় পড়বে। আমরা এগুলো ওয়াশ [পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি] থেকে পেতাম, কিন্তু এখন সেখানেও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে ওয়াশ থেকে কালো কাপড়, সাবান আর অন্তর্বাস দেওয়া হত। এখন আর এগুলো দেয় না, ওরা কিছুই দেয় না।"*

খরচ কমানোর কৌশল অবলম্বন করার পর থেকে এইসব প্রণোদনা বন্ধ করে দেওয়ার পরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী একাধিক সংস্থা দেখেছে যে নারী ও কিশোরীরা যাতে ডব্লিউজিএসএস-এর অস্তিত্ব জানে এবং তার সেবা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করতে আরও সক্রিয়ভাবে আউটরিচ করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি এনজিও জানিয়েছে:

> *[অংশগ্রহণকারীরা] নিজেরাই স্বেচ্ছায় এখানে আসত। কিন্তু এখন আমাদের মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে আসতে হয়। এমনটা নয় যে তারা আমাদের সম্পর্কে জানে না বা আসতে পারছে না; তারা আসে। কিন্তু আমাদের গিয়ে ডেকে আনতে হয়। আগে তারা নিজের থেকেই চলে আসত। [এখন] তাদের এইসব কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদের গিয়ে ডেকে আনতে হয়।"*

সেবা ও প্রণোদনা কমে যাওয়া সত্ত্বেও, অনেক রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরা জানিয়েছেন যে তারা এখনো ঘন ঘন তাদের নিকটবর্তী ডব্লিউজিএসএস-এ যাচ্ছেন, যা এই নারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানের গুরুত্ব তুলে ধরে। এছাড়াও, একটি আইএনজিও-র প্রতিনিধি এই সামান্য প্রণোদনার চাহিদাকে লোভ বা ডব্লিউজিএসএস-এর সঙ্গে লেনদেনমূলক সম্পর্ক হিসেবে দেখার ধারণার বিরোধিতা করেছেন, তিনি বরং এটিকে নারীদের সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে তুলে ধরেছেন। কারণ, সন্তানদের দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে অনেক নারী সেখানে যেতে পারেন না, আবার কোনো সামগ্রী ছাড়াই বাসায় ফিরলে, সেখানে যাতায়াতের কারণ পরিবারের কাছে ব্যাখ্যা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

সমন্বিত সুরক্ষা কেন্দ্র ও সেবাসমূহ

অর্থায়ন কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে অভিযোজনের যে কৌশলটি সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল সুরক্ষা সেক্টরের প্রস্তাবিত কাঠামোগত একীভূতকরণ, যেটি ২০২৫ সালে জেআরপি আপডেট করার সময় উত্থাপিত হয়েছিল। ডব্লিউজিএসএস-এর সাথে শিশু সুরক্ষা (সিপি) সাব-সেক্টরের শিশু বান্ধব স্পেস (সিএফএস) মিলিত করার জন্য যে নির্দেশনাটি তৈরি করা হয়েছিল সেটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য এখনো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তবে এই মিলিতকরণের বিষয়ে মূল তথ্যদাতারা ভিন্ন মতামত এবং বিবেচনার বিষয়ে জানিয়েছেন। একটি আইএনজিও-র একজন প্রতিনিধি যেমন বলেছেন:

> *"এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা এই মতামত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখেছি। এমনকি, আমরা এই একীভূতকরণ কিছু জায়গায় ছোট আকারে পরীক্ষা করে দেখেছি। তবে এই ফ্রেমওয়ার্ককে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হবে কিনা তা সম্পূর্ণভাবে সেক্টরের নেতৃত্বদলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।"*

একটি ইউএন সংস্থা এই পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে:

> *"সুরক্ষা একটি ছাতার নিচে পড়ে... [কিন্তু] সম্পদ চারটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়: সাধারণ সুরক্ষা, কমিউনিটি-ভিত্তিক সুরক্ষা, জিবিভি এবং সিপি। অর্থায়ন সংকটের কথা বিবেচনা করলে, এই সমন্বিত মডেলটি খুবই ভালো একটি পদ্ধতি, তবে এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সত্যিকার অর্থে সমন্বিতভাবে কাজ করতে আরও দুই থেকে তিন বছর সময় লাগতে পারে।"*

একীভূতকরণের পক্ষে যুক্তি হলো, সম্পদ একত্রিত করা, কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় কমানো এবং ডব্লিউজিএসএস ও সিএফএস যৌথভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সেবা প্রদান আরও সুশৃঙ্খল করা। এমনকি অনেক সংস্থা উল্লেখ করেছে যে আউটরিচের কার্যক্রমগুলো একীভূত করা তুলনামূলকভাবে সহজ কারণ তাদের কাজের পরিধির মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এবং বাস্তবে দেখা গেছে যে সিপি ও জিবিভি আউটরিচ কর্মীরা নিয়মিতভাবে এমন সমস্যা দেখতে পান যেটি দুটি সাব-সেক্টরের সাথেই যুক্ত। একটি আইএনজিও-র একজন প্রতিনিধি যেমন বলেছেন যে আউটরিচ মিলিতভাবে করার সুবিধা হলো, কর্মীরা "একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সহজেই একীভূত বার্তা প্রচার এবং যৌথভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এতে একসাথে একাধিক সুরক্ষা সেক্টরের মূল নির্দেশাবলী কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

শিশু বান্ধব কেন্দ্রের সাথে ডব্লিউজিএসএস-কে মিলিত করার কিছু সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকি রয়েছে।

তবে, সিপি ও জিবিভি কেন্দ্রগুলোকে একীভূত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন বিশেষায়িত সেবা প্যাকেজ ও কারিগরি উপাদানগুলো বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা; একটি কেন্দ্র যৌথভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেফগার্ডিংয়ের মান বজায় রাখতে না পারা; এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত নিরাপদ স্থান হারানোর ঝুঁকি। একটি আইএনজিও-র এক প্রতিনিধির কথায় এটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে:

> *"আমরা একটি সমন্বিত কেন্দ্রের মডেলে পরিবর্তন করার সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। ঠিক এই কারণেই সমন্বিত কেন্দ্র তৈরি করার কতটা বাস্তব সেই নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে; এটার কারণে সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর ঝুঁকি এবং প্রতিকুল ফলাফল দেখা দেবে যা ইতিমধ্যে সেক্টরের মধ্যে বিতর্কের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই অজানা পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছি।*

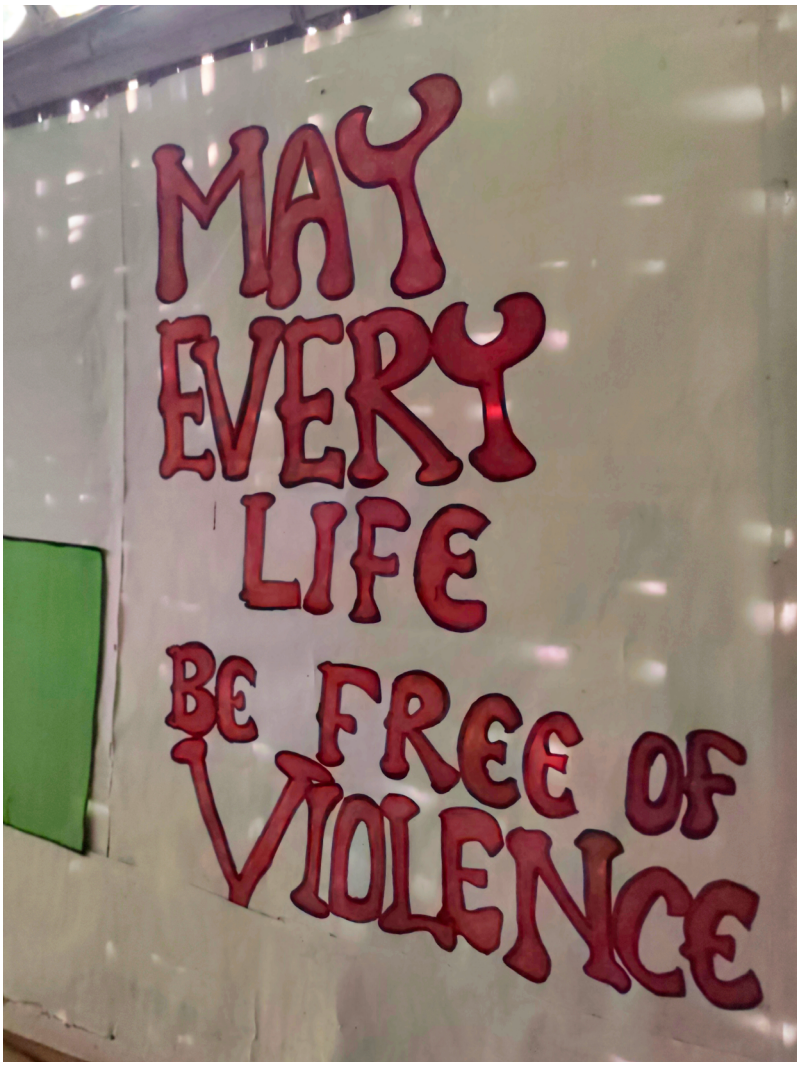
তারা একটি সমন্বিত সিপি ও জিবিভি কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর অভিজ্ঞতাও জানিয়েছেন:

> *"যদিও আমরা এটাকে 'সমন্বিত কেন্দ্র' বলি তবুও পুরুষদের প্রবেশ কঠোরভাবে সীমিত রাখা হয়েছে, এবং আমরা এটার কাঠামোগত নকশায় বেশ কিছু পরিবর্তন করেছি। এই কেন্দ্রগুলো যথাযথভাবে মিলিত করার জন্য সংস্থাদের যে অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে তা তাদের মন্তব্য থেকে জানা গেছে:*

একাধিক মূল তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে, সংকটে সাড়াদানের শুরুর পর্যায়ে সিপি ও জিবিভি সুরক্ষা কেন্দ্রগুলোর জন্য কঠোর নিরাপত্তা বিধি এবং সেগুলো কোথায় তৈরি করা হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে ক্যাম্পের জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত ২০২৪ সাল থেকে নবাগত রোহিঙ্গার কারণে। বর্তমানে ক্যাম্পে অত্যন্ত ঘন জনবসতির কারণে একই বিধি মেনে সাইট পরিকল্পনা বা নতুন সুরক্ষা সেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। একটি আইএনজিও ব্যাখ্যা করেছে যে, "এই চরম ঘন বসতির মধ্যে কোনও কেন্দ্র সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করার জন্য খালি জায়গা খুঁজে পাওয়া কার্যত অসম্ভব। সেই অংশগ্রহণকারী সেই সাথে কোনও কেন্দ্রে রদবদল করে সেটাকে একইসাথে সিপি ও জিবিভি সুরক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছেন:

> *"সেটাকে 'মিলিত' বলে ঘোষণা করার জন্য আমাকে দুটো পৃথক প্রবেশ পথ তৈরি করতে হবে এবং দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। আমি এই সংস্কার কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করলেও, সেগুলো বানানোর জায়গা কোথায়?"*

কেআইআই-এর অংশগ্রহণকারীরা কেন্দ্র মিলিত করার ক্ষেত্রে আরেকটি যে ঝুঁকি উল্লেখ করেছেন সেটি হল নারীদের যদি এমন কোনও কেন্দ্র থেকে জিবিভি কেস ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য সেবা নিতে হয় যেগুলোতে ছেলেরা প্রবেশ করতে পারে, তাহলে তারা আরও কম সুরক্ষিত ও নিরাপদ বোধ করেন। একটি আইএনজিও-র প্রতিনিধি বলেছেন যে এমনটা করতে হলে খুব সম্ভবত নারী ও কিশোরীরা সেবা নেওয়া বন্ধ করে দেবে, এবং একটি ইউএন সংস্থা জানিয়েছে যে যৌথ কেন্দ্র হলে নারীদের মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কোনও সংরক্ষিত জায়গা থাকবে না। জিবিভি ও সিপি কেন্দ্র মিলিত করার এই প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম নতুন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; নারী ও কিশোরীদের নতুন করে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা সব পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সমন্বিত কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত ডব্লিউজিএসএস-এ যে নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে তা বুঝতে পারেন।



একটি নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে একটি হাতে লেখা পোস্টারে বলা হয়েছে, "সব জীবন সহিংসতা থেকে মুক্ত হোক।" ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

ডব্লিউজিএসএস ও সিএফএস মিলিত করার সাফল্য এই প্রতিটি কেন্দ্রের আকার ও কার্যক্রম, এবং সেই সাথে সুরক্ষার মানদণ্ড পূরণ করা, নারী ও মেয়েদের এই যৌথভাবে ব্যবহৃত স্থানগুলো যে নিরাপদ, সে বিষয়ে আশ্বস্ত করা এবং সেবা গ্রহণকারী সব জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করবে। যেমন একটি আইএনজিও বলেছে:

> *"এই সমন্বিত মডেল এই অর্থ সংকটের প্রত্যক্ষ ফলাফল। আন্তর্জাতিক নির্দেশনার নিরিখে মূল্যায়ন করা হলে এই সমন্বিত কেন্দ্রের মডেল স্পষ্টত মানবিক সহায়তার আদর্শ মানদণ্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় এবং সেই কারণে আমরা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর আপোষ করতে বাধ্য হব। আমাদের এই চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর অর্থায়ন গুরুতরভাবে কমে গেলে মানবিক কর্মকাণ্ডের মূল নকশা ও মানদণ্ড কীভাবে খর্ব হয় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।*

রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের সুনির্দিষ্ট ক্ষতি এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিসমূহ

অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়া এবং সেই প্রেক্ষিতে ২০২৫ সাল থেকে ডব্লিউজিএসএস মডেলে পরিবর্তনের পাশাপাশি, ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং সুরক্ষার অভাবের কারণে ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০২৫ সালের তহবিল সংকোচনের পর থেকে খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাবের সাথে মোকাবেলার জন্য মানুষ ক্ষতিকর কৌশল অবলম্বন করছে, যার ফলে নারী ও মেয়েরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একই সময়ে ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক সহিংসতা এবং জনাকীর্ণতার কারণে নারী ও মেয়েরা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। যখন নারী ও মেয়েদের সুরক্ষা সংক্রান্ত সেবাগুলি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখনই পরিবর্তিত কৌশলের কারণে ডব্লিউজিএসএস-এর সেবার মান, প্রাপ্যতা, টেকসইতা ও কার্যকারিতা কমে গেছে।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি

তহবিল সংকোচনের ফলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সুরক্ষার অবনতিশীল পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে, বিশেষত নারী ও মেয়েদের জন্য। রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা যে সব নতুন জিবিভি সংক্রান্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন তার থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জিবিভি-র জন্য দীর্ঘমেয়াদি সাড়াদান কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিরোধ ও ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাব

তহবিল সংকোচনের কারণে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে কর্মরত আইএনজিও এবং এনজিও-র উপর যে প্রভাব পড়েছে তা গুরুতর, তবে এই কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রোহিঙ্গা কমিউনিটি। আইএনজিও-র এক কর্মী যেমন উল্লেখ করেছেন যে কিছু ক্ষেত্রে খাদ্য ভাতা ও রেশন কমিয়ে দেওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে: 'আগে খাদ্যের জন্য মাথাপিছু ১২ বা ১০ ডলার বরাদ্দ করা হত, এখন তা কমে ৭ বা ৮ ডলারে নেমে এসেছে।" এই তহবিল সংকোচনের নিম্নমুখী প্রভাব সেইসব রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারীদের ওপরেও পড়েছে যারা জীবিকা কার্যক্রম অথবা মানবিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে সামান্য অর্থ উপার্জন করতেন। খাদ্য ও আয়ের অনিশ্চয়তা বেড়ে যাওয়ায় পরিবারে উত্তেজনা ও সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কেআইআই ও আইডিআই-তে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি আইএনজিও জানিয়েছে:

> *"অর্থায়ন কমে যাওয়ায় অনেক স্বেচ্ছাসেবী [আর্থিক] সহায়তা হারিয়েছেন এবং আবারও বেকার হয়ে পড়েছেন।" এই বেকারত্বের কারণে তারা অন্য কোথাও কাজ পেলে তারা সেটা করছে, কিন্তু না পেলে তারা অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।"*

আরেকটি আইএনজিও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তার অভাবের কারণে জিবিভি-র প্রবণতায় যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে সেই ব্যাপারে বলেছেন:

> *"আগে [তার স্বামী] কিছু টাকা রোজগার করতে পারত, বা [যদি] সে কোনও জীবিকা কার্যক্রমে অংশ নিত, তার ১৫-দিন বা ২০-দিনের কাজের থেকে একটা মাসিক আয় থাকত, এখন তার সেই কাজটা নেই। তাই সে সারাদিন বাড়িতে থাকে। আর সেই কারণেই, যেহেতু তাদের কোনও আয় নেই, [স্বামী ও স্ত্রীর] মধ্যে ঝগড়া হতে থাকে, যার থেকে সহিংসতা ঘটে, আর তারপরে [সেই নারী] আমাদের কাছে আসেন।"*

আর্থিক ও খাদ্য নিরাপত্তার অভাবের কারণে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নেওয়া বৃদ্ধি পায়। একটি সংস্থা সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা জানিয়েছে যেখানে একটি অল্পবয়সী মেয়ের বাবা-মা খাদ্যাভাবের কারণে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই কেসটি ক্যাম্পের কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছিল এবং বিয়ে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেই অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে সেই পরিবার তাদের সংস্থাকে না জানিয়েও বিয়ে দিতে পারে।

সংস্থাগুলো আরও জানিয়েছে যে আর্থিক অনিশ্চয়তা নারীদের ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে:

> *"আগে একজন মহিলাকে সহজেই ডেকে আনা যেত, কিন্তু এখন সে বলতে পারে যে তার পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য তাকে ক্যাশ-ফর-ওয়ার্ক কার্যক্রমে যেতে হবে। আগে অনুপস্থিতির জন্য তারা হয়ত বাড়ির লোকজনকে দেখাশুনা করার অজুহাত দিত, কিন্তু এখন তারা আর্থিক প্রয়োজনে তাদের সন্তানদের অন্য কারো কাছে রেখে কাজে যায়।"*

মোকাবেলা করার ক্ষতিকর কৌশল

কেআইআই-এর একাধিক অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে জুয়া খেলা, বাজি ধরা এবং মাদকের নেশার মতো মোকাবেলার ক্ষতিকর কৌশল অবলম্বনের প্রবণতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তা কমতে থাকায়, পুরুষ ও ছেলেরা অন্যান্য দ্রুত রোজগারের সুযোগ খুঁজছে এবং অনলাইনে জুয়াখেলার সাইট অ্যাক্সেস করতে পারার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে একটি নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে।[38] অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে জুয়া প্রায়ই একটি নেশায় পরিণত হয় এবং এর আসক্তিতে মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ বা বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন:

> *"সে তার স্ত্রীর সোনার গয়না, রেশনের টাকা, আর অন্য সবকিছু বিক্রি করছে। আগে সে কাজকর্ম করে বা তার পরিবারের সাথে সময় কাটাত, এখন সেটা চলে গেছে।"*

মূল তথ্যদাতারা কীভাবে জুয়াখেলার কারণে বাড়িতে সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে পারে তাও বলেছেন। একটি আইএনজিও বিশেষভাবে বেকারত্ব এবং মোকাবেলার জন্য ক্ষতিকর কৌশলের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে সহিংসতার যে চক্র তৈরি হয়, সেই বিষয় উল্লেখ করেছেন:

> *"ক্যাম্পে আয়ের কোনও উৎস নেই [তাই] পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আরও বেশি সংখ্যায় বিভিন্ন ধরণের অনলাইন জুয়াখেলায় জড়িয়ে পড়ছে। এই কারণে পরিবারের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু আয় করার কোনও পথ নেই তাই তারা তাদের স্ত্রীদের ওপর আরও বেশি সহিংসতা করছে। স্ত্রীরা প্রায়ই বলেন, "আমার স্বামী বাইরে কাজকর্ম করলে আমাকে এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হত না। আমি খাবার চাইলে সে আমাকে মারধর করে।' তো এই সব জিনিস দেখলে বোঝা যায় যে [নারীরা] খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।"*

আরেকটি আইএনজিও-র প্রতিনিধি প্রযুক্তির সাহায্যে জিবিভি সংঘটনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন:

> *"এর সাথে আছে ডিজিটাল সহিংসতা, এখন যেহেতু মোবাইল ফোন রয়েছে, বিভিন্ন ধরণের ছবি আপলোড করা, অনলাইনে সহিংসতা, এইসব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পাঁচ বছর আগে এই ধরণের অনলাইনে সহিংসতা ছিল না। সহিংসতা করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটছে। আগে শুধু শারীরিক আর মানসিক সহিংসতা করা হত। তো আমরা সেটা কমানোর চেষ্টা করতাম। এই [জিবিভি থেকে সুরক্ষার] কাজের জন্য তহবিল কমছে, কিন্তু তার কারণগুলো কমছে না। এগুলো নতুন ভাবে করা হচ্ছে, তাই আমাদের আবার এগুলোর জন্য নতুন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে।"*

সুরক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিল ঝুঁকির জন্য শক্তিশালী জিবিভি প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম প্রয়োজন।

সুরক্ষার ঝুঁকির জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শক্তিশালী জিবিভি প্রতিরোধ এবং তার ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম এবং জীবিকা সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যাতে মোকাবেলা করার ক্ষতিকর কৌশলের ব্যবহার কমানো যায়। কিন্তু কমিউনিটি কার্যক্রম এবং অন্যান্য জিবিভি প্রতিরোধ কার্যক্রমে অর্থায়নে সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে, পুরুষরা কাঠামোগত নিরাপত্তাহীনতার সাথে মোকাবেলা করার যে ক্ষতিকর কৌশলগুলো অবলম্বন করছে তা কমানোর লক্ষ্যে মানবিক সহায়তা কর্মীরা কাজ করতে পারছে না।

অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে যাওয়া

গত দুই বছরে ক্যাম্পগুলোতে হয়রানি, শারীরিক আক্রমণ, অপহরণ, যৌন সহিংসতা এবং হত্যার মতো সশস্ত্র সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।[394041] কেআইআই ও আইডিআই—উভয় ধরনের সাক্ষাৎকারেই ক্যাম্পে নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পরিস্থিতি কতটা অনিশ্চিত ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে বলা হয়েছে, বিশেষত কিশোরী, অবিবাহিতা বা তালাকপ্রাপ্ত নারী, গর্ভবতী নারী, প্রতিবন্ধী নারী এবং জেন্ডার-বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মতো প্রান্তিক নারীরা। পরিবারের প্রধান এমন দুই জন নারী বলেছেন:

> *"রাত নামলে আমার মেয়েদের নিয়ে থাকতে ভয় করে। এক দল এদিক থেকে আসে, আরেক দল অদিক থেকে আসে। তারা আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আমাদের অপমান আর হয়রানি করে, দরজায় ঠেলা দেয়।"*
>
> *"মেয়েরা বড় হয়ে গেলে তাদের সবসময় মাকে সাথে নিয়ে টয়লেটে যেতে হয়। কারণ... তাদের কোনোভাবে অপহরণ করা হবে - তাদের পাচার করা হবে। কোনও মেয়ে স্কুলে গেলে, [তার] বাবা না হলেও কোনও বোন বা অন্য কাউকে তাকে সেখানে ছাড়তে বা আনতে যেতে হয়; তাকে একা পাঠানো যায় না।"*

স্থানীয় এনজিও-র প্রতিনিধিরাও এই বাস্তব পরিস্থিতি এবং নারী ও মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষতি নিয়ে কথা বলেছেন:

> *"এই সংগঠিত দলগুলো মুখ ঢেকে আসে। তারা ঢোকার সাথে সাথে ভিক্টিমকে আটক করে [যাতে] ভিক্টিম তাদের শনাক্ত করা যায় এমন কিছু বলতে না পারে। [আর] শেষ পর্যন্ত তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আইনি সেবাও পায় না... অসহায় নারী-প্রধান পরিবার এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সবচেয়ে বেশি [নির্যাতন এবং অপরাধী দলের শোষণের] শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও যারা উপার্জন করেন তাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। এই কারণে মানুষ নিজেদের খুব বেশি নিরাপত্তাহীন মনে করছেন। রাতে খুব প্রয়োজন না হলে তারা বাইরে যেতে চান না।"*



নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেস থেকে এক রোহিঙ্গা নারী নিরাপদে পানি সংগ্রহ করছেন। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার

অর্থায়নের ফ্রেমওয়ার্কে অগ্রাধিকারে পরিবর্তন না করা হলে, জিবিভি সাব-সেক্টর নারী এবং মেয়েদের এই নতুন ধরণের ক্ষতির জন্য সাড়াদান করতে ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্র এবং আউটরিচ কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম করতে পারছে না।

ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্রগুলি একীভূত বা বন্ধ করার ফলে উদ্ভূত মনো-সামাজিক ক্ষতি

কেআইআই এবং আইডিআই, উভয়েতেই নারী ও মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত স্থানের বিলুপ্তি থেকে যে ক্ষতি উদ্ভূত হবে, সেই ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। ডব্লিউজিএসএস বন্ধ করা হোক বা অন্য কেন্দ্রের সাথে মিলিত করা হোক, এই পরিবর্তনের কারণে অনেকেই সেখান থেকে আর সেবা নিতে পারবেন না এবং এগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাবে। ডব্লিউজিএসএস মডেলের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রের ঘর ও পরিসরের মনোসামাজিক মূল্য, এটা এমন একটা জায়গা যেখানে শান্তি আর স্বস্তি পাওয়া যায় যেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের কথায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একজন বয়স্ক প্রতিবন্ধী নারী বলেছেন:

> *"আমাদের এই জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেলে, আমাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, হাত-পা বন্ধ হয়ে যাবে, সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সেই শুরু থেকে এখানে আসছি। আমরা চাইলে এখানে বাড়ি বানাতে পারতাম, বা খালি জায়গা রাখতে পারতাম। আমরা সেটা না করে এখানে শান্তিখানা তৈরি করেছি যাতে আমাদের সন্তান আর নাতিনাতনিরা বাড়িতে অলসভাবে বসে না থাকে। শুধু বাড়িতে বসে থাকলে মাথার বুদ্ধি কমে যায়; অন্য মানুষের সাথে কথা না বললে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কমে যায়। আপনি বন্ধুদের সাথে কথা বললে, হাসলে, বুদ্ধি তাজা থাকে। আমি আপনার থেকে কিছু শুনলাম, আরেকজনের থেকে অন্য কিছু শুনলাম, আর আমি নিজেও কিছু বললাম, এমনটা করলে বুদ্ধি বাড়ে।"*

এক গর্ভবতী দুঃখ করে বলেছেন: "যদি এটা [ডব্লিউজিএসএস] চলে যায়, আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব। চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো।" এক কিশোরী তার স্থানীয় ডব্লিউজিএসএস-এ জীবন দক্ষতা কার্যক্রম থেকে কীভাবে উপকৃত হয়েছে তা জানিয়েছে:

> *"আগে আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শুনত না, আর আমরাও জানতাম না যে মনের ভাব কীভাবে প্রকাশ করতে হয়। যেহেতু আমাদের [মায়েরাও] আমাদের সঙ্গে সেশনে উপস্থিত থাকত, তারা এখন আমাদের কথায় গুরুত্ব দেয়... আগে আমরা লজ্জা পেতাম বা কমিউনিটির মানুষের সাথে কীভাবে মেলামেশা করতে হবে জানতাম না। তাই গার্ল শাইনে পরিচালিত সেশনের মাধ্যমে আমরা কমিউনিটির মানুষের সাথে কথা বলতে হয়, তাদের কীভাবে নিরাপদ রাখতে হয় এবং সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে হয় তা শিখেছি।"*

একইভাবে একটি আইএনজিও ডব্লিউজিএসএস-এর স্থানীয় নাম 'শান্তিখানা' উল্লেখ করে তার প্রকৃত মূল্য তুলে ধরেছে:

> *"শান্তিখানা মানে হচ্ছে যখন নারী বা মেয়েরা খুব চাপপূর্ণ পরিবেশে থাকে তখন তাদের একটা স্বস্তিকর জায়গার খুব প্রয়োজন হয়। আমাদের মতোই, তাদের পক্ষেও মানসিক অশান্তির পরিবেশে সারাক্ষণ আটকে থাকা সম্ভব হয় না; সকলের এমন একটা জায়গা প্রয়োজন যেখানে তারা নিরাপদ বোধ করে এবং একটু স্বস্তিতে থাকতে পারে।"*

ডব্লিউজিএসএস-এর সেবা ও কর্মসূচির মান এবং তাতে অংশগ্রহণ কমে যাওয়া

যেক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্র খোলা রাখা গেছে, সেক্ষেত্রেও সেবার পরিমাণ এবং কর্মীর সংখ্যা কমে গেছে বলে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরা জানিয়েছেন। যেহেতু কর্মী ছাঁটাই করলে দক্ষতা এবং কেস ওয়ার্কার ও আউটরিচ কর্মীদের উপলব্ধতা কমে যায়, তাই সেবার মান কমে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। একটি রোহিঙ্গা পরিবারের কর্ত্রীর বক্তব্যেও এটা ধরা পড়েছে:

> *"আগে যখন দুইজন [ডব্লিউজিএসএস কর্মী] ছিল তখন অনেক সুবিধা হত। এখন মাত্র একজন আপা থাকায়, তাকে কিছু রিপোর্টও লিখতে হয়, তো উনি সেটা করেন সাথে সাথে [আমাদেরও] সময় দেন। যদি দুইজন থাকত, একজন আপা কাগজপত্রের কাজ সামলাতেন আর অন্যজন আমাদের ঠিকভাবে সময় দিতে পারতেন। আমাদের বুদ্ধির আরও বিকাশ হত, আমরা আরও বেশি শিখতে পারতাম। এখন আমরা কম শিখছি; বাজেট কমে গেছে তাই আমরা কম শিখতে পারছি।"*

উপস্থিতি কমে যাওয়ার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে আউটরিচ করে পুরো কমিউনিটির নারী ও মেয়েদের কার্যক্রমে যোগ দিতে অথবা ডব্লিউজিএসএস-এ আসতে উৎসাহিত করার সক্ষমতা কমে গেছে। কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে অথবা অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত করা হলে, নারী বা মেয়েদের বাড়ি থেকে নিকটবর্তী ডব্লিউজিএসএস-এর দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে, ফলে সেখানে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। ক্যাম্পগুলোতে অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার কারণে বাবা-মায়েরাও মেয়েদের ডব্লিউজিএসএস-এর কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোতে দিতে দ্বিধা করতে পারেন।

এক কিশোরী বলেছে যে কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে: "আগে অনেক মানুষ আসতেন। এখন যেহেতু মাত্র একজন *আপা* আছেন, অনেক কম মানুষ আসেন।" সে জানিয়েছে যে এখন তার অনেক বন্ধু আসে না, সাধারণত তাদের বাবা-মা অনুমতি না দেওয়া বা ডব্লিউজিএসএস কেন্দ্র অনেক দূরে হওয়ার কারণে। এরপরে সে ডব্লিউজিএসএস-এ আসার যে দিকটা তার সবচেয়ে ভালো লাগত - সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ, সেটা হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ করে বলেছে:

> *"আমার বন্ধুরা আগে আসত, অনেকেই আসত - প্রায় ২০-৪০ জন মানুষ। এখন সেটা ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে। বাজেট কমে যাওয়ার কারণে কম সংখ্যক মেয়ে আসছে। তাদের বাবা-মায়েরা তাদের আসতে দেয় না। কোনও মিটিং না থাকলে, বাবা-মায়েরা তাদের আসতে দেয় না। বাবা-মা অনুমতি দিলে, তবেই আমরা আসতে পারি।"*

একাধিক মূল তথ্যদাতা বলেছেন যে কমিউনিটি আউটরিচকে অগ্রাধিকার দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় ডব্লিউজিএসএস-এ উপস্থিতি কমে গেছে, সেইসাথে যে নারী বা মেয়েদের কাছে পৌঁছানো কঠিন তাদের অন্তর্ভুক্তি আরও কমে যাওয়ার কথাও অনেকে বলেছেন। একজন প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার কেমন বিপরীত ফলাফল হতে পারে তা উল্লেখ করেছেন:

> *"এখানে যাতে নিরাপদে যাতায়াত করা যায় এবং ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নির্ভয়ে আমাদের সেবা নিতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কমিউনিটির নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির বার্তা প্রচার করতে হবে, যাতে কেন্দ্রের আশেপাশে নারী ও মেয়েরা হয়রানির শিকার না হন।"*

গত নয় বছরে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ডব্লিউজিএসএস যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা হারানোর ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, কেআইআই ও আইডিআই পর্যালোচনা করে বোঝা যায় যে ডব্লিউজিএসএস-এর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণায় পরিবর্তনের কারণে নয়; বরং অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার পেছনে আরও ব্যাপক কিছু কারণ একসঙ্গে কাজ করছে। "একইভাবে, কার্যক্রমের মান বজায় রাখার চ্যালেঞ্জগুলো ছাড়াও, গত নয় বছরে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা পরিবর্তন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অনেক সাফল্য হারানোর ঝুঁকিও দেখা দিয়েছে, যেমন বাল্যবিবাহ কমানো, ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে দেখা ও তাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, সতীর্থদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং পুরো কমিউনিটিজুড়ে জিবিভি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

দুর্বল রেফারেল পথ এবং অত্যাবশ্যক সংস্থানের অভাব

তহবিল সংকোচনের প্রভাব যে ডব্লিউজিএসএস-এর বাইরেও পড়েছে সেই বিষয়টির ওপর অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়েছেন। রোহিঙ্গা সংকটে সম্পূর্ণ সাড়াদান কার্যক্রমজুড়ে কর্মী, সরবরাহ এবং সেবা কমে যাওয়ার কারণে রেফারেল ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং স্বাস্থ্য সেবা, মনোসামাজিক সহায়তা, খাদ্য সহায়তা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক সেবার উপলব্ধতা সীমিত হয়ে গেছে। এর ফলে দিনে দিনে আরও বেশি সংখ্যক নারী ও মেয়েরা রেফারেল সার্ভিসে এসে দেখছেন যে হয় তাদের প্রয়োজনীয় সেবা উপলব্ধ নয় বা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ডব্লিউজিএসএস-এর এক কর্মী বলেছেন:

> *"এখন আমি সার্ভাইভারদের স্বাস্থ্য সেবায় রেফার করলে তারা সন্তুষ্ট হয় না। আর তারা সন্তুষ্ট না হলে আমার কাজের ওপরেও প্রভাব পড়ে, কারণ আমি যে সেবা গ্রহণকারীর জন্য কাজ করছি, তাদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য পাঠাচ্ছি, কিন্তু তারা অসন্তুষ্ট থেকে যাচ্ছে... একইভাবে*

> *আপনি যদি আইনি সেবার ব্যাপারে বিচার করেন, আগে একটা কেন্দ্রে বা জায়গায় দুই বা তিনটি আইনি সহায়তা দেওয়ার কাজ করত। এখন মাত্র একটি সংস্থা আইন সংক্রান্ত কাজ করে, আর মাত্র একজন কর্মীকে নিয়ে।"*

এই ভগ্নদশার কারণে নারী ও মেয়েরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শুধুমাত্র তাই নয়, সেই সঙ্গে ডব্লিউজিএসএস-এর ওপর থেকেও আস্থা উঠে যাচ্ছে এবং কেস কর্মীদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ তাদের রেফার করার আগে সেবা আছে কিনা এবং থাকলেও তা মানসম্মত কিনা জানার জন্য সময় দিতে হচ্ছে।

রোহিঙ্গা নারীরা বলেছেন যে তারা আগে যে সংস্থানগুলোর জন্য ডব্লিউজিএসএস-এর ওপর নির্ভর করতেন, ২০২৫ সালে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার পর থেকে সেগুলো পেতে অনেক সমস্যায় পড়ছেন। এক গর্ভবতী নারী বলেছেন যে দেড় বছর হয়ে গেছে তিনি তার স্থানীয় ডব্লিউজিএসএস থেকে কোনও ওষুধপত্র পাননি:

> *"তারা ভিটামিন ট্যাবলেট [এবং] গর্ভনিরোধক দিত। আমাদের জন্য এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের হাসপাতালে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না; আমরা এগুলো এখান থেকে নিয়ে বাড়ি যেতে পারতাম।"*

অন্যেরা আক্ষেপ করেছেন যে তারা যে সেলাই মেশিনের সাহায্যে সামান্য আয় করতেন, সেটা আর কাজ করছে না। এক গর্ভবতী রোহিঙ্গা নারী বলেছেন:

> *"ওরা সেলাই মেশিন দিয়েছে, কিন্তু সেটা সারাতে আর কেউ আসে না, সেই কারণে আমরা কাজ করতে পারি না... আগে ওরা নিয়মিত মেশিন সারিয়ে দিত, আমাদের সেলাই করা শেখানো হয়েছিল আর আমরা সেটা করতাম, কিন্তু এখন করতে পারি না।*



একটি সাইনবোর্ডে ১৫ নং ক্যাম্পের নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফটো: পারমিন ফতেমা/ ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার।

ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলির বর্ধিত প্রান্তিকীকরণ

এই গবেষণায় রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের যে ক্ষতিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো সকলের জন্য সমান নয়; বহু কেআইআই-তে বারবার নারী-প্রধান পরিবার, অবিবাহিতা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ক্যাম্পের সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে নারীরা তালাকের পরে আরও ঝুঁকিতে থাকেন, বিশেষত তাদের খাদ্য ও আশ্রয় পাওয়ার দিক থেকে কারণ তাদের স্বামীরা আবার বিয়ে করলে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে, অথবা স্বামী তার নামে থাকা ই-ভাউচার ব্যবহার করে বা সেই কার্ড দুটি পরিবারের জন্য ব্যবহার করে, তাহলে তার পর্যাপ্ত খাবার পেতে সমস্যা হতে পারে। পুরুষ সদস্য নেই এমন পরিবারে যেসব মহিলা বাস করেন তাদের বিশেষভাবে হয়রানি এবং রাতে চলাফেরা করার ঝুঁকি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, একই এনজিও-র মতে এর কারণ হল জুয়াখেলা, নেশা করা এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম সূর্যাস্তের পরে বেড়ে যায়।

কিশোরীদেরও বিশেষভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ ক্যাম্পে অপরাধমূলক কাজকর্ম এবং অপহরণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপদ স্থান, জীবিকার কার্যক্রম এবং শিক্ষার সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে কিশোরীরা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তাদের বিভিন্ন ধরণের জিবিভি-র শিকার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি আইএনজিও অপরাধমূলক কাজকর্ম কীভাবে মেয়েদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা জানিয়েছে:

> *"[মেয়েরা] সংগঠিত অপরাধী দলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের হয়রানি এবং সহিংসতার শিকার হচ্ছে। যেহেতু তাদের ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হয়, তারা সেগুলো কাউকে জানানোর সাহস পায় না। যারা আমাদের জানায় তারা আমাদের বিশ্বাস করে, কারণ তারা জানে যে গোপনীয়তা আমাদের অন্যতম মূল নীতি। কিন্তু তারা অন্য কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানাতে সাহস পায় না।"*

বৃহত্তর ডব্লিউজিএসএস মডেলে যাদের চাহিদা নিয়মিতভাবে বিবেচনা করা হয় না তাদের প্রান্তিকীকরণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাত্র একটি সংস্থা বাংলাদেশের আইনি মর্যাদাপ্রাপ্ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজরাদের জন্য নিয়োজিত কার্যক্রমের কথা বলেছে, যেখানে ক্যাম্পের বাইরে আশ্রয়দাতা কমিউনিটির মধ্যে তাদের জন্য নিরাপদ স্থান রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াতের জন্য ভাতা এবং অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ করা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ কমে গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে অর্থায়ন কমানোর কারণে সেই সব জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণের সুযোগও নিঃশব্দে কমতে থাকে যাদের কাছে ইতিমধ্যেই অবলম্বনের বিকল্প খুব কম।

তার নিজের কথায়:

আমার নাম নূর।

আমার বয়স ৪৩ বছর। আমি এই ক্যাম্পে নয় বছর ধরে আছি, এটা আমার দশম বছর। এত দীর্ঘ কাল। আমার স্বামী নেই; আমি আমার ভাইয়ের সাথে থাকি। আমার ভাই আর ভাইয়ের স্ত্রীর চার ছেলে আছে, সেই সাথে আমি - আমরা মোট সাত জন।

আমরা সবসময় এই *শান্তিখানায়* আসি; এটা আমাদের জন্য একটা নিরাপদ জায়গা। তারা আমাদের যে ধরণের জিনিসপত্র দেয়, সেগুলো নিয়ে মহিলারা লজ্জায় কথা বলতে পারে না - তারা পানি রাখার জন্য বালতি, পরনের জামাকাপড় দেয় এবং এখানে সেগুলো শুকানোর জায়গা দেয়। তারা এখানে মাসিকের কাপড় দেয়। মেয়েরা এখানে সেলাই করা শেখে। তারা কাপড় দেয় যা তারা নিজেরা কেটে সেলাই করে আর নিজেরাই পরে।

সেই সাথে অশান্তির পরিবেশ থেকে বাঁচতে মেয়েরা এখানে আসে - মানে আমাদের বাসাগুলো খুব ছোট আর রাস্তাও খুব ঘিঞ্জি। যেহেতু পুরুষরা ক্রমাগত রাস্তায় যাতায়াত করতে থাকে, মেয়েরা সহজে চলাফেরা করতে পারে না, যে কারণে কষ্টে থাকে। কিন্তু এখানে তারা হাঁটাচলা করতে পারে, বাইরে যেতে পারে, ভিতরে আসতে পারে, বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারে, কথা বলতে পারে। তারা শুতে চাইলে ফ্যানের হাওয়ার নীচে শুতে পারে - এটা খুব স্বস্তিকর। তারা সকাল ৯টায় আসে আর বেলা ১:৩০ টায় যায়, তারপর আবার ২টোর সময় আসে আর ৩টের সময় যায়। এটা তাদের একটা শান্তির জায়গা - আমাদের নাতনি, ভাইঝি এবং আশেপাশের অন্য মেয়েদের জন্য।" মেয়েরা আসে, কথা বলতে, ঘুরে বেড়াতে পারে।

আমাদের এই জায়গাটা বন্ধ করে দিলে, আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যাবে আমাদের উন্নতির সুযোগও হারিয়ে যাবে।

এই *শান্তিখানা* বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা খুব কষ্টে ছিলাম, অনেক দোয়া করেছিলাম। আমরা ভাবতাম কখন এটা আবার খুলবে। এই *শান্তিখানায়* একটা পানির পাইপ আছে, তার পানি খুব ভালো। দরজা বন্ধ থাকলে আর মহিলারা পানি নিতে না পারলে, তারা অস্থির হয়ে পড়ে, বুঝলেন তো। আল্লাহর কাছে অনেক মোনাজাত ও দোয়া করার পর, এটা আবার খুলেছে।

আমি প্রায় সবসময় এখানে থাকি; আমি এক দিনও বাদ দিই না, আমি প্রতিদিন আসি। আমার ছোট সন্তান নেই আর আমাকে রান্নাবান্না করতে হয় না, তো দুই মুঠো খাওয়ার পরে এটাই আবার শান্তির বাসা। যেদিন এটা বন্ধ থাকে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি না আসতে পারলে, অসুস্থ হয়ে পড়ি।

আমি অনেক কিছু শিখেছি। আগে আমি লিখতে পড়তে জানতাম না, কিন্তু এখন আমি সব পড়তে পারি, এমনকি অন্যদের শেখাতেও পারি। স্মার্ট কার্ডে কী লেখা আছে - সেটাতে ১৭টা সংখ্যা আছে, আর আমার সেগুলো মুখস্থ। কারণ আমরা যখন এখানে আসি আমাদের প্রতিদিন নাম, আইডি নম্বর আর বাসার নম্বর বলতে হয়। এই কারণে, স্মার্ট কার্ড হারিয়ে ফেলার ভয়ে, আমরা এটা বুকের কাছে রাখি, তাই আমি সব মুখস্থ করে নিয়েছি। তাই আপা, আমার এগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে, আমি একটু একটু পড়তে আর লিখতেও পারি। এই বুড়ো বয়সে এসে আমি লিখতে পড়তে পারছি। আপারা এত সুন্দরভাবে লেখেন, তো আমি ভাবলাম আমি কেন লিখতে পারব না? আমারও দুটো হাত আর দুটো চোখ আছে, আমি কেন লিখতে পারব না? তাই আমিও শিখেছি। শিখতে শিখতে, আল্লাহর রহমতে আমি পুরো কথা লিখতে পারি - [আমার] নাম, ঠিকানা আর আমি অন্যদের নাম ও ঠিকানাও লিখতে পারি।

আমাদের এই জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেলে, আমাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের হাত আর পা বন্ধ হয়ে যাবে, সব বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা কখনো অন্য কোথাও যাইনি। আমরা সেই শুরু থেকে এখানে আসছি। আমাদের নিজেদের জন্য বাড়িঘর না বানিয়ে আর আমাদের শিশুদের ঘিঞ্জি পরিবেশে না রেখে আমরা এই জমি ছেড়ে দিয়েছি, কারণ এটা একটা খোলা জায়গা, আমাদের চারপাশের জায়গা। আমরা চাইলে এখানে বাড়ি বানাতে পারতাম, বা খালি প্লট রাখতে পারতাম। আমরা সেটা না করে এখানে *শান্তিখানা* তৈরি করেছি, যাতে আমাদের সন্তান আর নাতি-নাতনীরা বাড়িতে অলসভাবে বসে না থাকে। শুধু বাড়িতে বসে থাকলে মাথার বুদ্ধি কমে যায়; অন্য মানুষের সাথে কথা না বললে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কমে যায়। আপনি বন্ধুদের সাথে কথা বললে, হাসলে, বুদ্ধি তাজা থাকে। আমি আপনার থেকে কিছু শুনলাম, আরেকজনের থেকে অন্য কিছু শুনলাম, আর আমি নিজেও কিছু বললাম, এমনটা করলে বুদ্ধি বাড়ে।

আমাদের জন্য এই সবকিছু প্রয়োজনীয়। দেখুন, আমাদের সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য কিছু কিনব সেই টাকা আমাদের কাছে নেই। এখানে ওরা আমাদের নাশতার প্যাকেট দিলে শিশুরা কত খুশি হয় আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আরেকটা জিনিস হল মাসিকের কাপড়। এই মাসিকের কাপড় - লাল কাপড় আর ওই সাদা প্যাড - এগুলোর খুব প্রয়োজন। একটা জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অন্যটার চেয়ে কম নয়, সবকিছু অত্যন্ত দরকারি।

প্রভাবসমূহ

ডব্লিউজিএসএস-এ রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের জন্য **জিবিভি-তে সাড়াদান, তা প্রতিরোধ এবং তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম**, এবং তার পাশাপাশি কমিউনিটি আউটরিচ এবং অন্যান্য সেক্টরের সাথে সমন্বয়, একসাথে পরিচালনা করা হয়।

কেআইআই ও আইডিআই—উভয়ের অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, এই সর্বাঙ্গীণ ডব্লিউজিএসএস পন্থায় সহায়তা করে এমন অর্থায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন করলে, রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের প্রতি জিবিভি-র ঝুঁকির সব কারণ ও নির্ধারকগুলোর সাথে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে। একমাত্র সাড়াদান কার্যক্রমে অর্থায়ন করা হলে, রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ডব্লিউ-জিএসএস-এর সাফল্য খর্ব হয় এবং জিবিভি-র হার কমানো যায় না, বরং সাড়াদান সেবাগুলোর ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়, যেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন করা হয়নি।

২০২৫ সালের জেআরপি-তে জিবিভি প্রতিরোধ এবং তার ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ডব্লিউজিএসএস ঝুঁকিগ্রস্ত হওয়ার কারণ শুধুমাত্র অর্থায়নের অভাব নয়, সেই সাথে, অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের পদ্ধতিও এতে অবদান রাখে। জেআরপি-র নির্দেশনার কারণে যে সব সংস্থার কাছে সর্বাঙ্গীণ জিবিভি কার্যক্রমের জন্য বহু-বার্ষিকী অর্থায়ন রয়েছে, তাদেরও সেই অর্থ ১ম অগ্রাধিকারে থাকা সাড়াদান-নির্দিষ্ট সেবায় ব্যয় করতে হচ্ছে, যার ফলে সংস্থাদের কাজের পরিধি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে হয়তো ডব্লিউজিএসএস ব্যবস্থার ঝুঁকি এবং সেই কারণে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের ক্ষতি রোধ করা যাবে না। মূল তথ্যদাতাদের মধ্যে অনেকে বারংবার বলেছেন যে, মানবিক সহায়তা সমন্বয় ফ্রেমওয়ার্কে জীবন রক্ষাকারী সেবার সংজ্ঞা পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং জিবিভি-র প্রতি সাড়াদান, তার প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রমকে বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রদান না করে, সেগুলো অবিচ্ছিন্ন সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা দরকার।

অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএসগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। ডব্লিউজিএসএস-কে সিএফএস-এর সাথে একীভূত করার আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা ২০২৬ সালের জেআরপি-র অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল এবং এখনো তা সেক্টরের নেতৃত্বদলের অনুমোদনের জন্য পর্যালোচনা করা হচ্ছে। কেআইআই-এর অংশগ্রহণকারীরা এই একীভূতকরণের ব্যাপারে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যেমন শুধুমাত্র নারীদের জন্য একটি সংরক্ষিত স্থান হারানো এবং যৌথ কেন্দ্রে গোপনীয়তার প্রোটোকল এবং নিরাপত্তার মানদণ্ড বজায় রাখতে সমস্যা। সেই সাথে, অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, এই একীভূতকরণের ক্ষেত্রে একাধিক বাস্তব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কারণ ক্যাম্পের অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে পৃথক প্রবেশপথ এবং অন্যান্য সেই সুযোগ-সুবিধা নির্মাণ করা সম্ভব নয়, যা জিবিভি কার্যক্রমের ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করার জন্য প্রয়োজন।[42] জিবিভি মোকাবেলায় কর্মরত সংস্থাগুলোর সাহায্যে প্রেক্ষাপট-নির্দিষ্ট মূল্যায়ন পরিচালনা না করে এবং ডব্লিউজিএসএস ব্যবহারকারী নারী ও কিশোরীদের সাথে আলোচনা না করে, সেটিকে একটি মিশ্র-জেন্ডারের কেন্দ্রের সাথে একীভূতকরণের অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়।

শুধুমাত্র জিবিভি-তে সাড়াদানের কার্যক্রমে অর্থায়ন করলে, জিবিভি-র প্রকোপ কমানো যায় না, বরং পর্যাপ্ত অর্থায়ন না থাকায় কার্যক্রম ও সেবার ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়।

কেন্দ্রের টিকে থাকাকেই ডব্লিউজিএসএস-এর সাফল্যের যথেষ্ট মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। কর্মী ছাঁটাই, স্বেচ্ছাসে-বকদের ওপর নির্ভরশীলতা এবং সামগ্রী বিতরণ কমিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে জিবিভি কেন্দ্রগুলো খোলা রাখা সম্ভব হলেও, এর জন্য নারী ও কিশোরীদের, এবং তার পাশাপাশি যে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা এখনও সেবা ও কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন, তাদের অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। কেস ম্যানেজমেন্টের জন্য কর্মী সংখ্যার যে অনুপাতকে একসময় ন্যূনতম মান হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তা অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং একাধিক কর্মীর কাজ মাত্র একজন কেসওয়ার্কারকে দিয়ে করানো হচ্ছে। এর ফলে সেবার মান এবং বছরের পর বছর ধরে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা—উভয়ই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যদিও স্বল্প মেয়াদে কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবীরা কিছু সেবা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন, তবে কেআইআই-এর অংশগ্রহণকারীরা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে,

দীর্ঘমেয়াদে তাদের ওপর এইভাবে নির্ভর করে থাকা সম্ভব নয়। কারণ প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংস্থান নেই এবং ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার কারণে, যে মহিলারা সেই আয়ের ওপর নির্ভর করতেন, তারা নতুন ধরণের আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন।

অন্যান্য সেক্টরে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার প্রভাব সেগুলোর মধ্যেই সীমিত থাকেনি। স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ওয়াশ সেক্টরে অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার ফলে নারী ও মেয়েদের জিবিভি-র ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ডব্লিউজিএসএস-এ যেসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় সেগুলোর ওপর নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে জিবিভি সাব-সেক্টরেও অর্থায়ন কমানোর কারণে এই বিতরণ কমিয়ে দেওয়া বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার কারণে উপস্থিতি কমে গেছে। এর ফলে রোহিঙ্গা পরিবার এবং স্বামীদের কাছে ডব্লিউজিএসএস-এর গুরুত্ব কমে যেতে পারে, কারণ তারা এই সামগ্রীগুলোকে এর একটি বাস্তব সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করেন। এই অভিযোজনের কৌশলগুলো সেইসব নারী ও মেয়েদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, যাদের কাছে আর তেমন কোনও বিকল্প নেই এবং সুরক্ষার সংস্থানও অত্যন্ত স্বল্প, বিশেষত পরিবারের প্রধান অবিবাহিতা ও তালাকপ্রাপ্ত নারী, কিশোরী এবং গর্ভবতী বা প্রতিবন্ধী নারীদের।

ডব্লিউজিএসএস মডেল ঝুঁকিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আইনি মর্যাদা এবং বাংলাদেশে কাজ করার অধিকার না থাকা এবং রোহিঙ্গা পরিচালিত গোষ্ঠীর এনজিও হিসেবে নিবন্ধন করতে না পারার মতো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অনুধাবন করতে হবে। কেআইআই এবং আইডিআই, উভয়ের অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে কীভাবে এই কাঠামোগত নির্ভরশীলতা রোহিঙ্গা নারীদের পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদে স্বনির্ভরতা অর্জনকে সীমিত করছে। পুরুষ ও ছেলেরা পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলার জন্য ক্ষতিকর কৌশল অবলম্বন করে যা বিশেষভাবে নারী ও মেয়েদের আরও বেশি ক্ষতি করছে। জীবিকা সেক্টর এবং ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রমে অর্থায়ন বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও, রোহিঙ্গা নারীদের অর্থায়নের সিদ্ধান্তে মতামত জানানোর সুযোগ ও সক্ষমতা সীমিতই থেকে যাবে। আইনত কাজ করার সুযোগ এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করলে তা অর্থায়ন-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের পরিপূরক হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা নারী পরিচালিত সংস্থার ওপর যে বিধিনিষেধ রয়েছে তার কারণে স্থানীয়করণের লক্ষ্যে কোনও অর্থপূর্ণ অগ্রগতি করা খুবই কঠিন।

রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা জিবিভি সংক্রান্ত যে ঝুঁকিগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন, তার তীব্রতা বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি, ঝুঁকির ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে। মোকাবেলার যে ক্ষতিকর কৌশলগুলো জিবিভি-র ঘটনা বৃদ্ধি করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জুয়াখেলার নেশা এবং অপরাধমূলক সহিংসতা। সেইসাথে মোবাইল প্রযুক্তির উপলভ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনলাইনে জুয়াখেলা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন ধরণের জিবিভি করার ঘটনা বেড়ে গেছে। যদিও জিবিভি প্রতিরোধ এবং তার প্রতি সাড়াদানের জন্য অর্থায়ন পুনরায় শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেই সাথে, এই নতুন ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত, প্রতিরোধ ও প্রশমনের জন্য বহু- সেক্টরীয় প্রচেষ্টা এবং রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েরা যে পরিবর্তনশীল সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে, ডব্লিউজিএসএস কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

একাধিক সংস্থা জানিয়েছে যে, কমিউনিটির সাহায্যে কার্যক্রম পরিচালনার এই পদ্ধতি, গত নয় বছরে ডব্লিউজিএসএস-এর সাফল্য ও সহনশীলতায় অবদান রাখার পাশাপাশি, অর্থায়নের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার জন্য অভিযোজনে সাহায্য করেছে। তবে এই পরিবর্তন যে পরিস্থিতিতে করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে তার ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। যেমন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে যে অর্থায়ন কমানোর কারণে ডব্লিউএলও তুলনামূলকভাবে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ডব্লিউএলও-র ওপর যে বিধিনিষেধ রয়েছে তার কারণে স্থানীয়করণের লক্ষ্যে কোনও অর্থপূর্ণ অগ্রগতি করা খুবই কঠিন। একমাত্র যখন রোহিঙ্গা ডব্লিউএলও-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তাদের পর্যাপ্ত সংস্থান, প্রশিক্ষণ এবং পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, একমাত্র তখনই, এই ধরণের পরিবর্তন জিবিভি প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কাজের জন্য স্থানীয় মানুষের মধ্যে টেকসই সক্ষমতা গড়ে তোলা যেতে পারে। এটাকে মূলত খরচ কমানোর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হলে, জিবিভি কার্যক্রমের শ্রম ও ঝুঁকি রোহিঙ্গা নারীদের ওপর ন্যস্ত করা হলেও, তার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় না।

এই ফলাফলগুলো একসাথে দেখলে, শুধু অর্থায়নে ঘাটতি ছাড়াও অনেক কিছু তুলে ধরে। এগুলোর থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তার প্রেক্ষাপটে ডব্লিউজিএসএস-এর মতো সর্বাঙ্গীণ জিবিভি কার্যক্রমের জন্য যেভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং অর্থায়ন করা হচ্ছে , সেক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। ডব্লিউজিএসএস যে ঝুঁকিগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলোর সাথে মোকাবেলা করার জন্য শুধুমাত্র অর্থায়ন পুনরায় শুরু করা এবং তা নমনীয় রাখাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য সেবা একীভূতকরণ, আন্তঃ-সেক্টর দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয়, সহায়ক নীতি, জিবিভি-র ঝুঁকি প্রশমনের জন্য তার সাথে পরিবর্তনশীল প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। ডব্লিউজিএসএস যাতে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ করতে তা নিশ্চিত করার জন্য এই প্রচেষ্টায় রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের অভিজ্ঞতা, অগ্রাধিকার এবং নেতৃত্ব ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

২০২৬ সালের ২৫শে অগাস্টে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন শুরু হওয়ার নয় বছর পূরণ হয়েছে, যে কারণে কক্স বাজার বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। ডব্লিউজি-এসএস সংকটকালীন সাড়াদান কার্যক্রমের থেকে ক্রমে ক্রমে 'শান্তিখানায়' পরিবর্তিত হয়েছে যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীরা পড়তে শিখেছে, জেন্ডার-ভিত্তিক ক্ষতি ও নির্যাতন চিহ্নিত এবং নিরাপদে রিপোর্ট করতে শিখেছে, সতীর্থদের সাথে তাদের জীবন দক্ষতা গড়ে তুলেছে এবং নিছকভাবে নিরাপদ বোধ করার সুযোগ পেয়েছে। সময়ের সাথে সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নারী ও মেয়েদের প্রেক্ষাপটেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তার অভাব, ক্যাম্পের অত্যধিক জনসংখ্যা এবং মোকাবেলার ক্ষতিকর কৌশল এবং অপরাধমূলক কাজকর্মের কারণে বর্ধিত বিপদের কারণে নারী ও মেয়েরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে টেকসই সমাধানের সম্ভাবনা নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। এই গণ বাস্তুচ্যুতির পরে প্রায় দশ বছর কেটে গেলেও, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা রাষ্ট্রহীন, তারা নিরাপদে মিয়ানমারেও ফিরে যেতে পারছেন না, অন্যদিকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে জীবনযাপন করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় আইনি অধিকারও নেই।

এই গবেষণার ফলাফল গত নয় বছরে দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিউনিটির সদস্যদের বিনিয়োগের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তারই চিত্র তুলে ধরে। এগুলি সেই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতাটিও তুলে ধরে যে, ২০২৫ সাল থেকে জেআরপি-র অর্থায়নে অগ্রাধিকার নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণ করলে, সর্বাঙ্গীণ ডব্লিউজিএসএস মডেলের সাফল্যগুলো রক্ষা করা যাবে না। শুধুমাত্র সাড়াদানের কার্যক্রমকে জীবন রক্ষাকারী বিবেচনা করা হলে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ এবং ঝুঁকি প্রশমনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেই সাথে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা এবং জেন্ডার অসমতার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তাও হারিয়ে যাবে। এছাড়াও আর্থিক সংকটের সাথে মোকাবেলার জন্য যে কৌশলগুলো অবলম্বন করা হয়েছে তার প্রভাবে মিশ্র ফলাফল দেখা গেছে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ডব্লিউজিএসএস-এর টেকসইতা, মান, উপলব্ধতা এবং কার্যকরতাকে ঝুঁকিগ্রস্ত করেছে।

অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়া এবং সেই কারণে জেআরপি-র অগ্রাধিকার নির্ধারণ — যাতে শুধুমাত্র জিবিভি-তে সাড়াদানের কার্যক্রমকে জীবন রক্ষাকারী বিবেচনা করা হয়েছে — সর্বাঙ্গীণ ডব্লিউজিএসএস মডেলের সাফল্যকে ঝুঁকিগ্রস্ত করছে।

তার নিজের কথায়:

আমার নাম আয়েশা।

আমার বয়স ৪০ বছর। আমার আর আমাদের স্বামীর ছয় সন্তান, আর আল্লাহর রহমতে আমি আবার গর্ভবতী হয়েছি।

আমার একদম শুরুর দিকে ক্যাম্পে এসেছিলাম, ২০১৭ সালের ঈদ-উল-আধার সময়ে। আমরা মিয়ানমার থেকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এসেছিলাম। সেখানে মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছিল। আমাদের মিয়ানমার থেকে আসতে ১০ থেকে ১২ দিন সময় লেগেছিল। সেই ১০-১২ দিন আমাদের পেটে কোনও খাবার ছিল না। এখানে কুতুপালং ক্যাম্পে এসে আমি খিদের জ্বালায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভাত চেয়েছিলাম। সেইসময় আমরা রাস্তায় খাবার খুঁজতাম বা মানুষ সাহায্য করবে সেই আশায় থাকতাম। আমার মাথা ঠিকভাবে কাজ করছিল না; আমি আমার সন্তানদের বয়সও ঠিকঠাক বলতে পারিনি। তাদের কী বয়স বলব বুঝতে পারছিলাম না, মাথা কাজ করছিল না। তো সেই সময় যখন তারা তথ্য সংগ্রহ করছিল আমরা কারো বয়স সাত বছর, কারো ১১ বছর আরেকজনের ১২ বছর দিয়েছিলাম। তাদের বয়স বেড়ে গেছে, কিন্তু সেই সময় আমি তাদের সঠিক বয়স দিইনি বলে তারা এখন স্মার্ট কার্ড পাচ্ছে না। এখানে প্রাইভেট টিউশন বা শিক্ষার জন্য স্মার্ট কার্ড থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্মার্ট কার্ড ছাড়া কেউ কোনও কাজ করতে পারে না। কার্ড অনুযায়ী আমার ছেলের বয়স এখনো ১৮ বছর হয়নি, কিন্তু আসলে তার বয়স ১৮ বছর হয়ে গেছে। এখন সে কিছু কাজ করতে পারলে আমি একটু ফল খেতে পারি। এই সব কারণে আমি একটু সমস্যায় পড়েছি। সবদিকেই শুধু দুঃখ।

এই জায়গাটা আমাদের বাসার মতো হয়ে উঠেছে, এখানে আসা-যাওয়া করা। এছাড়াও, *আপারা* আমাদের বোঝা মনে করেন না। তারা কথা বলে আমাদের স্বস্তি দেন। আমরা কষ্টের মধ্যে একটু শান্তি খুঁজে পাই।

আমার স্বামী বাড়িতে থাকে।
মিয়ানমার থেকে আসার পরে তার এক কানে শুনতে সমস্যা হয়। এখানে আসার পরে তার হাতে আঘাত লেগেছিল, তাই সে বেশি কাজও করতে পারে না। তাই আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, যেহেতু পরিবারের কোনও সদস্য আয় করে না। তাও আল্লাহর রহমতে আমি কোনও মতে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। যেমন যদি মুদিখানার জিনিসের জন্য ১০০ *টাকা* খরচ করতে হয়, আমরা ৫০ *টাকা* খরচ করি আর বাকি টাকা তাদের পড়াশুনা ফি-এর জন্য জমিয়ে রাখি। কারণ শিক্ষা বা জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি।

এখানে আসার পর থেকে আমি নিয়মিত এই *শান্তিখানায়* আসছি। আমি এখান থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি। আমরা বাইরে যেখানে পুরুষরা থাকে সেখানে যেতে পারি না। এখানে সকলেই মহিলা তাই আমাদের কোনও চিন্তা নেই। মহিলারা কীভাবে কাজ করবে, বাসায় সব ব্যাপার সামলাবে তা শিখতে পারে আর নিজেদের কষ্ট বা সমস্যার কথা বলতে পারে। আমরা *নকশি কাঁথা* তৈরি করি আর সেলাইয়ের কাজ করি।

মহিলারা এখানে মাসিকের সময় আসেন। এখানে একটা পানির গামলা আর পাইপ আছে, যার ফলে কাচাকাচি করতে সুবিধা হয়। তারা তাদের কাপড় শুকাতে পারে। আমাদের বাসায় [এর জন্য] যথেষ্ট জায়গা নেই। আমরা বাসার ছাদে কাপড় শুকালে পুরুষরা দেখতে পায়। তারা বুঝে যেতে পারে যে তাদের মাসিক চলছে, আর তাই তারা সেগুলো বাইরে শুকাচ্ছে। এই কারণে আমাদের এই জায়গাটা এত পছন্দ; আমরা সুন্দরভাবে শুকিয়ে নিতে পারি।

আমরা এখানে এসে আমাদের দুঃখকষ্টের কথা বলতে পারি। *আপারা* আমাদের কথা শোনেন আর সান্ত্বনা দেন। "আমাদের কোনও সমস্যা হলে ওনারা আমাদের ডাক্তারের কাছে রেফার করেন। আমাদের ভালো না লাগলে, আমরা এখানে এসে ফ্যানের নীচে বসতে পারি। এটা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো জায়গা নেই অন্য কোনও জায়গায় কি আমরা গিয়ে বসতে পারি? না, আমরা পারি না। কারণ ছেলেরা সেখানে থাকে। আমরা গিয়ে অন্য কারো বাসায় বসতে পারি? না, আমরা পারি না। আমাদের বাসাগুলো খুব ছোট, কোনও জায়গা নেই। তাই আমরা যখন এখানে আসি আর *আপাদের* সাথে আমাদের কষ্টের কথা বলি, বা ফ্যানের হাওয়ায় বসি, আমাদের খুব ভালো লাগে।

আপনারা বাজেট যত বাড়াতে পারবেন, আমাদের জন্য সেটা ততই ভালো হবে। আমরা বালতি পেতাম, আমাদের প্যাড, সাবান, নাশতা আর পানি দেওয়া হত। আমাদের লঙ্কা আর মশলার প্যাকেট দিত এখানে। আমাদের কোনও চাহিদা ছিল না কারণ আমরা এখান থেকে সবকিছু পেতাম। আমাদের খুব ভালো লাগত, খুশি লাগত। আগের তুলনায় এখন বাজেট কমে গেছে। এখন অনেক কম জিনিসপত্র দেওয়া হয়। আমরা যেহেতু এখন শরণার্থী, আমাদের কোনও বাসা নেই, সম্পত্তি নেই - এখান থেকে এই জিনিসগুলো পেলে আমাদের অনেক ভালো হয়। আর আমরা এখানে সেলাইয়ের কাজ করতে পারলে সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে। এমব্রয়ডারি করাও আমাদের জন্য একটা ভালো হাতের কাজ, এটা কাজে দেয়।

তার নিজের কথায় (চলছে):

এই জায়গাটা আমাদের বাসার মতো হয়ে উঠেছে, এখানে আসা-যাওয়া করা। এছাড়াও, *আপারা* আমাদের বোঝা মনে করেন না। তারা কথা বলে আমাদের স্বস্তি দেন। আমরা কষ্টের মধ্যে একটু শান্তি খুঁজে পাই।

আমরা এখানে গল্প করি। আমাদের দুঃখের কথা বলি। এটার নামই *শান্তিখানা*; এখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আমরা আপাদের সাথে কথা বলি আর তাদের নির্দ্বিধায় সব বলতে পারি। আমি অন্য কারো সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বোধ করি না, আমার ভাইয়ের স্ত্রীর সাথেও না।

আমি প্রতিদিন আসি। ওরা ডাকুক বা না ডাকুক, আমরা আসি। মিটিং থাকুক বা না থাকুক, আমরা আসি। "আমাদের বাসায় ভালো লাগে না তাই এখানে আসি; কারণ আমাদের ঘর ছোট, কোনও হাওয়াবাতাস খেলে না। আমার বাচ্চাদের চেঁচামেচি ভালো লাগে না, তাই আমি এখানে এসে শান্তি পাই। *আপারা* বলেন, "আমরা মিটিং করি বা না করি, আপনারা আসবেন। কারণ এটা মহিলাদের *শান্তিখানা*। আপনারা এসে কথা বললে, আমাদের ভালো লাগে; আপনারা না এলে ভালো লাগে না।" [হাসি]।

যদি এই *শান্তিখানা* বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের আর অন্য কোনও জায়গা নেই। আমি বলছি আপনাকে কেন - আরেকটা আছে অনেক দূরে বাজারের কাছে। সেখানে বেশিরভাগ পুরুষরা যায়। খুব মাঝেসাঝে মহিলারা যায়। আমরা অত দূরে যেতে পারব না আর এইসব কথা বলতে পারব না। তো যখন আমাদের সন্তানরা ঝগড়া করে, বা কোনও মহিলাকে তার স্বামী নির্যাতন করে; এখানে এসে আমরা শান্তি পাই, কারণ আমাদের দূরে যেতে হয় না, এটা আমাদের পাসেই আছে, সেটা আমাদের খুব ভালো লাগে। তাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে বাজেট যেন বাড়ানো হয়। কারণ আমাদের দূরে কোথাও [ডব্লিউজিএসএস-এ] যেতে হলে মহিলারা আমাদের নিন্দা করবে, বলবে, "দেখো, এই মহিলারা এত দূর থেকে এখানে আসছে আর এখানে এমন আচরণ করছে।" সেই কারণে আমরা যাই না। আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি না। আমরা বাসা আর সন্তানদের রেখে কোথায় যাবো, তাও জানি না। এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক। আমরা সন্তানদের নিয়ে এখানে এলে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি।

আমি সহজে চলাফেরা করতে পারি না, সেটা কষ্টকর। একটুখানি হাঁটলেও পিঠে ব্যথা হয়। অনেক দিন হল, পিঠে ব্যথার কারণে উঠে দাঁড়াতে বা শুতে পারিনি। আগে এখানে [*শান্তিখানায়*] ওরা ওষুধ দিত। এটা আমি সময়মতো নিতাম তো খুব কাজে দিত। এখন যদি তেমন থাকত। বাজেট নেই। যেসব কর্মী এগুলো দেখাশুনা করতেন, তারাও অনেকে ছেড়ে চলে গেছেন।



একটি ছোট শিশু নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেসে খেলা করছে।
ফটো: পারমিন ফতেমা/ডব্লিউআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার।

প্রয়োজনের কথা বললে, আমরা যখন এখানে আসতাম, আমরা খুশি ছিলাম, আমাদের ডিপো [গর্ভনিরোধক] দেওয়া হত। তারা ভিটামিন ট্যাবলেট, গর্ভনিরোধক আর ওষুধপত্র দিত। আমাদের জন্য এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের হাসপাতালে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না; আমরা এগুলো এখান থেকে নিয়ে বাড়ি যেতে পারতাম।

আমাদের চাহিদার কোনও শেষ নেই। এমন কিছু নেই, যার প্রয়োজন আমাদের নেই।

শব্দ সংক্ষেপ

সিআইসি	ক্যাম্প ইন চার্জ
সিএফএস	শিশু বান্ধব কেন্দ্র
সিএমআর	ধর্ষণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা
সিপি	শিশু সুরক্ষা
জিবিভি	জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা
আইডিআই	বিস্তারিত সাক্ষাৎকার
আইএনজিও	আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
জেআরপি	রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তায় যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা
কেআইআই	মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
এসআরএইচ	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
ইউএন	জাতিসংঘ
ইউএনএইচসিআর	জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার
ইউএস	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ওয়াশ	পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি
ডব্লিউজিএসএস	নারী ও মেয়েদের সেইফ স্পেস (এর মধ্যে নারী বান্ধব কেন্দ্র এবং নারীদের বহুমুখী কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)
ডব্লিউএলও	নারী পরিচালিত সংস্থা

তথ্যসূত্র

1 জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর), গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট ২০২৫ (কোপেনহেগেন: ইউএনএইচসিআর গ্লোবাল ডেটা সার্ভিস, ২০২৬), www.unhcrorg/media/global-trends-2025-report.

2 ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল, গ্লোবাল ডিসপ্লেসমেন্ট ফোরকাস্ট ২০২৬ (কোপেনহেগেন: ২০২৬), https://drc.ngo/en/documents/global-displacement-forecast.

3 জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন ওভারভিউ: ইউএনএফপিএ-র বৈশ্বিক আবেদন ২০২৫ (নিউ ইয়র্ক: ২০২৪), www.unfpa.org/HAO2025.

4 উইমেনস রিফিউজি কমিশন (২০২৬)। এ ইয়ার অব হার্মস: দ্য ইম্প্যাক্ট অব ইউএস ফরেন এইড কাটস অন উইমেন অ্যান্ড গার্লস ইন হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস। https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/year-of-harms/

5 মানবিক বিষয়ক সমন্বয়ের জন্য জাতিসংঘের কার্যালয় (ওসিএইচএ), গ্লোবাল হিউম্যানিটেরিয়ান ওভারভিউ ২০২৬। https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2026.

6 মানবিক বিষয়ক সমন্বয়ের জন্য জাতিসংঘের কার্যালয় (ওসিএইচএ) ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যাকিং সার্ভিস, কোঅর্ডিনেটেড প্ল্যানস ২০২৬, https://fts.unocha.org/plans/overview/2026.

7 ইউএনএফপিএ, হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন ওভারভিউ: ইউএনএফপিএ-র বৈশ্বিক আবেদন ২০২৬ (নিউ ইয়র্ক: ২০২৬), www.unfpa.org/HAO2026.

8 জেন্ডার সমতা এবং নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা (ইউএন উইমেন), হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন, www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action.

9 জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা দায়িত্বের ক্ষেত্র (জিবিভি এওআর) বৈশ্বিক সুরক্ষা ক্লাস্টার, জরুরি অবস্থায় কার্যক্রমে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আন্তঃ-সংস্থা ন্যূনতম মানদণ্ড (নিউ ইয়র্ক: ইউএনএফপিএ, ২০১৯), www.unfpa.org/minimum-standards.

10 ডেবি ল্যানডিস, এক্সামিনিং উইমেন অ্যান্ড গার্লস সেফ স্পেসেস (ডব্লিউজিএসএস) ইন হিউম্যানিটেরিয়ান কনটেকস্ট: রিসার্চ ফাইন্ডিংস ফ্রম নর্থওয়েস্ট সিরিয়া অ্যান্ড সাউথ সুদান। রিসার্চ রিপোর্ট (জেনেভা: কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ২০২১), www.care.org/resources/examining-women-and-girls-safe-spaces-in-humanitarian-contexts.

11 লিন্ডসে স্টার্ক ও অন্যান্যরা, "দ্য এফেক্টিভনেস অব উইমেন অ্যান্ড গার্লস সেফ স্পেসেস: এ সিস্টেমেটিক রিভিউ অব এভিডেন্স টু অ্যাড্রেস ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস ইন হিউম্যানিটেরিয়ান কনটেক্সটস," ট্রমা, ভায়োলেন্স অ্যান্ড অ্যাবিউজ ২৩, নং ৪ (ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২১): পৃষ্ঠা ১২৪৯-১২৬১, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33612087.

12 ডেবি ল্যানডিস, এক্সামিনিং উইমেন অ্যান্ড গার্লস সেফ স্পেসেস (ডব্লিউজিএসএস) ইন হিউম্যানিটেরিয়ান কনটেকস্ট।

13 মেলানি মেগেভ্যান্ড, মাইকা উইলিয়ামস এবং লরা মার্চেসিনি, "উইমেন অ্যান্ড গার্লস সেফ স্পেসেস: দ্য পাওয়ার অব ফেমিনিস্ট সোশ্যাল গ্রুপওয়ার্ক ইন হিউম্যানিটেরিয়ান সেটিংস, "ইন গ্রুপওয়ার্ক উইথ রিফিউজিস অ্যান্ড সার্ভাইভার্স অব হিউম্যান রাইটস অ্যাবিউজেস: দ্য পাওয়ার অব টুগেদারনেস, (অ্যাবিংডন: রাটলেজ, ২০২২), পৃঃ ৬৬–৭৬, https://www.researchgate.net/publication/363480288_GROUPWORK_WITH_REFUGEES_AND_SURVIVORS_OF_HUMAN_RIGHTS_ABUSES_The_Power_of_Togetherness.

14 ইউএনএইচসিআর, গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট ২০২৫।

15 এলিনর আলবার্ট এবং লিন্ডসে মাইজল্যান্ড, "দ্য রোহিঙ্গা ক্রাইসিস," ২৩ জানুয়ারি, ২০২০, www.cfr.org/backgrounders/rohingya-crisis.

16 বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনএইচসিআর, রোহিঙ্গা শরণার্থী জনসংখ্যা ড্যাশবোর্ড, এপ্রিল ৩০, ২০২৬, https://data.unhcr.org/en/documents/details/122416.

17 রোহিঙ্গা সমন্বয় প্ল্যাটফরম (আরসিপি) সেক্রেটারিয়েট এবং ইউএনএইচসিআর, ২০২৫-২০২৬ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা: রোহিঙ্গা মানবিক সংকট (কক্স বাজার: আরসিপি, ২০২৫), https://rohingyaresponse.org/project/2025-26-jrp.

18 বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনএইচসিআর, রোহিঙ্গা শরণার্থী জনসংখ্যা ড্যাশবোর্ড।

19 মোঃ ইয়াসির ইউনুস, "এক্সপ্লোরিং ইনসিকিউরিটি, ক্রাইম, অ্যান্ড ভায়োলেন্স ইন রোহিঙ্গা ক্যাম্পস ইন বাংলাদেশ: টাইপস, ফ্যাক্টরস, এগজিস্টিং মেজারস, অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস," এসএন সোশ্যাল সায়েন্সেস ৬ (মার্চ ২৩, ২০২৬), ১৩০, https://doi.org/10.1007/s43545-026-01411-x.

20 জিবিভি এওআর নীতি ও অ্যাডভোকেসি টাস্ক টিম, রোহিঙ্গা সংকট: জিবিভি নীতি ও অ্যাডভোকেসি টাস্ক টিম আন্তঃ-সংস্থা ব্রিফিং পত্র, অক্টোবর ২৩, ২০১৭, www.refugeesinternational.org/advocacy-letters/rohingya-crisis-gbv-policy-and-advocacy-task-team-inter-agency-briefing-paper.

21 ইউএনএফপিএ, হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন ওভারভিউ (২০২৬)।

22 আরসিপি, জিবিভিআইএমএস বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৫ (কক্স বাজার: আরসিপি, ২০২৫), https://rohingyaresponse.org/wp-content/uploads/2026/05/GBVIMS-Annual-Report-2025.pdf.

23 ইউএনএফপিএ, হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন ওভারভিউ (২০২৬)।

24 আরসিপি, জিবিভিআইএমএস বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৫।

25 গীতাঞ্জলি সিং এবং ইভো ফ্রেইজেন, প্রিজার্ভিং প্লেসেস অব পিস ফর রিফিউজি উইমেন অ্যান্ড গার্লস, ১০ মার্চ, ২০২৬, https://counterpointbd.com/Preserving-'places-of-peace'-for-refugee-women-and-girls.

26 কুসালি নেলি কুবালো, রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পস: সেফ স্পেসেস গিভ উইমেন আ ফ্রেশ স্টার্ট ইন লাইফ, ১২ আগস্ট, ২০২১, www.unicef.org/bangladesh/en/stories/rohingya-refugee-camps-safe-spaces-give-women-fresh-start-life.

27 কেটি জিন, রোহিঙ্গা অ্যান্ড বাংলাদেশি গার্লস বন্ড ইন ইউনিসেফ সেফ স্পেসেস, ৯ মার্চ, ২০২০, www.unicef.org/bangladesh/en/stories/rohingya-and-bangladeshi-girls-bond-unicef-safe-spaces.

28 ইউএনএফপিএ, ইউএনএফপিএ হেল্পস ওপেন আ নিউ উইমেন ফ্রেন্ডলি স্পেস ইন দ্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পস, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, https://bangladesh.unfpa.org/en/news/unfpa-helps-open-new-women-friendly-space-rohingya-camps.

29 আন্তঃ-সেক্টর সমন্বয় গ্রুপ, আন্তঃ-সেক্টর চাহিদার মূল্যায়ন ২০২৪: ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (কক্স বাজার: আরসিপি, ২০২৫), https://rohingyaresponse.org/wp-content/uploads/2025/04/BGD_CXB_ISNA-2024_Full_Report_Camps_Feb-2024.pdf.

30 সিং এবং ফ্রেইজেন, প্রিজারভিং প্লেসেস অব পিস ফর রিফিউজি উইমেন অ্যান্ড গার্লস।

31 ওসিএইচএ আর্থিক নিরীক্ষণের সেবা, সমন্বিত পরিকল্পনা ২০২৬।

32 আন্তঃ-সেক্টর সমন্বয় গ্রুপ, বাংলাদেশ: রোহিঙ্গা মানবিক সংকট। যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ অর্থায়ন সংক্রান্ত আপডেট, জুলাই ২১, ২০২৫, https://rohingyaresponse.org/wp-content/uploads/2025/07/IMA_inf_JRP-2025-Funding-updates_FTS_17072025.pdf.

33 সুলিভান এবং করিম, এ ক্লোজিং উইন্ডো।

34 ইউএনএইচসিআর, বাংলাদেশ বহু-বার্ষিকী কৌশল ২০২৩-২০২৫ (জেনেভা: ২০২৫), https://www.unhcrorg/media/bangladesh-strategy-2023-2025-pdf.

35 ক্রিস্টেন জেলিনো, মোর দ্যান ৫০০ ফিয়ার্ড ডেড অ্যাজ অফিসিয়ালস ইনভেস্টিগেট রিপোর্টস অব বোটস ক্যাপসাইজিং উইথ রোহিঙ্গা রিফিউজিস, ১৬ জুলাই, ২০২৬, https://apnews.com/article/un-rohingya-myanmar-bangladesh-boats-migration-refugees-40aade57d92ab1828f86d82141ef884c.

36 আরসিপি সেক্রেটারিয়েট এবং ইউএনএইচসিআর, ২০২৫-২০২৬ যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা।

37 পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র।

38 কক্স বাজার শিশু সুরক্ষা সাব-সেক্টর, গ্যাম্বলিং অ্যামং চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ ইন রোহিঙ্গা ক্যাম্পস: পারসেপশনস, ইম্প্যাক্টস, অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন কনসার্নস (কক্স বাজার: আরসিপি, ২০২৫), https://rohingyaresponse.org/wp-content/uploads/2025/10/Gambling-Among-Children-and-Youth-in-Rohingya-Camps-Perceptions-Impacts-and-Child-Protection-Concerns.pdf.

39 সুলিভান এবং করিম, এ ক্লোজিং উইন্ডো।

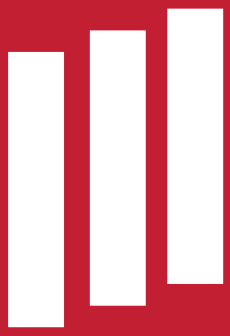
40 ইউএনএইচসিআর, বাংলাদেশ বহু-বার্ষিকী কৌশল ২০২৩-২০২৫।

41 এমডি রফিকুল ইসলাম, "অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অন সার্জিং ক্রাইম, জেন্ডার ভায়োলেন্স, অ্যান্ড জাস্টিস মেকানিজমস ইন দ্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পস ইন বাংলাদেশ," উইমেনস স্টাডিজ ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম, নং ১১১ (জুলাই–আগস্ট ২০২৫): 103122, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103122.

42 জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা দায়িত্বের ক্ষেত্র বৈশ্বিক সুরক্ষা ক্লাস্টার, জরুরি অবস্থায় কার্যক্রমে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আন্তঃ-সংস্থা ন্যূনতম মানদণ্ড।



ডব্লিউজিএসএস-এ যাওয়ার সংকীর্ণ পথ। ফটো: পারমিন ফতেমা/ডব্লি-উআরসি-র রোহিঙ্গা ফটোগ্রাফার



WOMEN'S
REFUGEE
COMMISSION

গবেষণা। পুনঃচিন্তন। সমাধান।

wrcommission
womensrefugeecommission
wrcommission
wrcommission
wrcommission.bsky.social

womensrefugeecommission.org